চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 62 Thursday, 1 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৬২ সংখ্যা ❋ ১৭ মাঘ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে বকেয়া না মিললে, শুক্রবার থেকে তিনি কলকাতার রেড রোডে অম্বেডকরের মূর্তির সামনে ধর্নায় বসবেন। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে নিউ বারাকপুরের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ভবনগুলিতে উচ্চস্বরে মাইক বা শব্দযন্ত্র বাজানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করল নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ। ...বিস্তারিত পাতা ৫

একশো দিনের কাজ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি নোংরা রাজনীতি করছে। এর ফলে সাধারণ মেহনতী মানুষ বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

যুব বিশ্বকাপে হইচই ফেলে দিয়েছেন ১৮ বছরের মুম্বইয়ের ছেলে। সরফরাজ খানের ভাই মুশির অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে একের পর এক সেঞ্চুরি করে চলেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

## রাজ্যের এডিজি আইনশৃঙ্খলার পদে এলেন মনোজ বর্মা, সরলেন শামিম

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ** বুধবার সন্ধেয় রাজ্যে পুলিশে বড়সড় রদবদল করা হল। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর সিকিউরিটি পদেও বদল আনা হল। নতুন এডিজি আইনশৃঙ্খলা হলেন আইপিএস মনোজ বর্মা। মনোজ এতদিন রাজ্যের অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁকে এডিজি আইনশৃঙ্খলা পদে নিয়ে যাওয়া হল। আর এতদিন এডিজি আইনশৃঙ্খলা পদে থাকা জাভেদ শামিমকে নিয়ে আসা হল রাজ্যের অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি ডিরেক্টর পদে। অতিরিক্ত পদ হিসেবে এডিজি আইবি-র দায়িত্বও সামলাবেন তিনি। এছাড়াও রাজ্যে পুলিশের একাধিক শীর্ষ পদে বদল করা হয়েছে। সামনে লোকসভা ভোট। তাই নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে যে সমস্ত পুলিশ অফিসার একই পদে তিন বছর বা প্রায় তিন বছর রয়েছেন, তাঁদের পদের বদল ঘটানো হল বলে নবান্ন সূত্রের খবর। রাজ্যের একাধিক রেঞ্জের ডিআইজিকেও বদলি করা হয়েছে। এই তালিকা রয়েছে দার্জিলিং, বারাসত, বিধাননগর, ব্যারাকপুর, হাওড়া, বনগাঁ। রাজ্যে পুলিশের মোট ৪৬ জন পদস্থ কর্তাকে বদলি করা হল। শুধু পুলিশের শীর্ষ পদে নয়, একাধিক ডিপার্টমেন্টের সচিব পদেও রদবদল করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। একাধিক ডেপুটি কমিশনার পদেও রদবদল করা হয়েছে। বদলি করা হয়েছে কালিম্পং, ইসলামপুর, বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপিকেও। বদলি করা হয়েছে পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমের জেলাশাসককে। বীরভূমের জেলাশাসক বিধানচন্দ্র রায়কে পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক পদে পাঠানো হল। অন্যদিকে পূর্ব বর্ধমানের বর্তমান জেলাশাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাঝিকে বীরভূমের জেলাশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হল।

## ২ লক্ষ কোটির কোনও হিসেবই দেয়নি মমতা সরকার

**নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারিঃ** মমতার আর্থিক বঞ্চনার জবাব দিতে আসরে নামল বিজেপি। বুধবার সকালে সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে বাংলার বকেয়া টাকার দাবি জানান তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরে সুদীপকে ক্যাগ রিপোর্ট পড়ে দেখতে বলেন প্রধানমন্ত্রী। কী আছে সেই ক্যাগ রিপোর্টে, যা দেখে কেন্দ্র টাকা বন্ধ করে দিচ্ছে? কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই ক্যাগ রিপোর্ট সামনে আনলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে বকেয়া টাকার দাবিতে ধরনায় বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে সুকান্ত মজুমদার যে তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন, তাতে শাসক দলের অস্বস্তি বাড়বে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সুকান্ত মজুমদার উল্লেখ করেছেন, প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার হিসেব দেয়নি রাজ্য। সেই টাকা কোথায় গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। সুকান্তর দাবি, ‘পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট’-এ প্রকল্পের টাকা নেওয়া হয়েছে, এমন কথাই উল্লেখ করা হয়েছে ক্যাগ রিপোর্টে। সুকান্ত বলেন, ‘‘এটা দুর্নীতির নতুন পন্থা। সাধারণের টাকা কোথায় খরচ করা হয়েছে, তা কারও জানা নেই।’’ সুকান্ত আরও বলেন, ‘‘রাজ্য সরকারকে যে কোনও প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে হয়। তাতে বোঝা যায়, যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, সেই টাকা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজেই খরচ হয়েছে। কিন্তু ক্যাগ রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, ১.৯৫ লক্ষ কোটি টাকার কোনও ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেওয়া হয়নি।’’ শিক্ষা থেকে গ্রামোন্নয়ন সব দফতরে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন সুকান্ত। আরও বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতা গৌরব ভাটিয়া।

## মালদহে রাহুল, সেখানে দাঁড়িয়েই মমতা বললেন
# ‘কংগ্রেসকে একটাও আসন দেব না’

**দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৩১ জানুয়ারিঃ** বাংলায় বসে যখন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলছেন, তৃণমূল আর কংগ্রেসের পথ আলাদা হলেও লক্ষ্য এক। অদূরেই তখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের গড় হিসেবে যে জেলার দীর্ঘদিনের পরিচিতি, সেই জেলাতেই কংগ্রেসকে কার্যত তুলোধনা করলেন মমতা। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বোঝালেন কংগ্রেস নয়, মালদহেও কাজ করেছে সেই তৃণমূলই। স্কুল থেকে মাদ্রাসা, বিমানবন্দর থেকে আইটিআই- সবটাই শাসক দলের হাত ধরে হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারে নেমে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, বুধবার সকালেই তিনি পৌঁছে যান মালদহে। প্রথমে পদযাত্রার পর মালদা টাউনে সভায় যোগ দেন মমতা। বক্তব্য রাখার সময় শুরুতেই তিনি বলেন, ‘‘আমরা একাই লড়ব। আমরা জানি বিজেপিকে কীভাবে হারাতে হয়। বাংলাই পারে গোটা দেশকে পথ দেখাতে।’’ এরপর মালদহের উন্নয়নের হিসেব তুলে ধরে মমতা বলেন, ‘‘এখান থেকে বারবার কংগ্রেস নেতারা সাংসদ হয়েছেন। আপনারা বলুন তো কংগ্রেস কী করেছে?’’ এদিন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা গনিখান চৌধুরীর নামও শোনা যায় মমতার মুখে। তিনি বলেন, ‘‘বরকত দা থাকতে একটা গৌর ভবন তৈরি করেছিল। সেটারও আজ খারাপ অবস্থা।’’ মমতা আরও বলেন, ‘‘বরকত দার পরিবার থেকে কেউ ভোটে লড়ুক আমার কোনও আপত্তি নেই। আমরাও লড়ব।’’ অর্থাৎ বাংলায় যে কোনওভাবেই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হচ্ছে না, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মমতার সভামঞ্চ থেকে ৮০-৯০ কিলোমিটার দূরে বসে এদিনই কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ উল্লেখ করেছেন, কংগ্রেস আর

তৃণমূলের পথ আলাদা হলেও লক্ষ্য এক। দুই দলই বিজেপিকে হারাতে যায় বলে মন্তব্য করেছেন জয়রাম। অপরদিকে, মমতা এদিন বলেন, ‘‘ওরা সিপিএম-এর সঙ্গে লড়বে। বিজেপিকে সুবিধা করে দেবে। আমরা একা লড়ব। বিজেপিকে হারাতে পিছপা হব না।’’ এদিন মালদহের পর বহরমপুরের সরকারি পরিষেবা প্রদানকারী অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ‘‘আমি কংগ্রেসকে বললাম, তোমাদের একটাও বিধায়ক নেই। মালদায় তোমাদের দুটো লোকসভা আসন দিচ্ছি। আমরা জিতিয়ে দেব। বলল, না, আমার অনেক চাই। আমি বললাম, না, আমি তোমায় একটাও দেব না। তুমি আগে সিপিআইএমের সঙ্গ ছাড়। সিপিআইএম তোমার নেতা।’’ অর্থাৎ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর জেতা বহরমপুর আসনও ছাড়তে রাজি ছিলেন না বলে কার্যত বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নাম অবশ্য মুখে আনেননি তৃণমূল সুপ্রিমো। যে অধীরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোনওদিনই ভালো ছিল না। রাজনৈতিক মহলের মতে, পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনা সবথেকে বেশি, সেটা হল বহরমপুর। তৃণমূলের শাসন এবং গেরুয়া ঝড়ের মধ্যেও ২০১৯ সালে বহরমপুর থেকে ৮০,০০০ ভোটে জিতেছিলেন অধীর। যিনি ১৯৯৯ সাল থেকে টানা সাংসদ হয়ে এসেছেন। সেই অধীরের আসনও যে ছাড়তে রাজি ছিলেন না মমতা, তা মুর্শিদাবাদের সভা থেকেও বুঝিয়ে দেন। মুর্শিদাবাদে সরকারি পরিষেবা প্রদানকারী অনুষ্ঠানে মমতা বলেন, ‘‘আমি একদিন কংগ্রেস করতাম। কংগ্রস থেকে আমায় তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাংলার মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছিলাম। আমি ভাবলাম, বৃহত্তর স্বার্থে সবাই কাজ করবে। আমি সবার প্রথমে প্রস্তাব দিলাম, তোমাদের একটাও বিধায়ক নেই, ঠিক আছে, তোমায় মালদার দুটো সিট দিচ্ছি আমি। তোমায় আমি জিতিয়ে দেব।’’ তারপর কংগ্রেসের কী প্রতিক্রিয়া ছিল, সেটাও জানিয়ে দেন মমতা। তিনি বলেন, ‘‘বলল, না হবে না। সঙ্গে-সঙ্গে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান (করে দিল)। আমি বললাম, ভাই নমস্কার। আমায় আমার মতো করতে দাও। আমি সিপিআইএমের সঙ্গে চলতে পারব না। ওরা আমার মাথায় মেরেছে। ওরা আমার পায়ে মেরেছে। ওরা আমার কোমরে মেরেছে। ওরা আমার চোখে মেরেছে। ওরা কত মানুষের জীবন কেড়েছে। ওরা কী করেনি। একটার পর একটা অত্যাচার করেছে।’’

## ‘আত্মবিশ্লেষণ করুন, আলোচনা করার সুযোগ কাজে লাগান’
### বিরোধীদের বার্তা মোদির

**নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারিঃ** বাজেট অধিবেশনের সূচনার আগে আজ সংসদভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পেশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সময়ই সব সাংসদদের প্রতি মোদি আবেদন করেন, সংসদ অধিবেশনে যাতে সব সাংসদরা আত্মবিশ্লেষণ করেন এবং আসল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বিরোধীদের খোঁচা দিয়ে মোদি বলেন, ‘‘সংসদ অধিবেশনকে পঙ্গু করার অভ্যাস গড়ে তুলেছেন অনেকে। তাঁদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।’’ এদিকে আজকে নারীশক্তির প্রসঙ্গ টেনে এনে মোদি বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পথ দেখাবেন আর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বাজেট পেশ করবেন। এখানেই নারী শক্তির কতটা শক্তিশালী, তা দেখা গিয়েছে।’’ মোদি এরপর আরও বলেন, ‘‘লোকসভা নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে। তাই অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হয়। আমরাও সেই রীতি অনুসরণ করছি। ভোটের

পর সরকার গঠন হলে আমরা পূর্ণাঙ্গ বাজেট নিয়ে আসব।’’ প্রধানমন্ত্রী আজ বলেন, ‘‘গত দশ বছরে কিছু মানুষ পার্লামেন্ট এমন ভাবে পরিচালনা করেছে যা তাদের উপযুক্ত মনে হয়েছে। কিছু সংসদ সদস্য সংসদের কার্যধারা ব্যাহত করা নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করেছেন। তাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। এই সংসদ সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকার লোকদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন... কেউ কেউ এই এমপিদের নামও জানেন না এবং তারা কী করেছিলেন তা মনেও করতে পারেন না। যে সব সাংসদরা সংসদে ঝামেলা বাঁধিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ মনে রাখবে না। তাঁরা অভ্যাসবশত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। তাঁরা এবার নিজেদের দিকে তাকান । ভাবুন, সাংসদ থাকাকালীন তাঁরা কী করেছেন। যাঁরা ভালো কাজ করেছেন, তাঁদের সবাই মনে রাখবে। কিন্তু যাঁরা কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন, তাঁদের কেউ মনে রাখবে না। এই বাজেট অধিবেশন সেই সব সাংসদদের কাছে অনুশোচনার সুযোগ এনে দিয়েছে। এবার তাঁরা তাঁদের সবচেয়ে ভালোটা করে দেখাক।’’ এর আগে গত শীতকালীন অধিবেশনে প্রায় ১৫০ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল উভয় কক্ষে। তবে বাজেট অধিবেশনের আগে তাঁদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন লোকসভায় দর্শক গ্যালারি থেকে ঝাঁপ দিয়ে স্মোক বম্ব ফাটিয়েছিলেন একজন। লোকসভায় কীভাবে এই ধরনের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে সরব হয়েছিলেন বিরোধী সাংসদরা। তাতেই উত্তাল হয় সংসদের উভয় কক্ষ। পরপর বিরোধী সাংসদরা সাসপেন্ড হন এই ঘটনায়। সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসের শশী থারুর, কার্তি চিদাম্বরম, মণীশ তিওয়ারি, এনসিপির সুপ্রিয়া সুলে, সমাজবাদী পার্টির ডিম্পল যাদব, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুক আবদুল্লার মতো তাবড় নেতারা। এর আগেও চিনা আগ্রাসন, কৃষক আন্দোলন, পেগাসাসের মতো একাধিক ইস্যুতে সংসদভবন বারবার উত্তাল হয়েছে। বিরোধীরা ওয়েলে নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এবং প্রায় প্রতি অধিবেশনের আগেই প্রধানমন্ত্রী মোদি বিরোধীদের সংসদে মসৃণ ভাবে কাজ করতে দেওয়ার আহ্বান জানান। তবে চলতি সংসদের এটাই শেষ অধিবেশন হতে চলেছে। এই আবহে বাজেট অধিবেশনে বিরোধীরা কোন ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগবে, সেদিকে নজর রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

## ‘দুর্ঘটনা বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছে পুলিশ’, বিজেপি কর্মীর রহস্য-মৃত্যুতে দাবি শুভেন্দুর

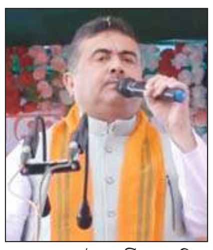

**দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩১ জানুয়ারিঃ** বিজেপি কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এবার সরব বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রহস্যজনকভাবে যাঁর দেহ উদ্ধার হল, তাঁর মৃত্যু নিয়ে তদন্তই হচ্ছে না ঠিক মতো। এমনই দাবি করলেন তিনি। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী থানার ভাদুতলা এলাকায় এক বিজেপি কর্মী দেহ উদ্ধার হয় রহস্যজনকভাবে। আজ বুধবার সেই কর্মীর বাড়িতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে গিয়ে তদন্ত নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, কোনও দেহ উদ্ধার হলে পুলিশ কুকুর নিয়ে যেভাবে তল্লাশি চালানো প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে না। মৃতের নাম মিঠুন খামরুই। মঙ্গলবার শালবনী থানার পুলিশ তাঁর দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে শালবনীর ভাদুতলা থেকে কর্ণগড় যাওয়ার রাস্তায় একটি কালভার্টের নীচে পড়ে থাকতে দেখা যায় ওই ব্যক্তির দেহ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানায় পুলিশ। বিজেপির অভিযোগ খুন করা হয়েছে তাদের দলের কর্মীকে। জানা গিয়েছে, সোমবার একটি মেলা চলছিল এলাকায়। সেখানেই ছিলেন মিঠুন খামরুই। কিন্তু ওই দিন রাতে আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। মঙ্গলবার সকালে সেতুর নীচ থেকেই তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হতেই বাড়ে রহস্য। মৃতের ছেলে সৌভিক খামরুই জানিয়েছেন, কারা খুন করেছে বোঝা যাচ্ছে না। বিজেপির দাবি, পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। বুধবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘সকাল থেকে পুলিশের যা কাজ করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি। পুলিশ এই মৃত্যুটাকে আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছে। এর পিছনে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা আছে, এটা পুলিশ সামনে আনতে চাইছে না। বিজেপি পরিবারের পাশে আছে।’’

## বিধানসভায় শুভেন্দুর সাসপেনশন প্রত্যাহার
# যোগ দিতে পারবেন বাজেট অধিবেশনে

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ** বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীর সাসপেনশন তুলে নিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন বিরোধী দলনেতা। গত বছর নভেম্বর মাসে শীতকালীন অধিবেশনে সাসপেন্ড হয়েছিলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। গত ২৮ নভেম্বর অধ্যক্ষের প্রতি অসম্মানজনক আচরণের অভিযোগে পুরো শীতকালীন অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল শুভেন্দু অধিকারীকে। যার প্রেক্ষিতে স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও জমা দেয় বিজেপি। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতিতে শুরু হয় শোরগোল। এই পরিস্থিতিতে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন। এদিকে সাসপেনশনের মেয়াদ শেষ না হওয়ার বিরোধী দলবনেতার পক্ষে বাজেট অধিবেশনে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। অবশেষে সমস্ত অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে শুভেন্দুর সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নিলেন স্পিকার। ফলে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে শুভেন্দু অংশগ্রহণ করবেন বলেই খবর। শুভেন্দুকে যেদিন সাসপেন্ড

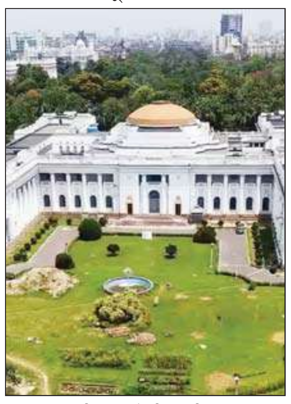

করা হয়েছিল ওইদিন বিধানসভায় শাসকদলকে নিশানা করে একের পর এক তোপ দাগে বিজেপি নেতৃত্ব। একেবারে জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ছবি নিয়ে বিধানসভায় চলে আসেন বিজেপি বিধায়করা। শুরু হয়ে যায় তুমুল ধুন্ধুমার। অসংসদীয় আচরণের অভিযোগ এনে তৃণমূল পরিষদীয় দলের তরফে উপমুখ্যসচেতক তাপস রায় বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব এনেছিলেন। এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন স্পিকার। প্রসঙ্গত, সংসদের গত শীতকালীন অধিবেশনে রাজ্যসভা ও লোকসভা মিলিয়ে সাসপেন্ড হন ১৪৬ জন বিরোধী সাংসদ। সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতির দাবিতে বিক্ষোভ করার জন্যই তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়। বহিষ্কৃত ১৩২ জন সাংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শেষদিন পর্যন্ত সাসপেন্ড ছিলেন। বাকি ১৪ জন সাংসদের সাসপেনশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রিভিলেজ কমিটির কাছে বিষয়টি পাঠানো হয়েছিল। গত ১২ জানুয়ারি সংশ্লিষ্ট কমিটি লোকসভার ৩ জন সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর গতকাল মঙ্গলবার রাজ্যসভার ১১ জন সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করেছে কমিটি।

## এবার ঘুণ বিধানসভাতেও! এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮ কোটির প্রতারণার পর্দা ফাঁস

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ** শিক্ষক পুরসভার পর এবার দুর্নীতির ঘুণ বিধানসভার চাকরিতেও। বিধানসভায় চাকরি দেওয়ার নাম করে কোটি কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ। অভিযোগের তির মিতা মুখোপাধ্যায় নামে এক মহিলা ও তাঁর এজেন্টের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই ইডি দফতরে অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রতারিতরা। বুধবার সকালে ইডি দফতরের নামে জড়ো হন প্রতারিতরা। তাঁদের মধ্যে এক জন বলেন, ‘‘আমার কাছ প্রদীপ বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তির যোগাযোগ হয়। তাঁর বাড়ি ঠাকুরনগরে। তিনি আমাকে বিধানসভায় চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিলেন। আমার কাছ থেকে ৬ লক্ষ টাকা নিয়েছিল। আমাকে কার্ড দিয়েছিল একটা। জয়েনিং লেটারও দিয়েছিল। পরে দেখছি নিয়োগ হচ্ছে না। জানি সবটা ভুয়ো।’’ এই প্রতারণার চক্রের নেপথ্যে উঠে আসছে মিতা মুখোপাধ্যায় নামে এক মহিলার নাম। তিনি জানান, তাঁদের কাছে টাকা নিয়েছিলেন প্রদীপ। কিন্তু চাকরি যখন তিনি পাননি, প্রদীপের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রদীপ তাঁদের অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। এভাবেই কেটে যায় ৫-৬ বছর। প্রতারিতদের বক্তব্য, তখন প্রদীপকে চেপে ধরতে তিনি মিতা মুখোপাধ্যায়ের নাম করেন। প্রদীপ জানিয়েছিলেন, তিনি সব টাকা মিতা মুখোপাধ্যায়ের হাতে দেন। প্রতারিতদের অভিযোগ, গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতারণার জাল বিছিয়েছেন মিতা মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই বিধানসভায় চাকরি দেওয়ার নাম করে ৮ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। আরেক প্রতারিতের বক্তব্য, সারা বাংলার মিতার নেটওয়ার্ক, আর প্রদীপের মতো এজেন্ট সর্বত্র রয়েছে। বিধানসভার কথা প্রথমে বলেন, তারপর প্রাইমারি, আপার প্রাইমারির জন্যও টাকা নেন। জমি বেঁচে টাকা দিয়েছিলেন তিনি। টাকা ধার নিয়ে দিয়েছিলেন। পাওনাদারদের জন্য বাড়িও ছেড়েছিলেন। সেই প্রতারিতর বক্তব্য, ‘‘মিতা বলেছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিকদের সঙ্গে আমার ভাল যোগাযোগ রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম। এখন আমরা টাকা ফেরত চাই। আরও অভিযোগ, থানায় অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। কারণ মিতা বারাসতের প্রভাবশালী।’’ এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের দিকেই তাকিয়ে প্রতারিতরা। এখনও পর্যন্ত মিতার অবশ্য এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

# গাড়ির কাচ ভাঙল, অধীরকে রাহুল বললেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু বলবেন না

**দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৩১ জানুয়ারিঃ** বুধবার দুপুরে রাহুল গান্ধির গাড়ির মালদহে ঢুকতেই ঢিলের আঘাতে পিছনের কাচ ভেঙে পড়ে। রিয়ার স্ক্রিন ভেঙে ঝুর ঝুর করে পড়ে যায়। কিন্তু তার পরেও এ ঘটনা নিয়ে সরাসরি তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করা থেকে অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে বিরত করলেন রাহুল গান্ধি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে তিনি বলেন, ‘‘এখনই মমতাজির পার্টি নিয়ে কিছু বলবেন না যেন।’’ রাহুল বরাবরই ডাকাবুকো। ঢিলের আঘাতে গাড়ির পিছনের কাচ ভাঙার পর তিনি নেমে পড়েন। গাড়ি থেকে নামেন অধীর চৌধুরীও। তার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তৃণমূলের নাম না করে বলেন, ‘‘রাহুল গান্ধির যাত্রার পোস্টার জলপাইগুড়িতে ছেঁড়ে হয়েছে। এখানে কাচ ভাঙা হল। বুঝতেই পারছেন কারা করেছে।’’ পরে সাংবাদিক বৈঠক করে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, ‘‘হ্যাঁ গাড়িতে ঢিল মারা হয়েছে। কাচ ভেঙেছে। কিন্তু এ সব চলতেই থাকে। আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য বৃহত্তর লক্ষ্য নিয়ে ইন্ডিয়া জোট গঠন করেছি। সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার জন্য কেউ কেউ চেষ্টা করবে। কিন্তু বিচলিত হলে চলবে না।’’ জয়রাম সাংবাদিক বৈঠকে আরও বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তিনি ইন্ডিয়া জোটে রয়েছেন। তিনি বিজেপিকে পরাস্ত করতে চান। আমরাও তাই চাই। তার মানে কী? তার মানে হল, রাস্তা আলাদা হতে পারে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য একটাই।’’ তাৎপর্যপূর্ণ হল, রাহুল গান্ধির মতই এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মালদহে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বুধবার প্রশাসনিক বৈঠক করেন। কিন্তু সেই সরকারি কর্মসূচি

থেকেই মমতা বলেন, ‘‘কংগ্রেসকে একটাও আসন দেব না।’’ তবে মমতার সেই কথার কৌশলগত ভাবেই কোনও জবাব দিতে চাননি জয়রাম। পর্যবেক্ষকদের মতে, এর অর্থ পরিষ্কার। ইন্ডিয়া জোট রাখার ব্যাপারে কংগ্রেস বারবার আন্তরিক বার্তা দিতে চাইছে। বাংলায় শাসক দলের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা ঘেঁটে গেলেও তার ধারবাহিকতা কৌশল করেই রাখতে চাইছে কংগ্রেস। যাতে বাংলা তো বটেও গোটা দেশে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কাছে এর বার্তা পৌঁছয়। অন্যদিকে রহুলের গাড়ির কাচ ভাঙা নিয়ে মমতা বলেন, ‘‘মটিংয়ে আসতে আসতে হেলিকপ্টারে একটা খবর পেলাম। কংগ্রেসের একজন নেতা, রাহুলের নামটাই বলে দিই। আমার থেকে ছোট, ওর গাড়িতে নাকি কাচ ভেঙেছে। আমরা এসব পছন্দ করি না। আমরা এসব করিও না।’’ কংগ্রেস নেতার গাড়িতে হামলার ঘটনা সমর্থন করেন না বলে এদিন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তিনি বলেন, ‘‘ওটা বাংলায় নয়, কাটিহারে কিষাণগঞ্জে হয়েছে। আমি ঘটনার নিন্দা করি।’’ এদিন ইংরেজবাজার থেকে চাঁচাছোলা ভাষাতেই রাহুল বলেন, ‘‘ভারত জোড়ো যাত্রায় আমরা ন্যায় শব্দটি জুড়ে দিয়েছি। কারণ প্রতিটা রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অন্যায় হচ্ছে। যে কোনও রাজ্যে চলে যান সেখানের মানুষ বলবেন ভারতে বেকারত্ব যে জায়গায় পৌঁছেছে তা বিগত ৩০-৪০ বছরে দেখা যায়নি। আর্থিক অন্যায়, সামাজিক অন্যায়, মহিলাদের বিরুদ্ধে অন্যায়, কৃষকদের প্রতি অন্যায়, শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় করে চলেছে মোদি সরকার। কৃষি ক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য কালো আইন এনেছিলেন। কিন্তু, কৃষকরা একজোট হয়ে তা ঠেকিয়েছেন।’’ একইসঙ্গে তাঁদের সরকার ক্ষমতায় এলেই যে দ্রুত জাতি জনগণনা হবে সে কথা জানাতে ভোলেননি রাহুল। একইসঙ্গে কেন ভারত জোড়ো যাত্রার সঙ্গে ন্যায় শব্দ জোড়া হল সেই ব্যাখ্যাও দেন। বলেন, ‘‘আমি আপনাদের মন কি বাত শুনতে এসেছি। সামাজিক ন্যায়ের জন্য জাতি জনগণনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সরকার ক্ষমতায় এলেই আমরা এই সেনসাস করব। দেখা হবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষ কতজন আছে, আদিবাসী কতজন আছেন, কতজনই বা দলিত। আমরা পাঁচটা ন্যায়ের দাবিতে এগিয়ে চলেছি। আর্থিক ন্যায়, সামাজিক ন্যায়, কৃষকদের ন্যায়, মহিলাদের জন্য ন্যায়, মজদুরদের জন্য ন্যায় নিয়ে আমরা কথা বলতে চাইছি।’’ তবে মালদহে এসে গনিখান চৌধুরীর নাম নিতে ভোলেননি তিনি। তাঁর কাজের জন্য সম্মানও জানান। বলেন, ‘‘ওনার কথা তো বলতেই হবে। উনি যা করেছেন তা ভোলার নয়। ওনাকে মনে রাখতেই হবে।’’

# এই বাজেট অধিবেশন অনুতপ্ত হওয়ার ও ইতিবাচক ছাপ রেখে যাওয়ার সুযোগঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ এই বাজেট অধিবেশন অনুতপ্ত হওয়ার ও ইতিবাচক ছাপ রেখে যাওয়ার সুযোগ। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, আমি সমস্ত সাংসদদের কাছে অনুরোধ করছি, নিজেদের সেরাটা দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না।বুধবার সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংসদে বিঘ্ন না ঘটানোর আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমি আশা করছি, যে সমস্ত সাংসদরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ছিঁড়ে ফেলার অভ্যাসে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁরা সাংসদ হিসাবে নিজেদের মেয়াদে কী করেছেন তা আত্মদর্শন করবেন। যাঁরা সংসদে ইতিবাচক অবদান রেখেছেন তাঁদের সবাই মনে রাখবে। তবে যারা বিঘ্ন ঘটিযেছেন সেই সদস্যরা, খুব কমই মনে থাকবেন। এই বাজেট অধিবেশন অনুতপ্ত হওয়ার এবং ইতিবাচক পদচিহ্ন রেখে যাওয়ার একটি সুযোগ। আমি সমস্ত সাংসদকে এই সুযোগ হাতছাড়া না করার এবং নিজেদের সেরাটা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

## প্রয়াত শিবসেনা বিধায়ক অনিল বাবর, মহারাষ্ট্র রাজনৈতিক মহলে শোকের আবহ

মুম্বই, ৩১ জানুয়ারি ঃ প্রয়াত হয়েছেন একনাথ শিবিরের শিবসেনা বিধায়ক অনিল বাবর। বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি, মৃত্যুকালে প্রবীণ এই রাজনীতিকের বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। নিউমোনিয়ায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন বিধায়ক অনিল বাবর। বুধবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর জীবনাবসান হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।শিবসেনা বিধায়ক অনিল বাবরের প্রয়াণে শোকের আবহ মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলে, গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। এক্স মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে জানিয়েছেন, বিধায়ক অনিল বাবরের প্রয়াণ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাঁর প্রয়াণে আমরা একজন সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিকে হারালাম। জনসাধারণের জন্য তিনি যে কাজ করেছেন, তা কখনই ভুলে যাওয়া যাবে না। ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

## আইএনডিআই জোটের সমালোচনায় সরব নীতীশ, বললেন বিহারের জনগণের জন্য কাজ করব

পাটনা, ৩১ জানুয়ারি ঃ তাঁর উদ্যোগেই আইএনডিআই জোটের সূচনা, সেই নীতীশ কুমারই এবার আইএনডিআই জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন। বুধবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ সভাপতি নীতীশ কুমার বলেছেন, জোটের জন্য অন্য নাম নির্বাচন করার জন্য আমি তাঁদের আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা আগেই তা চূড়ান্ত করেছিল। আমি অনেক কঠিন চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা একটা কাজও করেনি। এখনও পর্যন্ত তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি, কোন দল কতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই কারণেই আমি তাঁদের ছেড়ে চলে এসেছি এবং শুরুতে যাদের সঙ্গে ছিলাম সেখানে ফিরে এসেছি। আমি বিহারের মানুষের জন্য কাজ করে যাব।কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী এখন বিহারে জাতিগত জনগণনার কৃতিত্ব নিচ্ছেন, এই প্রসঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেছেন, তিনি কী ভুলে গিয়েছেন যখন জাতিগত জনগণনা হয়েছিল? আমি ৯টি দলের উপস্থিতিতে এটি পরিচালনা করেছি। ২০১৯-২০২০ সালে আমি সমাবেশ থেকে জনসভা, সর্বত্র জাতিগত জনগণনা পরিচালনার কথা বলেছি। তিনি ভুয়ো কৃতিত্ব নিচ্ছেন, আমি কী করতে পারি? এটা হতে দাও।

## নতুন সংসদ ভবনে ''শ্রেষ্ঠ ভারত''-এর সুবাস রয়েছেঃরাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ নতুন সংসদ ভবনে সুবাস রয়েছে ''শ্রেষ্ঠ ভারত''-এর। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, নতুন সংসদ ভবনে এটাই আমার প্রথম বক্তৃতা। অমৃত কালের সূচনাতেই তৈরি হয়েছে এই জমকালো ভবন। এতে ''এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত''-এর সুবাস রয়েছে...এতে গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় ঐতিহ্যকে সম্মান করার সংকল্পও রয়েছে। এর পাশাপাশি একবিংশ শতাব্দীর নতুন ভারতের নতুন ঐতিহ্য গড়ে তোলার সংকল্পও রয়েছে। আমি নিশ্চিত, এই নতুন ভবনে নীতির বিষয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনা হবে।বুধবার সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, গত বছরটি ভারতের জন্য সাফল্যে ভরপুর ছিল। অনেক সাফল্য ছিল - ভারত দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছিল। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনো প্রথম দেশ হয়ে ওঠে ভারত। ভারত আয়োজিত সফল জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন বিশ্বে ভারতের ভূমিকাকে শক্তিশালী করেছে। এশিয়ান গেমসে ভারত ১০০টিরও বেশি পদক জিতেছে। ভারতও অটল টানেলও পেয়েছে।রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, আমরা এখন যে অর্জন ও প্রাপ্তি দেখতে পাচ্ছি তা হল গত ১০ বছরের অনুশীলনের সম্প্রসারণ। ''গরীবি হটাও'' স্লোগান আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনেছি। এখন আমাদের জীবনে প্রথমবারের মতো, আমরা বড় পরিসরে দারিদ্র্য বিমোচন হতে দেখছি।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১ফেব্রুয়ারি ঃবুধবার, ১৭মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৭মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৭মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৭মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

## যাদবপুরের ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুতে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য!

দুরন্ত বার্তা,৩১জানুয়ারিঃ ফের বিতর্কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। মালবাজারের ওই ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে থাকতেন। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপর বাড়ি থেকেই ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই বিস্ফোরক অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক ছাত্র ও এক গবেষক (তাঁরাও দৃষ্টিহীন) ছাত্রীর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। আর তার জেরেই আত্মহত্যা করেছেন ছাত্রী। পরিবারের বক্তব্য, থানায় অভিযোগ জানিয়েও হয়নি কোনও লাভ। পুলিশি তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ মৃত ছাত্রীর পরিবারের । মালবাজার পৌরসভার বাসিন্দা ছিলেন। পরিবারে বাবা, মা ও ভাই রয়েছেন। বাবা শিলিগুড়িতে এক কোম্পানিতে কর্মরত। পরিবারের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হত তাঁকে। মালবাজার থানায .অভিযোগ দায়ের। ১৬ জানুয়ারি পরীক্ষা দিয়ে মালবাজার ফিরে আসেন, তারপর মামা বাড়িতে উঠেন।১৮ই জানুয়ারি মামাবাড়ির বারান্দার গিড়িলে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন ছাত্রী।এ বিষয়ে মালবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ জানায় পরিবার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে সেভাবে তদন্ত করা হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। পরিবারের দাবি পুলিশের তরফ থেকে শুধু বলা হয়েছে, ' হবে, জবানবন্দি নেওযা হবে।' কিন্তু কোনটি এখনও পর্যন্ত করেনি পুলিশ। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর পরেও তাঁদের তরফেও পরিবারের সঙ্গে আর কথা বলা হয়নি এমনটাই দাবি তাঁদের। পরিবারের দাবি, যাতে অভিযুক্ত ছাত্র এবং শিক্ষকের বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তাঁদের জন্যই মৃত্যু হয়েছে ছাত্রীর।পরিবারের দাবি, আত্মঘাতী হওয়ার আগে তাঁর ওপর হওয়া নির্যাতনের ঘটনা তিনি বা।রি লোককে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরিবারের লোকেরা তাঁর কথাতে তেমনভাবে গুরুত্ব দেননি। ভেবেছিলেন সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে তা হয়নি আর তার জন্যই চরম পরিণতি হল।মৃত ছাত্রীর মা জানান, মূল অভিযুক্তর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল মেয়ের। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় একটা ছেলে আর মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকে তেমনি। তবে কিছুদিন যেতে না যেতেই মেয়েকে ব্ল্যাকমেল শুরু করেন অভিযুক্ত। টাকা দাবি করতে থাকেন। অভিযোগ, শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি মানসিক নির্যাতন করতেন বলেও অভিযোগ। তাঁকে ড্রাগ দেওয়ারও চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। যার কারণে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে আত্মহত্যা পথ বেছে নিয়েছেন বলে দাবি ছাত্রীর। থানায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে দাবি ছাত্রীর মা।এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী সপ্তাহেই বৈঠক ডাকা হবে। এই নিয়ে আলোচনা করা হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুর বক্তব্য, আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। তবে এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কতটা কী করার আছে, তা বলতে পারব না। যেহেতু যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা ছাত্রীর বাড়িতেই ঘটেছে।

## দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানকে তলব ইডি-র

দুরন্ত বার্তা,৩১জানুয়ারিঃ দক্ষিণ দমদম পুর সভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তকে ফের একবার ডেকে পাঠাল ইডি। একসময় মন্ত্রী সুজিত বসুর ব্যক্তিগত আপ্ত সহায়ক ছিলেন এই নিতাই। এর আগেও তাঁর বাড়িতে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত চালিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। চলতি সপ্তাহেই তাঁকে ইডি দফতরে হাজিরার নোটিস পাঠানো হয়েছে।বস্তুত, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিকবার রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়িতে তদন্ত করেছেন ইডি আধিকারিকরা। খোদ মন্ত্রী সেই সময় অভিযোগ জানিয়ে বলেছিলেন, তাঁর আপ্ত-সহায়ক নিতাই দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এজেন্সি। কিছুই পায়নি তারা। তারপরও মন্ত্রীর নাম বলতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। সুজিতের অভিযোগ, নিতাইকে ১২ ঘণ্টা জেরা করল কিছুই পেল না। তারপর ওকে বলা হল সুজিত বোসের নাম বলে দাও তোমায় ছেড়ে দেব।নিতাই দত্তের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় সাত পাতার নথি উদ্ধার করেছিলেন ইডি আধিকারিকরা। দক্ষিণ দমদম পুর সভার ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা আধিকারিকদের দাবি ছিল, পুরনিয়োগ দুর্নীতি সরাসরি জড়িত নিতাই। কামারহাটি পুরসভায় চাকরি পেয়েছেন নিতাইয়ের স্ত্রী ও ভাই। বিস্ফোরক দাবি গোয়েন্দাদের। সূত্রের খবর কীসের ভিত্তিতে ওই নিয়োগ হয়েছিল, সেখানে কোনও গরমিল ছিল কি না, সেই বিষয়গুলিও ইডির আতসকাঁচের তলায় রয়েছে।

## কাটিহারে শুরু রাহুলের ন্যায় যাত্রা, উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা

কাটিহার, ৩১ জানুয়ারি ঃ নতুন করে উসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে বিহারের কাটিহার থেকে শুরু হয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। বুধবার সকালে বিহারের কাটিহার জেলার কোলাসি গ্রাম থেকে শুরু হয় রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা, রাহুলের এই ন্যায় যাত্রাকে ঘিরে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছে।রাহুলকে একঝলক দেখার জন্য বুধবার ভোর থেকেই কোলাসি গ্রামে উপস্থিত হতে থাকেন কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা, উৎসাহ দেখা গিয়েছে সাধারণ মসনুষের মধ্যেও। রাহুল গান্ধীও কাউকে হতাশ করেননি। বাস থেকে নেমে জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষা করেন রাহুল। পরে হুড খোলা গা।তে রোড-শো করেছেন রাহুল গান্ধী। রাস্তার দুই ধারে উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে থাকেন তিনি।

## সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক স্মিথের জন্মদিন

জোহানেসবার্গ, ৩১ জানুয়ারি ঃ গ্রায়েম ক্রেগ স্মিথ হলেন একজন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে.সব ফরম্যাটে খেলেছেন। ২০০৩ সালে ২২ বছর বয়সে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক হন তিনি। ২০১৪ সালে অবসর নেওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দলের অধিনায়ক পদে ছিলেন। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনাযকদের একজন হিসাবে বিবেচিত হন যিনি দক্ষিণ আফ্রিকাকে রেকর্ড ৫৪টি টেস্ট জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।একজন বাঁ-হাতি উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান, স্মিথকে সর্বকালের সেরা ওপেনারদের একজন হিসাবে বিবেচনা করা হয। ২০০৩ সালে ইংল্যান্ড সফরের সময়, তিনি টানা টেস্ট ম্যাচে ডাবল সেঞ্চুরি করেন। এজবাস্টনে ২৭৭ এবং লর্ডসে ২৫৯। লর্ডসে তার

## তিনদিন লড়াইয়ের পর হাসপাতালে প্রয়াত অতীন ঘোষের মা

দুরন্ত বার্তা,৩১জানুয়ারিঃ আর জি কর হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের মা। বুধবার তাকে মৃত ঘোষনা করা হয়। কলকাতার নলিন সরকার স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতেন কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের মা। গত শনিবার বাড়িতে পুজো করার সময় ঘটে দুর্ঘটনা। প্রদীপ থেকে কোনওভাবে আগুন লেগে যায় বৃদ্ধার শাড়িতে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে শাড়ি। আর্তনাদ শুরু করেন তিনি। চিৎকারে পরিবারের সদস্যরা এসে দেখেন দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে। রবিবারই হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছিল, অতীন ঘোষের মায়ের শরীরের ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। তড়িঘড়ি চিকিসা শুরু হলেও সাড়া দিচ্ছিলেন দেরিতে। ফলে দুশ্চিন্তা ছিলই। বুধবার সকালে বৃদ্ধাকে মৃত ঘোষণা করলেন চিকিৎকরা।

## কুয়াশা থেকে নিস্তার পেল না দিল্লি, দৃশ্যমানতা কমতেই রেল ও বিমান পরিষেবা প্রভাবিত

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃঘন কুয়াশা থেকে বুধবারও নিস্তার পেল না রাজধানী দিল্লি। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় বুধবার দিল্লিতে প্রভাবিত হয়েছে বিমান পরিষেবা, পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দিল্লিতে আগত অনেকগুলি ট্রেন বিলম্বে চলাচল করেছে। রেল সূত্রের খবর, ঘন কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে বুধবার দেরিতে চলাচল করেছে ২৩টি ট্রেন। এর মধ্যে রয়েছে পুরী-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস, কাটিহার-অমৃতসর এক্সপ্রেস প্রভৃতি।ঘন কুয়াশার কারণে দিল্লিতে এদিন প্রভাবিত হয়েছে বিমান পরিষেবা, দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৫০-টিরও বেশি বিমান দেরিতে ওঠানামা করেছে। বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় ভোগান্তির শিকার হয়েছেন বহু যাত্রী। কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে রাজধানী দিল্লিতে এদিন সকালে দৃশ্যমানতা একেবারেই তলানিতে পৌঁছে যায়। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত এই কুয়াশা থেকে রেহাই পাবে না রাজধানী দিল্লি।

## আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

## চিলিকে উড়িয়ে দিয়েও এখনও অলিম্পিক নিশ্চিত নয় আর্জেন্টিনার

চিলি, ৩১ জানুয়ারি ঃ আগামী অলিম্পিকের জন্য জায়গা নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। আর্জেন্টিনা এখনও অলিম্পিকে যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করতে পারেনি। বুধবার সকালে সকলে তাকিয়ে ছিল কনমেবলের আরেক পরাশক্তির দল আর্জেন্টিনার দিকে। প্রাক-অলিম্পিক টুর্নামেন্টের এই ম্যাচে চিলিকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দল। তা সত্ত্বেও এখনো অলিম্পিকে আর্জেন্টিনার জায়গার রাস্তা নিশ্চিত হয়নি।প্রাক-অলিম্পিক কনমেবল অঞ্চলের গ্রুপ 'বি' -র এই ম্যাচটি জিতে অবশ্য বর্তমানে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে আর্জেন্টিনা, তবে তাদের সমান পয়েন্ট রয়েছে প্যারাগুয়েরও। যাদের বিপক্ষে ড্র করেছিল আর্জেন্টিনা। চিলির বিপক্ষে আর্জেন্টিনা প্রথম গোল করে প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে । গোল করেন থিয়াগো আলমাদা। দ্বিতীয় হাফে আর্জেন্টিনা আরও চার গোল দেয় চিলিকে। ৫৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন সেই আলমাদা। এর চার মিনিট পর গোল পান সান্তিয়াগো কাস্ত্রো। ম্যাচ শেষের এগারো মিনিট আগে গোল করেন অ্যারন কুইরোস। আর ম্যাচের ৯০ মিনিটে চিলির কফিনে শেষ গোলটি করেন লুসিয়ানো গন্ডু।এই ব। জয়ের পরেও অলিম্পিকে খেলা এখনো নিশ্চিত নয় আর্জেন্টিনার। শেষ ম্যাচে উরুগুয়ের বিপক্ষে জিততে হবে তাদের। পাশাপাশি প্যারাগুয়ে ও চিলির ম্যাচের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে আর্জেন্টিনাকে। যদি উরুগুয়েকে আর্জেন্টিনা হারায়, আর ওপর ম্যাচে প্যারাগুয়ে চিলির বিপক্ষে পয়েন্ট হারায় তাহলে অলিম্পিকে জায়গা নিশ্চিত হবে আর্জেন্টিনার।

## রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা ছিল শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদী ও তাঁদের সরকারের প্রশংসাঃমল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের প্রতিক্রিয়া দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। খাড়গের মতে, রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা ছিল শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদী ও তাঁদের সরকারের প্রশংসা। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা একটি প্রচার ছিল, প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিজ্ঞাপন এবং একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা। রাষ্ট্রপতির ভাষণে চাকরি সংক্রান্ত কিছু উল্লেখ ছিল না, এটি ছিল দরিদ্রদের ফাঁদে ফেলার একটি নথি।রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রসঙ্গে আবার কংগ্রেস সাংসদ রাজীব শুক্লা বলেছেন, রাষ্ট্রপতির বক্তৃতায় রাম মন্দিরের উল্লেখ এলে সোনিয়াজিও তা স্বাগত জানান। রাম মন্দির নির্মাণ কংগ্রেসের দাবি। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, তাঁরা (বিজেপি) রাষ্ট্রপতির জন্য একটি নির্বাচনী ভাষণ লিখেছেন, এটি একটি একতরফা আখ্যান, যেখানে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছে, আমি বিশ্বাস করি, লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিতে গেলে জনসাধারণকে চিন্তা করতে হবে।

## ছাত্রীকে ' যৌন হেনস্থা'! ধৃত নিরাপত্তারক্ষী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন স্কুলের নিরাপত্তারক্ষী। এই ঘটনায় কেষ্টপুরের ওই স্কুলে মঙ্গলবার বিকেলে উত্তেজনা তৈরি হয়। বিধাননগর কমিশনারেটের এক কর্তা বলেন, ' থেকে অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই নিরাপত্তারক্ষীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে নির্যাতিতার বাড়ি থেকে এখনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।'' স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি ঘটে প্রথম পিরিয়ডের পরে। কিন্তু ওই ছাত্রী সব ক'টি ক্লাস করে। ছুটির পরে তার মা তাকে রোজ নিয়ে যেতে আসেন। এ দিনও সে রকমই এসেছিলেন। তখন ছাত্রীটি ঘটনাটি জানায় মাকে। প্রধান শিক্ষিকা বলেন, ' ছাত্রীর মা আমাদের জানান, তাঁর মেয়ে যখন করিডর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন নিরাপত্তারক্ষী তাকে শৌচাগারে জোর করে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্থা করেছে। এই অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছি। বাগুইআটি থানায় খবর দিতেই পুলিশ আসে। ওই নিরাপত্তারক্ষী তখন স্কুলে ছিলেন। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। পুলিশকে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতেও বলেছি।''ঘটনার খবর জানাজানি হতেই স্কুলের সামনে অন্য অভিভাবকেরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, এই যদি অবস্থা হয়, তা হলে কোন ভরসায় তাঁরা মেয়েদের স্কুলে পাঠাবেন? অভিযুক্ত নিরাপত্তা রক্ষীকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিও করতে থাকেন অভিভাবকেরা। শেষে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার কথা সারা দিন স্কুলে কাউকে না বলতে পেরে মানসিক কষ্টে ছিল ওই ছাত্রী। ছুটির পরে সে মাকে বিষয়টি বলার সময়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে।অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তারক্ষী। প্রধান শিক্ষিকা বলেন, ' সিসি ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সেখানে যা পাব, পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে।''

## দমদমে একাকী বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যু!

দুরন্ত বার্তা,৩১জানুয়ারিঃশহর কলকাতায় ঘটে গেল অপ্রীতিকর ঘটনা। দমদমের গোরাবাজারে একাকী বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যু। লুটের উদ্দেশে এসে খুন নাকি নেপথ্যে অন্যরহস্য, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।জানা গিয়েছে, বৃদ্ধার নাম তারা শর্মা। তাঁর বয়স ৬৮ বছর। তাঁর স্বামী অশোক শর্মা বহুজাতিক সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। মাস ছয়েক আগে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই থেকে গোরাবাজারের বাড়িতে একাই থাকতেন ওই বৃদ্ধা। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালের পর বৃদ্ধাকে আর কেউ দেখতে পাননি। বৃদ্ধার মেয়ে বারবার ফোন করলেও মায়ের সাড়া পাননি। এর পর্যায়ে বাড়িতে ছুটে আসেন তিনি। বহু ডাকাডাকির পরও সাড়া না দেওয়ায় দমদম থানায. খবর দেওয়া.হয। পুলিশ গিয়ে দরজা ভাঙতেই ভয়ংকর দৃশ্য। দেখা যায়, পড়ে বৃদ্ধার রক্তাক্ত দেহ।পরিবারের অভিযোগ, একাকী বৃদ্ধাকে কেউ বা কারা খুন করেছে। বৃদ্ধার মাথায়ও

## রাশিফল

**মেষরাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এই সময়কালটি মন্দ যাবে, কাজেই আপনি কি খাচ্ছেন সে ব্যাপারে সতর্ক হোন। খরচ বাড়বে কিন্তু আয়ের উত্থান আপনার বিলগুলির তত্ত্বাবধান করবে।
**বৃষভ রাশিঃ**আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ নষ্ট করতে পারে কিন্তু এই চাপ সামলাতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে '
**মিথুন রাশিঃ**কাজে এবং ঘরে কিছু চাপ আপনাকে খিটখিটে করে তুলবে। বিনোদন এবং রূপচর্চায় বেশী খরচ নয়। বাড়িতে নিয়ন্ত্রক অবস্থা বিদ্যমান বলে আপনার
**কর্কট রাশিঃ**আপনার স্ত্রীর সাথে পারিবারিক সমস্যা ভাগ করে নিন। নিজেদেরকে এক প্রেমপূর্ণ
**সিংহরাশিঃ**পিতা আপনাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। শুভদিন
**কন্যারাশিঃ**বয়স্করা তাঁদের বা।তি শক্তি কোনো ইতিবাচক কাজে লাগালে শুভ ফল পাবেন।
**তুলারাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন
**বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
**ধনু রাশিঃ** আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন
**মকর রাশিঃ**যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।
**কুম্ভ রাশিঃ**গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারণ আগে ঋণ দেওয়া কোনও টাকা তৎক্ষণাত্ ফিরে আসবে।
**মীন রাশিঃ**অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে পারে। এগুলির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় ভালো অন্যথায় সেগুলি শুধু আপনার সমস্যাকেই তীব্রতর

## ছাত্রকে 'মারধর' অভিযোগ দায়ের হল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গল্ফ গ্রিন থানা এলাকার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ শ্রেণির এক পড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ওই পড়ুয়ার বাবা গল্ফ গ্রিন থানায় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, গান্ধী কলোনি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ছেলেকে এমন মারধর করেছেন যে, সে বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার প্রাথমিক চিকিসা করাতে হয়। আরও অভিযোগ, ওই ছাত্র এখন এতটাই আতঙ্কিত যে, স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছে। যদিও অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের দাবি, ওই অভিভাবকের অভিযোগ মিথ্যা। শৃঙ্খলা শেখাতে গিয়ে স্কেল দিয়ে খুব হালকা ভাবে ওই ছাত্রের পিছনে আঘাত করেছিলেন তিনি। ছাত্রের বাবা পেশায় একটি বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থার গোয়েন্দা। তিনি বলেন, ' টিফিন পিরিয়ডের পরে ছেলে ক্লাস মনিটরকে বলেই শৌচালয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে করিডরে প্রধান শিক্ষক ঘুরছিলেন। তিনি জানতে চান, কেন সে টিফিনের পরে বাইরে ঘুরছে। ছেলে জানায়, ও শৌচালয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রধান শিক্ষক ওকে হঠা বেধ।ক মারতে শুরু করেন। এমনকি, বুট দিয়ে পায়েও আঘাত করেন। তাতে ওর পা ফুলে গিয়েছে। মাথাতেও লেগেছে।'' তাঁর দাবি, এর পরে ক্লাসে গিয়ে ছেলে কাঁদতে থাকে। ছুটির পরে মাকে ঘটনাটি জানায় সে। বাবার দাবি, ছেলে ভাল করে দাঁড়াতে পারছিল না। তাই হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেলেকে ছেড়ে দেয় হাসপাতাল। চিকিৎসকেরা তাকে বাড়িতে এক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণে রাখতে বলেছেন বলেও দাবি পরিবারের। বাবার বক্তব্য, ছেলের যা মানসিক অবস্থা, তাতে ওই স্কুলে আর তাকে রাখতে পারবেন না বলেই মনে করছেন তিনি।অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক যদিও বলেন, ' পড়ুয়া দুষ্টুমি করলে বেধ।ক মারধর করব, এমন মানসিকতা আমার নেই। তবে, আমরা বার বার বলেছি যে, টিফিনের পরে কেউ যেন ক্লাসের বাইরে না ঘোরে। শৌচালয়ে যাওয়ার থাকলে টিফিনের সময়ে যাক। টিফিন অনেক ক্ষণ ধরে চলে। তার পরেও কেন পড়ুয়ারা বাইরে ঘুরবে? এই নিয়ম মানতে শেখানো হয় শৃঙ্খলা আনার জন্য। ওই ছাত্রকে বাইরে ঘুরতে দেখে আমি ছোট স্কেল দিয়ে ওর নিতম্বে হালকা আঘাত করি। এর থেকে বেশি কিছু নয়।''তাঁর আরও বক্তব্য, ' পড়ুয়া আমার পুত্রসম। ওকে শৃঙ্খলা শেখাতেই স্কেল দিয়ে সামান্য আঘাত করেছিলাম। তার জন্য যে থানা-পুলিশ হবে, ভাবতে পারিনি।'' গল্ফ গ্রিন থানা জানিয়েছে, অভিযোগ তারা পেয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগঃম্যানসিটিকে সরিয়ে পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে উঠে এল আর্সেনাল

ম্যানচেস্টার, ৩১ জানয়ারি ঃইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ক্রিস্টাল প্যালেসের পর নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে জয় পেল আর্সেনাল। আর তাতেই ম্যান সিটিকে সরিয়ে পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে উঠে এলো আর্সেনাল। মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয় পেল আর্সেনাল। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমদিকে ডেডলক গোল করেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস। কিছুক্ষণ পর আবার গোল করেন বুকায়ো সাকা। নটিংহ্যাম শেষ মুহূর্তে একটি গোল করে।এই জয়ের ফলে ২২ ম্যাচ শেষে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আর্সেনাল। দুই ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার সিটি ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে টেবিলের তিন নম্বরে। ২১ ম্যাচে ৪৮ পয়েঃট নিয়ে সবার শীর্ষে আছে ইয়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুল। নটিংহ্যাম ২০ পয়েঃট নিয়ে রয়েছে টেবিলের ১৬ নম্বরে।

# ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে মাকে খুন করলো ছেলে

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনারপুর, ৩১ জানুয়ারিঃ** ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে মাকে খুন করলো ছেলে। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে মাকে খুন করলো ছেলে।নেশার টাকা না পেয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে মাকে খুন করেছে বলে অভিযোগ। নাতির কান্নাকাটি ও চিৎকারে প্রতিবেশীরা দৌড়ে এলে ধরা পড়ে অভিযুক্ত ছেলে। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা। ঘটনায় ভাইয়ের বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের দিদি স্বর্ণলতা হালদারের। দিদির অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার ভাই শম্ভু হালদার। ধৃতকে বুধবার বেলায় সোনারপুর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলো।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,দক্ষিন ২৪ পরগনার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষগ্রামের মাঠকল এলাকার বাসিন্দা মায়া হালদার (৭২)। তিনি আয়ার কাজ করতেন। মঙ্গল বার কাজ সেরে রাত্রি সাড়ে ৯টা নাগাদ বাড়ি ফেরেন।রাতেই টাকার জন্য মায়ের সাথে ঝামেলা করে ছেলে। তারপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে ছেলে হামলা চালায় মায়ের উপরে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে মায়ের গলা কেটে দেয় বলে অভিযোগ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ চালাতে চায় পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত কাজ শুরু করেছে।

# নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এর চার জন বিধায়ক ভোট দিতে পারবেন না

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ** আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এর চার জন বিধায়ক ভোট দিতে পারবেন না। এরা হলেন পার্থ চ্যাটার্জী, মানিক ভট্টাচার্য, জীবন কৃষ্ণ সাহা ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ১৯৫১ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইন এর ৬২ ধারায় কারাগারে সাজা প্রাপ্ত বা বিচারাধীন ব্যক্তি দেশের কোনো নির্বাচনই অংশ নিতে পারবেন না বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য আগামী সাতাশে ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভার নির্বাচন। এই নির্বাচনে শুধুমাত্র সাংসদ এবং বিধায়করা ভোট দিতে পারেন।

# সীমান্তে টোটো গাড়ি থেকে ছটি সোনার বিস্কুট সহ গ্রেপ্তার পাচারকারী

**সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ৩১ জানুয়ারিঃ** স্বরূপনগর থানার হাকিমপুরের ঘটনা। বিএসএফ সূত্রে জানা যায় তরিকুল ইসলাম গাজী নামে ওই পাচারকারী একটি টোটো গাড়ির মধ্যে ওই ৬টি সোনার বিস্কুট বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রচার করার চেষ্টা করছিল সেই সময় বিএসএফের ১১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাকিমপুর চেকপোষ্টে টোটো গাড়িটি আটক করে তল্লাশি করলেই টোটোর সিটের তলা থেকে উদ্ধার হয় ৬ টি সোনার বিস্কুট যার ওজন ৬৮৬ গ্রাম আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে , টোটো সোনার বিস্কুট সহ ধৃত পাচারকারী কে তেতুলিয়া শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। ধৃত পাচারকারীকে বসিরহাট মহাকুমা আদালতে তোলা হয়।

# সন্দেশখালিতে জমি ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ মালিকদের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট, ৩১ জানুয়ারিঃ** শাসক দলের নেতারা প্রভাব খাটিয়ে নদীর নোনা জল সুইস গেট দিয়ে এলাকায় ঢুকিয়ে চাষের জমি কে মাছ চাষের জমিতে পরিণত করেছেন। এমনকি দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও জমির মালিকরা লীজের টাকা পান নি। বুধবার জমি ফেরত এর দাবি নিয়ে সন্দেশখালি দু নম্বর বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন জমি মালিকরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে তাদের চাষের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সন্দেশখালি দুনম্বর ব্লকের দারিকজঙ্গল মৌজার ৭ নম্বর সুইচগেট সংলগ্ন এলাকায় কয়েক বছর আগে জোর করে সুইচগেট দিয়ে নোনা জল তুলে চাষের জমিতে ঢুকিয়ে দেয় এলাকার প্রভাবশালী কিছু নেতা। বিষয়টি নিয়ে সে সময় কৃষকদের তরফ থেকে মাসপিটিশন করে প্রশাসনিক দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। কিন্তু সুরাহা হয়নি। এলাকার কৃষকরা সুইচগেটে তালা মেরে নিজেদের জমি ফেরত পাওয়ার আশায় এদিন বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভকারী কৃষকদের দাবি অবিলম্বে তাদের জমি ফেরত দিতে হবে।

আজকে জে. জে. ২ পঞ্চায়েত এর পক্ষ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো হল এবং পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান করা হয়।

# কলকাতাতেই ধর্না মমতার, শুক্রে কর্মসূচি

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ধর্নায় বসতে চলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া টাকার দাবিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ধর্না কর্মসূচির দিন স্থির করে আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার মালদহের সরকারি কর্মসূচি থেকে তিনি জানিয়ে দিলেন ধর্নাস্থানও। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বকেয়া না দিলে, ২ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আগামী শুক্রবার থেকে তিনি কলকাতার রেড রোডে বাবা সাহেব অম্বেডকরের মূর্তির সামনে ধর্নায় বসবেন। ওই দিন দুপুর ১টায় শুরু হবে কর্মসূচি। বস্তুত, গত বছর মার্চ মাসে, একই দাবিতে একই জায়গায় দু'দিনের ধর্না করেছিলেন মমতা। তবে এ বার তাঁর ধর্না কত দিন চলবে তা মালদহের সভা থেকে স্পষ্ট করেননি মুখ্যমন্ত্রী। মালদহের সভায় ধর্নাস্থান হিসাবে বাবা সাহেব অম্বেডকরের মূর্তির পাদদেশ বললেও বহরমপুরের সভায় বলেন, গান্ধী মূর্তির পাদদেশে হবে ধর্না। তবে কলকাতায় যে কর্মসূচি হচ্ছে, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বুধবার। মমতা যখন কলকাতাতেই ধর্না হবে বলে ঘোষণা করছেন, তার কিছু ক্ষণ আগেই সংসদের বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লি রওনা হয়ে গিয়েছেন তৃণমূলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। যে হেতু সামনেই লোকসভা ভোট, তাই এ বার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হবে না। বুধবার অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। চলবে আগামী ১০ দিন। ফলে অভিষেক গোটা অধিবেশন দিল্লিতেই থাকবেন, না কি নেত্রীর কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তা নিয়ে শাসকদলের মধ্যেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে।গত কয়েক মাস ধরে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যে নানা বিষয়ে মতের বৈপরীত্য প্রকাশ্যে এসেছে। সেই প্রেক্ষাপটে কৌতূহল হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের অনেকে। যদিও মঙ্গলবার মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে অভিষেক লিখেছিলেন, ''দুঃখজনক হল, গান্ধীজির নামাঙ্কিত প্রকল্পেই (এমজিএনআরজিএস আজ আমাদের শ্রমিকেরা শোষিত হচ্ছেন, বঞ্চিত হচ্ছেন!'' পাশাপাশি লিখেছিলেন, 'গান্ধীজির মৃত্যু বার্ষিকীতে আমি সেই বঞ্চিতদের লড়াইয়ে অবিচল থাকার অঙ্গীকার করছি।'' গত অক্টোবরে বকেয়ার দাবিতে অভিষেকের নেতৃত্বে দিল্লিতে গিয়ে ধুন্ধুমার বাধিয়েছিল তৃণমূল। কলকাতায় ফিরে এসে রাজভবনের সামনে টানা ধর্নাতেও বসেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি। তার পর সেই কর্মসূচি থেকেই অভিষেকের ঘোষণা ছিল, নভেম্বর থেকে ফের আন্দোলন শুরু হবে। কিন্তু নভেম্বরে সেই আন্দোলন হয়নি। দলশ্রুতি, তা নিয়ে অভিষেক খানিকটা 'ক্ষুণ্ণ' ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর 'গুটিয়ে থাকা' নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতিতে বিস্তর আলোচনা হয়েছে, তখনও শোনা গিয়েছিল, অভিষেকের অনেকগুলি ক্ষোভের মধ্যে একটি হল, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর 'আগ্রাসী আন্দোলন' থামিয়ে দেওয়া। গত দু'বছর ধরেই তৃণমূল তথা রাজ্য সরকার বলে আসছে, ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে। বাংলার শাসকদলের আরও অভিযোগ, কাজ করানোর পরেও 'মনরেগা'র কাজের মজুরি আটকে রেখেছে দিল্লি। পাল্টা বিজেপির বক্তব্য, বাংলায় বিপুল কারচুপি হয়েছে। নবান্ন হিসাব না-দিলে কেন্দ্র নতুন করে টাকা দেবে কেন? তবে এখন আর বঞ্চনার অভিযোগ শুধু ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে আটকে নেই। আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনা নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে তৃণমূল। মালদহের সভা থেকে মমতা জেলার নেতাদের বার্তা দেন, যাঁরা বঞ্চিত, তাঁদের নিয়ে কলকাতায় আসতে হবে ২ ফেব্রুয়ারি।

**দেওয়া হলো ডেপুটেশন**

# হকারদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে হাওড়ায় ঋতব্রতর প্রতিবাদ সভা

**শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৩১ জানুয়ারিঃ** রেলের হকারদের উপর আরপিএফের অত্যাচারের প্রতিবাদে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের প্রতিবাদ সভা হলো হাওড়ায়। বুধবার বিকেলে হাওড়া স্টেশনে ডিআরএম অফিসের বিপরীতে ওই সভার আয়োজন করা হয়। ডিআরএম অফিসে দেওয়া হয় ডেপুটেশন। এদিন তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রেল হকারদের উপর আরপিএফ নজিরবিহীন আক্রমণ চালাচ্ছে। তাদের উপর জুলুম চালানো হচ্ছে। রেল দপ্তর, রেল লাইন, স্টেশন সবই কেন্দ্রীয় সরকারের হতে পারে। কিন্তু যেগুলো রয়েছে তা সবই এই রাজ্যের মাটিতে।

রেল রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যেভাবে কর্মকাণ্ড চলছে এর প্রতিবাদ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই কাজ ঘটানো হচ্ছে যাতে রেলকে বেসরকারিকরণ করা যায়। উল্লেখ্য, রেলওয়ে হকার ও পোর্টারদের উপর আরপিএফের অত্যাচার ও গরীব হকারদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে বুধবার বিকেলে হাওড়া ডিআরএম অফিসের বিপরীতে ওই প্রতিবাদ সভা ও ডেপুটেশনের আয়োজন করা হয়। ওই প্রতিবাদ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডা.সুজয় চক্রবর্তী, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সদরের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র, আইএনটিটিইউসি নেতা অরবিন্দ দাস, প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, সোমনাথ শর্মা, বলরাম ভট্টাচার্য প্রমুখ।

# প্রধান শিক্ষককে সাসপেন্ড করল পর্ষদ

**নরেন্দ্রপুর-কাণ্ড**

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় প্রথম থেকেই অভিযোগ ছিল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনার পরই আদালের নির্দেশ দেয় যাতে প্রধান শিক্ষক ওই স্কুলে প্রবেশ করতে না পারে। এরপর থেকে স্কুলে যাননি তিনি। এবার তাঁকে সাসপেন্ড করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রধান শিক্ষক সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, বিচারপতির কড়া নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণের কথা মাথায় রেখে তদন্ত চলাকালীন প্রধান শিক্ষক পদ থেকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পর্ষদ। বদলে দেওয়া হল মাধ্যমিকের সেন্টার-ইন-চার্জকেও। এর আগে অভিযোগের ভিত্তিতে ডিআই-এর দেওয়া রিপোর্টকে মান্যতা দিয়ে প্রধান শিক্ষককে শোকজ করেছিল বোর্ড। তাঁকে স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কে সুপারভাইজার হবেন, সেই প্রশ্ন উঠেছিল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মঙ্গলবারই হাইকোর্টে জানিয়ে দেয়, স্কুলের শিক্ষক শিবনাথ চাটুইকে সুপারভাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। গত সপ্তাহে নরেন্দ্রপুরের ওই স্কুলে আচমকা হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ বহিরাগত কিছু লোকজন স্কুলে ঢুকে হামলা চালায়। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরেই দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছিল। আর হামলার পর নতুন করে অভিযোগ সামনে আসে। এই মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর পর্যবেক্ষণ ছিল, প্রধান শিক্ষক ছাড়াও আরও কেউ থাকতে পারেন এই ঘটনার পিছনে।

# বৃষ্টির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় আলু চাষিরা

**বনস্পতি দে, হুগলি, ৩১ জানুয়ারিঃ** বৃষ্টির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় হুগলির আলু চাষিরা। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃষ্টি হচ্ছে রাজ্যে। হুগলিতে মঙ্গলবার ১২.৫৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আরও তিনদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আর তাতেই আশঙ্কার মেঘ তৈরি হয়েছে আলু চাষে। জমিতে জল জমে যাওয়ায় পাম্প চালিয়ে জল বের করছেন চাষিরা। ডিসেম্বরের বৃষ্টিতে আলু চাষ কিছুটা পিছিয়ে যায়। হুগলি জেলায় গত বছর যেখানে আলু চাষ হয়েছিল ৯০ হাজার হেক্টর জমিতে।এবার এলাকা কিছুটা কমে হয়েছে ৮৬ হাজার ২২২ হেক্টর জমিতে। রাজ্যে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়।হুগলি থেকে সব থেকে বেশি আলু উৎপাদন হয়। সেই জেলাতেই আলু চাষে ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করছেন চাষিরা। যে জমিতে আলু গাছ বড় হয়েছে সেই জমির আলু ক্ষতির আশঙ্কা কম। কিন্তু যে জমিতে গাছ এখনও ছোটো সেই জমিতে জল জমে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন চাষিরা।পাণ্ডুয়া,মগরা,পোলবা, ধনিয়াখালি,সিঙ্গুর ও চণ্ডীতলায় ভাল বৃষ্টি হওয়ায় আলু জমিতে জল জমেছে। চাষিরা পাম্প চালিয়ে জমি থেকে জল বের করছে। পাণ্ডুয়ার আলু চাষিদের বক্তব্য, জমিতে জল জমে আলু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া এরকম থাকলে আলু বাঁচানো যাবে না। রোদ না উঠলে রোগ পোকার আক্রমণ হবে। আগের বৃষ্টির জন্য দুবার চাষ করতে হয়েছে। ফলন মার খেলে ক্ষতি হবে। চাষিরা আশঙ্কায় থাকলেও খনার বচন ফলবে এই আশায় রয়েছে কৃষি দফতর। হুগলি জেলা কৃষি অতিরিক্ত অধিকর্তা প্রিয়লাল মৃধা বলেন, ''মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হলে তা চাষের পক্ষে ভাল। তবে আলুর ক্ষতি হবে কিনা তা এখনই স্পষ্ট নয়। রোগ পোকার আক্রমণ হচ্ছে কিনা সমস্যা আছে কিনা তা দেখছেন কৃষি আধিকারিকরা।চাষিরা জানে কী করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, আলু ছাড়া অন্য সব চাষে উপকারই হবে এই বৃষ্টি। আলুর ফলন যেমন হয়, তেমনই হবে বলে মনে করছে কৃষি দফতর। চাষিদের এখনই আশঙ্কিত না হওয়ার কথা বলছে কৃষি দফতর।

**হুগলি**


## রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড

সিআইএনঃ এল১৭১১৯ডব্লুবি১৯৩৫সিএলসি০৪৬১১১
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন নম্বরঃ ০৩৩-২২৬২ ৪৪১৩ (এক্সটেনশন ৮৬০)
ই-মেইলঃ rjm.ho@rjm.co.in; ওয়েবসাইটঃ www.rameshwarajute.com

**ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস ৩১.১২.২০২৩ তারিখে শেষ হয়েছে। ৩১.০১.২০২৪ তারিখে পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।**

(সমস্ত পরিমাণ লাখে, যদি না অন্যথায় বলা হয়)

| ক্রম নং | বিবরণী | ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | পূর্বের ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | অনুরূপ তিন মাস শেষ গত বছর ৩১.১২.২০২২-এর মধ্যে (অনিরীক্ষিত) | চলতি বছরের ৩১.১২.২০২৩ সালে নয় মাস শেষ হয়েছে (অনিরীক্ষিত) | অনুরূপ নয় মাস আগের বছরের ৩১.১২.২০২২ শেষ হয়েছে (অনিরীক্ষিত) | বছরের শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত পরিসংখ্যান মেয়াদ শেষ ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট) | ৩.২৯ | ১৫.০৪ | ৩.৫৪ | ২১.১৮ | ২১.৩৬ | ৩৩.৫৮ |
| ২. | সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম) | (৭৭.৩৬) | (১১০.৪৮) | (১০৪.৬২) | (২৩৮.৫৮) | (২১৬.২০) | (২৩৪.৯৮) |
| ৩. | নিট লাভ / (লোকসান) ট্যাক্সের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে) | (৭৭.৩৬) | (১১০.৪৮) | (১০৪.৬২) | (২৩৮.৫৮) | (২১৬.২০) | (২৩৪.৯৮) |
| ৪. | শুদ্ধ লাভ / (লোকসান) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে) | (৭৭.৩৬) | (১১০.৪৮) | (১০৪.৬২) | (২৩৮.৫৮) | (২১৬.২০) | (১৮৪.৪৩) |
| ৫. | সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় বিস্তৃত লাভ এবং (লোকসান) সময়ের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে) | (৯.৮৩) | (৬৩.০৬) | (১০২.৮০) | (৩.৯৯) | (২৪৬.৫৩) | ৩৯৮.৪১ |
| ৬. | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ২৬.৬১ | ২৬.৬১ | ২৬.৬১ | ২৬.৬১ | ২৬.৬১ | ২৬.৬১ |
| ৭. | আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) | - | - | - | - | - | ৮,১৬০.৯৬ |
| ৮. | ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (বার্ষিক নয়) | | | | | | |
| | ১. মৌলিক | (২৯.০৭) | ৪১.৫২ | (৩৯.৩২) | (৮৯.৬৬) | (৮১.২৫) | (৬৯.৩৩) |
| | ২. মিশ্রিত | (২৯.০৭) | ৪১.৫২ | (৩৯.৩২) | (৮৯.৬৬) | (৮১.২৫) | (৬৯.৩৩) |

মন্তব্যঃ
ক) উপরেরটি এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস ওয়েবসাইটে উপলব্ধ কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http//rameshwarajute.com/quartarly_results.php
খ) কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী ৩১.১২.২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতিতে কোনো ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম সমন্বয় করা হয়নি।

রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেডের জন্য
স্বাঃ/-
কৃষাণ কুমার চন্দক (ডিরেক্টর)
ডিআইএন -০২৫২৯৫৪০

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩১.০১.২০২৪


# মারুতির ধাক্কা পথচারীর মৃত্যু

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ** বেপরোয়া গতির মারুতির ধাক্কা পথচারীদের, মৃত ১। মঙ্গলবার রাতে হাওড়ার জাতীয় সড়কে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণহীন ওই মারুতি গাড়ি ধাক্কা মারে পথচারীদের। তারমধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তি হাওড়ার ঝোড়হাটের বাসিন্দা। নাম দেবেন রুইদাস (৪৪)। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় গাড়ির চালক সহ চারজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন হাসপাতালে। দুর্ঘটনাটি ঘটে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে জালান কমপ্লেক্সের কাছে। পথচারীদের রাস্তা পারাপার করার জন্য সিগন্যাল লাল করা হয়েছিল। সেই সময় নিয়ন্ত্রণহীন গতিতে কোলাঘাটের দিক থেকে চলে আসে ওই মারুতি গাড়ি। প্রথমে একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে গাড়িটি। এরপর একে একে তিনজন পথচারীকে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে যায়।


## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (C), BR-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/048/39/2023-2024** Name of work: **Restoration of Paver Block Footpath at 20 College St., 149 R.R. Sarani etc., in Ward No. 48.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **1,65,059.58.** Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/049/028/2023-2024** Name of work: **Restoration of IPS Footpath and passages at 18, Baithakkhana Road (2nd Lane), 36, Surya Sen St. etc. in Ward No.-49, Br-V.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,75,928.66.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **45 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **10.02.2024 – 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Date and Time of opening of Tender: **12.02.2024 – 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **31.01.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C)/ BR-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: **KMC/EEC/VII/64/34/23-24** Name of work: **Development of Footpath (Cement Concrete Footpath and Channel Work) at both sides of Meher Ali Road in KMC Ward-64.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,99,610.97.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **45 days.**
2. NIT No.: **KMC/EEC/VII/64/35/23-24** Name of work: **Development of Footpath (Cement Concrete Footpath and Channel Work) at 2, Lower Range to 18, Lower Range in KMC Ward-64.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,99,549.78.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **45 days.**
3. NIT No.: **KMC/EEC/VII/57/52/23-24/D** Name of work: **Repairing/Restoration of Passage at Pagladanga (Patrapara) and its surrounding in Ward-57.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,56,855.70.** Earnest Money: ₹ **5,200.00.** Period of Completion : **30 days.**
4. NIT No.: **KMC/EEC/VII/57/47/23-24/R** Name of work: **Reparing of passage at 19, SS, Dhobi Goli and its surrounding in Ward-57.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,06,206.15.** Earnest Money: ₹ **4,200.00.** Period of Completion : **30 days.**
5. NIT No.: **KMC/EEC/VII/66/36/23-24/R** Name of work: **Maintenance of Road by providing Hot Mix at East Topsia Rd., Topsia Rd., P.G. Rd., G.J Khan Rd. and surrounding areas disturbed by CESC in Ward-66.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **3,89,166.79.** Earnest Money: ₹ **7,800.00.** Period of Completion : **75 days.**
6. NIT No.: **KMC/EEC/VII/64/32/23-24/B** Name of work: **Improvement of Bustee Sewer System at 21/H/5 to 21/H/7, Shamsul Huda Road in Ward-64.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,88,494.57.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **45 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **15.02.2024 up to 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 6). Tender will be opened on: **17.02.2024 at 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **30.01.2024 at (18.55 hrs.)** (for Sl. No. 1 to 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: **KMC/EEC/I/007/45/2023-2024/BUSTEE** Name of work: **Repairing of IPS passages at 7, 1 Bagbazar Street Bustee and other Bustee areas in Ward No-007.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,98,006.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/EEC/I/007/46/2023-2024/BUSTEE** Name of work: **Repairing of Bustee Privies at 14/3, Gallif Street Bustee and other Bustee areas in Ward No.-007.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,86,094.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **15.02.2024 (upto 11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **17.02.2024 (11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **02.02.2024 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil), Br-XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
1. NIT No.: **KMC/E.E(C)/Br-XVI/143/052/23-24** Name of work: **Const. of Road with C.Conc. at Vidyasagar Sarani Bye Lane near Pre. No.18/90 in Ward No.-143.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,52,384.41.** Earnest Money: ₹ **9,100.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **10.02.2024 – 12.00 noon.** Tender will be opened on: **12.02.2024 – 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **02.02.2024 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

1364/23-24


# পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অন্তর্গত উৎকর্ষ বাংলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো

**মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৩১ জানুয়ারিঃ** হাওড়া জেলার শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক অনন্তপুরে পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অন্তর্গত উৎকর্ষ বাংলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো । শ্যামপুরে হাওড়ার একমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সিদ্ধেশ্বরী কটন মিলস যা ২০২৩এ শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের মর্যাদা লাভ করেছে ।

এই পার্ক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম জনপ্রিয় যোজনা উৎকর্ষ বাংলার একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুমোদন লাভ করেছে। আজ থেকে রাইস মিলিং টেকনিক এর উপর প্রথম ব্যাচের ট্রেনিং শুরু হল । কোর্সে ৩৬ জন স্থানীয় যুবক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার জন্য কাজে যোগদান করতে পারবে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক জিতীন যাদব ।অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার অরিন্দম মাজী,শ্যামপুরের বিধায়ক কালিপদ মন্ডল, শ্যামপুর দুনম্বর ব্লকের বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার, হাওড়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ শ্রীধর মন্ডল সহ আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় স্কুল ও কলেজের বহু উৎসাহী ছাত্র- ছাত্রী অভিভাবক এবং কারখানার কর্মচারীবৃন্দ। বিধায়ক কালিপদ মন্ডল তার বক্তব্যে বলেন এধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানীয় ছেলে মেয়েরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কাজ করার সুযোগ-সুবিধা পাবেন । এতে এই এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি যেমন ঘটবে, আবার শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের বেকারত্ব কম হওয়ার সম্ভাবনা ও রয়েছে ,এ ডি এম এল আর জিতেন যাদব সিদ্ধেশ্বরী কটন মিলস এর কর্ণধার শ্রী নবনীত দুজারী র প্রশংসা করে বলেন এই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ইন্ডাস্ট্রি চালানো অনেক বড় ব্যাপার ।সেখানে যদি এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলে স্থানীয় যুবক যুবতীদের শিক্ষিত করে তাদের কর্মসংস্থানে সামিল করা যায় তাহলে শিক্ষিত যুবক যুবতীদের যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যায় তেমনি উৎসাহী যুবক-যুবতীরা নিজেদের চেষ্টায় স্বরোজগার প্রকল্প তৈরি করতে পারেন। তার জন্য সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণকে সাহায্য করার জন্য সদা তৎপর। এরকম বহু প্রকল্প আছে যা সমস্ত মানুষ জানে না। তার জন্য স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট আধিকারিক এর কাছে তারা বিশদে জানতে পারেন। আমরা এ ধরনের প্রকল্পের জন্য যেকোনো ইন্ডাস্ট্রিকে সব রকম ভাবে সাহায্য করে থাকি। অভিজিৎ বাবু বলেন শুধুমাত্র যে প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরি করতে হবে তার কোন মানে নেই।

যদি কোন উদ্যোগী ছেলে বা মেয়ে সরকারি ঋণ নিয়ে নিজেদের চেষ্টায় কোন ব্যবসা বা কোন প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে চান তার জন্যেও এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন, এবং রাজ্য সরকার ভবিষ্য ক্রেডিট কার্ড চালু করেছেন।তিনি বলেন যদি এ ধরনের প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর কোন প্রার্থী লোনের জন্য দরখাস্ত করেন তাহলে সরকার ৫ লাখ পর্যন্ত লোন দিতে পারে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৬২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ মাঘ ১৪৩০

## ‘একলা চলো রে’-তৃণমূল

তৃণমূল কংগ্রেস বাংলাকে কারোর হাতে ছাড়তে চাইছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাংলাই হচ্ছে তৃণমূলের জীয়ন কাছি। সেই কারণে কারোর হাতে বাংলাকে দেওয়ার পক্ষপাতি নয় তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য হল বাংলা থেকে অধিক আসন নিয়ে সংসদে তাদের লড়াইকে জিইয়ে রাখা। যার জন্য আগে থেকে নেত্রী মমতা বলে রেখেছেন যে দুই থেকে তিনটি আসন কংগ্রেসকে দেওয়া যেতে পারে। তার বেশি নয়। এদিকে কংগ্রেস বলতে শুরু করে দিয়েছিল তাদেরকে পাঁচ ছয়টি আসন দিতে হবে। নেত্রী মমতা তাতে রাজি নন। তিনি এখন বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস কারোর সঙ্গে জোট করবে না। জোট ইণ্ডিয়ার প্রভাব বাংলা পড়বে না। আগে আসন সমঝোতা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে গিয়েছিল জোট ইণ্ডিয়ার বৈঠকে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের বাংলার দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করে জোট ইণ্ডিয়া সদস্যরা। তার ফলে নেত্রী পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন বাংলায় সিপিএম এবং কংগ্রেসের সঙ্গে কোন জোট করতে চায় না তৃণমূল। লোসভার নির্বাচনে তৃণমূলের একক লড়ই করার মতো যথেষ্ট শক্তি রয়েছে। কংগ্রেস দলের প্রতি তাঁর খানিকটা সহানুভূতি ছিল। সেই কারণে তিনি কংগ্রেস দলকে দুই তিনটি আসান ছাড়তে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস বলতে শুরু করে দিয়েছে তারা কারোর দয়াকে লোকসভার নির্বাচন অংশ গ্রহণ করবে না। কংগ্রেস তাদের ক্ষমতাকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করবে। তৃণমূল বিরোধী সিপিএম দলকে সঙ্গে নিয়ে জোট করবে কংগ্রেস। আসন সমঝোতা যদি করতে হয় তাহলে বাংলায় সিপিএম দলের সঙ্গে জোট করবে। এদিকে কেরলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম দলের কোনও জোট হচ্ছে না। সিপিএম দল একক শক্তি নিয়ে সেখানে লড়াই করবে। তবে কংগ্রেস সেখানে প্রধান বিরোধী দল হলেও বিজেপি এবারে কেরলে প্রবেশ করার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। এবারে লোকসভার নির্বাচনে কেরলে ত্রিমুখী লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে শুরু করেছে। বিজেপিদল এখন কেরলের রাজনীতিতে প্রশে করার ফাঁক খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। এরপর রয়েছে তামিলনাড়ু। তামিলনাড়ুতে বিজেপি দল যে প্রবেশ করবে এবং সেখানকার আঞ্চলিক দলগুলির ওপরে চাপ সৃষ্টি করবে তার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন স্বয়ং অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদি। দক্ষিণ ভারতে খাতা খোলার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দল। তার কারণ এবরে বিজেপি দলের লক্ষ্য হচ্ছে চারশো আসন পাওয়া। সেই কারণে বিহারের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিল। বিহারে বিজেপি হাওয়ার আবার ফিরে এসেছে। নীতীশ কুমারই তা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। বিহারের বিজেপি দলের অধিকার স্থাপন হওয়ার ফলে বাংলার রাজনীতিতে চাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। যার ফলে তৃণূল কংগ্রেস এখন কাউকে বিশ্বাস করছে না। যদিও কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত বিজেপি বিরোধিতায় রয়েছে। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা বিজেপি বিরোধী পদযাত্রা এবং কংগ্রেসের অনুকূলে নিয়ে আসার কৌশল। কংগ্রেস দলেক চাঙ্গা করতে রাহুল একন এই ধরনের সর্বভারতীয় অভিযান করে চলবে। এর আগে তিনি ভারত জাড়ো পদযাত্রা শুরু করেছিলেন। এবারে সেই একই রকমভাবে পূর্ব ভারত থেকে শুরু করে পশ্চিম ভারত এবং অন্যান্য স্থানে ন্যায় যাত্রা উপস্থিত হবে। কং গ্রেসের ভাব মূর্তিক ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে রাহুল যথেষ্ট কৌশলী বলা যেতে পারে। এদিকে নেত্রী মমতা রাহুলের ন্যায় যাত্রা স্থানে উপস্থিত হয়ে তৃণমূলের রাজনৈতিক হাওয়াকে বজায় রাখার জন্য পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তার ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে কংগ্রেসকে একটি ইঞ্চি জমিও নেত্রী ছেড়ে দিতে রাজি নন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক বা জোট করতে ইচ্ছুক নন।

## ভারত চিন পাকিস্তান

ভারত যেভাবে পাকিস্তানকে কোনঠাসা করে দিয়েছে তাতে পাকিস্তান আর কোনও সময়ে কাউকে কাশ্মীরের ব্যাপারে জড়াতে চাইবে না। পাকিস্তান বুঝে গিয়েছে ভারত কাশ্মীরের ব্যাপারে কারোর কোনও কথা শুনতে রাজি না। রাষ্ট্রপুঞ্জে অন্যান্য রাষ্ট্র নেতারা চেষ্টা করেছিল ভারত পাকিস্তান বৈঠক হোক কাশ্মীর নিয়ে। কিন্তু ভারত কাশ্মীর ছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে বৈঠক করতে রাজি ছিল। কিন্তু পাকিস্তান কাশ্মীর ছাড়া ভারতের সঙ্গে আর কোনও বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী নয় সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে চিন আর আগ বাড়িয়ে কাশ্মীর নিয়ে কোনও কথা বলবে না। তবে চিন অধিকৃত কাশ্মীরের ভবিষ্যত নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। ভারত চিনকে এ ব্যাপারে কি বলে সেটাই হচ্ছে কয়েক লক্ষ টাকার প্রশ্ন। বহুবার চিনকে ভারত বলেছিল কাশ্মীর ভারতে অংশ। আর্থিক করিডর ত্যাগ করে চিন চলে যাক। কিন্তু চিন সেই কথাকে একেবারে মান্য করেনি। উপরন্তু চিন সেখানে সেনা বৃদ্ধি করেছে। ব্যবসা বাণিজ্য করতে শুরু করেছে। এদিকে চিনা পণ্য কিনতে ভারতের ব্যবসায়িক গোষ্ঠীন নারাজ। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিনা পণ্যের কোনও স্থায়িত্ব নেই। চিন পণ্য বেশি দিন না টেকার ফলে বাজারের এর গুরুত্ব হারিয়ে গিয়েছে। চিনা পণ্য এখন খেলনায় পরিণত হয়েছে। ইউরোপের বাজার বহুকাল আগেই হারিয়েছে চিন। তার ওপরে ভারতের বাজার হারাতে বসেছে। এইভাবে চন পণ্য যদি বয়কট হতে শুরু করে তাহলে এক সময় চিন ব্যবসা বাণিজ্য ঠিক মতো করতে পারবে না। রাজনৈতিক অস্থিরতা রয়েছে চিনে।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

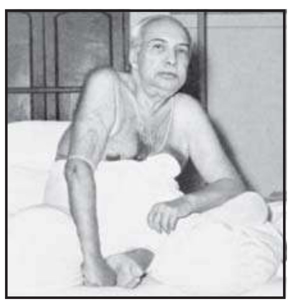

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই।

## সাধক বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠের কালী মন্দির বন্ধ থাকলেও কয়েকদিন ধরে তারাপীঠে ভক্তদের ভিড় হতে শুরু করে দিয়েছে। সাধক বামাক্ষ্যাপার সাধনার স্থান হচ্ছে তারাপীঠ। বামাক্ষ্যাপা বলতেন, নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। মা কালী স্বয়ং নারীরূপী ভগবান। তিনি ভয়ঙ্করী হলেও তিনি সৃষ্টি কর্ত্রী। তিনি এই বিশ্বের ধারক এবং বাহক। তারাপীঠের মা হচ্ছেন জ্ঞান চক্ষু দানকারী। তিনি জ্ঞান চক্ষু দিয়ে থাকেন। জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন।

# অরবিন্দের বিপ্লবী, গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন অখণ্ড স্বাধীন ভারত তৈরি হয়েছিল কি?

**রবীন্দ্র কুমার শীল**

বৈদিক যুগ থেকেই ভারত অহিংসা এবং শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। রামায়ণ মহাকাব্যে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় যে যারা নিরস্ত্র তাদের ওপরে অস্ত্রধারী ইচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণ করেছে না। দেখতে পাওয়া যায় যারা নিরস্ত্র তাদেরকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে অস্ত্রধারীরা। বিনা কারণে রক্তপাত নয়। রক্তপাত মুক্তি লাভের সহজ উপায় না। মুক্তি লাভের সহজ উপায় হল অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা খুবই শক্তিশালী গণআন্দোলনে পরিণত হতে পেরেছিল গান্ধিজির হস্তক্ষেপে। আসলে তখন ভারতরে বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে বিপ্লবীরা অবার আধ্যাত্মিক বিপ্লবী চেতনাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে দিয়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ এই আধ্যাত্মিক বিপ্লবের রূপরেখা তৈরি করে ছিলেন। যদিও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘আনন্দ মঠ’ উপন্যাসে সেই বিপ্লবী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতই হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক বিপ্লবের মূল মন্ত্র। সেই মন্ত্র ধরেই পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সারা বাংলা জুড়ে বিস্তৃত লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংসা আন্দোলন। সত্যাগ্রহকে সেই সময়ে বেশি করে গণ আন্দোলনে পরিণত করা হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের মধ্যে কোনও বিভেদ ছিল না বলেই ব্রিটিশ রাজ শক্তি কম্পিত হয়েছিল। যার ফলে দেখতে পাওয়া গেল ১৯১১ সালে বঙ্গ ভাগ থমকে গেল এবং ১৯১২ সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে গিয়ে ভারতের রাজধানি উপস্থিত হল। সেই সময়ে শুধু মাত্র অরবিন্দের আন্দোলন মাথা চাড়া দিতে পেরেছিল। সেই বিপ্লবী আন্দোলনকে একেবারে দমন করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে আলিপুর জেল ভর্তি করে দিয়েছিল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। মজঃফফরপুরের কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনা এবং মানিকতলার মুরারি পুকুর বোমা কারখানার মামলায় ইংরেজ সরকার সত্যিই ভীত হয়ে পড়েছিল। আলিপুর বোমা মামলা এক বছর ধরে চলেছিল। সেখানে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়েছিল। পরে ফাঁসি হয়নি। তাঁদের আন্দামানে দ্বীপান্তর কারাবাসের সাজা হয়েছিল। যে ইংরেজ শক্তি নবাব সিরাজদৌল্লা থেকে শুরু করে ফরাসি ডাচদের পরাস্ত করে ভারত দখল নিতে পেরেছিল ব্রিটিশরা। তারা একটি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ভয়ে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানি নিয়ে চলে গেল তার বিলাতি কৌশল দেখতে পাওয়া গিয়েছে ইংরেজ প্রশাসকদের হাতের তালুতে বন্দি অবস্থায় ছিল। ইংরেজরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই নিয়েছিল যে ভারতকে তারা স্বাধীনতা দেবে না। ভারতকে স্বাধীনতা দিতে গেলে দক্ষিণ এশিয়ার ওপরে ইংরেজ তাদের কর্তৃত্বকে হারাতে থাকবে। পরবর্তীকালে সেটাই দেখতে পাওয়া গেল। চার্চিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থাকলে ভারত একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারতো কিনা তা নিয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মতামত প্রকাশ করে থাকেন। আসলে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ, আজাদ হিন্দ বাহিনী, নাৎসী বাহিনী, মিত্র শক্তি সব মিলিয়ে একটি জটিল জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে উদ্ধার পেতে গিয়ে ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়ে তাদের হাতে থাকা উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ব্রিটিশ রাজশক্তি নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থকে বজায় রাখতে কমনওয়েলথকে অধীনে রেখে ভারত সহ প্রায় বেশির ভাগ দেশকে স্বাধীনতা দিল। কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত এখনও ভারত। ভারত ভাগের রাজনীতি করতে গিয়ে দেখা গেল কারোর লাভ হল না। না লাভ করতে পেরেছে না পাকিস্তান, না বর্মা, না শ্রীলঙ্কা। কারোর লাভ হল না। সবাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলো। মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি হারালো। অখণ্ড ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ করতে তাহলে গর্বের সঙ্গে বলা যেত যে ভারত বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তিকে পরিণত। চিন রাশিয়া এবং আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশে পরিণত হতো অখণ্ড স্বাধীন ভারত। কিন্তু লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু। সেই দশা হল সবার। এটাই চাইছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। আমরা তাদের পাতা ফাঁদে গিলোটিনে মাথা দিয়ে গলা থেকে ধরকে বাদ করে দিয়ে বিছিন্ন হতে থাকলো। তার আর জোড়া লাগাতে পারা গেল না। এখনও সীমান্ত নিয়ে ভারত, পাকিস্তান, চিন, নেপাল, বর্মা ভুটান মন কষাকষি চলছে। তা কেউই আর থামাতে পারছে না। পাকিস্তান আর্থিক দিক দিয়ে ধুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত আর্থিক দিক দিয়ে

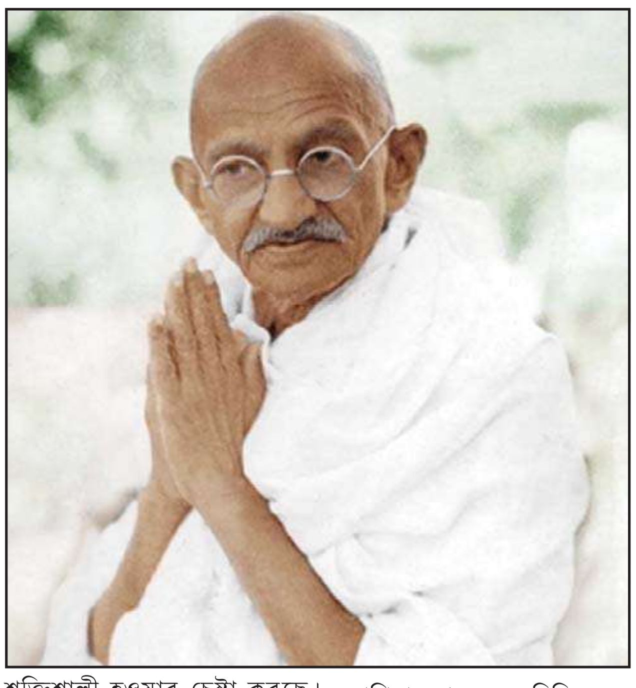

শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ ক্রমশ উন্নতি পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। গোটা দক্ষিণ এশিয়ার আর্থিক অবস্থা মোটের ওপরে ভালো। রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে উৎপত্তি হতে শুরু করে দিয়েছে আর্থিক অস্থিরতা। এই আর্থিক অস্থিরতাই খণ্ডিত ভারতের আর্থিক কাঠামোর ওপরে আঘাত দিতে শুরু করে দিয়েছে। সেই দিকে নজর দেওয়ার দিকে ক্রমশ পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে বর্তমানে ভারত সরকার। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। আরও জোরদার আর্থিক অগ্রসর হওয়ার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে সেই হারে আর্থিক উন্নতি হচ্ছে না। যার ফলে আর্থিক ব্যালান্স তৈরি করতে সময় বেশি লেগে যাচ্ছে। ভারতের পাশেই রয়েছে রাশিয়া। বড় দেশ। কিন্তু তার আর্থিক ভারসাম্য ক্রমশ হারাতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হয়েও ইরানের সঙ্গে বিরোধ। ইরাক. ইরন এবং তুরস্ক একই সরল রেখায় নিজেদের মৈত্রীকে সুদৃঢ় করতে পারছে না। ইজরায়েলের মতো একটি ছোট দেশের কাছে বারবার পরাস্ত হতে হচ্ছে। নাজেহাল হতে হচ্ছে। আসলে ইজরায়েল বিজ্ঞানের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিজ্ঞানই ইজরায়েলকে দাঁড়াতে সাহায্য করছে যা তেল বিক্রি হওয়ার আয় থেকেও সহস্র গুণ শক্তি ধরে। রাশিয়া এখন তেল বিক্রি করে দেশের আর্থিক অভাবকে সামাল দিচ্ছে। এক সময়ে বিজ্ঞান রাশিয়াকে উন্নতি করতে সাহায্য করেছিল। সেই বিজ্ঞানকে অবহেলা করার ফলে রাশিয়াকে বাঁচতে হচ্ছে জ্বালানি বিক্রি করার আয় থেকে। রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেঁসে গিয়েছে। সেখান থেকে বের হত পারছে না। ইজরায়েল নিজস্ব শক্তির ওপরে ভরসা করে। তাদের যে শক্তি রয়েছে তা দিয়ে এক মাস ধরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো রসদ তৈরি করে নিয়েছে। উন্নত সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে লোক সেনার সংখ্যা ক্রমশ কমাতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েল। রোবট যুদ্ধ কাকে বলে সেটা ইজরায়েল দেখিয়ে দিল। সেই কারণে বিশ্বের শাক্তিশালী দেশগুলি চুপ করে গিয়েছে। কারোর মুখ গিয়ে কথা বের হচ্ছে না। প্যালেস্টাইন দেশকে অস্বীকার করতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েল। গাজা অঞ্চল তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। হামাসের সঙ্গে কেউই কোনও রকম সম্পর্ক রাখতে নারাজ হচ্ছে। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন তারা গাজা অধিকার করে নিয়ে পৃথিবীর মানচিত্র একেবারে বদলে দেবে। সেই পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েলকে তুরস্ক, কাতার, ইরাক, ইরান, মিশর কেউই ঘটাতে সাহস করছে না। ভারত এই রকম শক্তির আধার হতো যদি অখণ্ড ভারত নির্মাণ করা সম্ভব হতো। ভারত থেকে চলে গেল শ্রীলঙ্কা, ভুটান, বাংলাদেশ, নেপাল, বর্মা, আফগানিস্তান। যদিও আফগানিস্তান ইংরেজ শাসনের মধ্যে ছিল। আফগানদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিবিড় ছিল। সীমান্ত বিরোধ ছিল না। সীমান্ত উন্মুক্ত ছিল। সীমান্তে কাঁটা তার দিলেও দেখত পাওয়া গিয়েছে আর্থিক দিক দিয়ে এবং মানসিক দিক দিয়ে ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে রাষ্ট্রগুলি। মানসিক লেনদেনও আর্থিক দিকের শক্তিশালী মাধ্যম। যে রাষ্ট্রের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ নেই, অতি সহজে প্রবেশাধিকার থাকে, এমন দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে তারা আর্থিক দিক দিয়ে বিশেষ করে ব্যবসায়িক দিক দিয়ে অতি শক্তিশালী। রাষ্ট্রীয় বিধি নিষেধের বাইরে উভয় রাষ্ট্রে নাগরিকেরা সম্পদশালী হয়ে থাকে। এই সম্পদ সৃষ্টি হয় উভয় দেশের মেলবন্ধন এবং ঐক্যের ওপরে ভিত্তি করে। গান্ধিজি অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সম্পদকে ধ্বংস করা নয়, সম্পদকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। গান্ধিজির রাম দর্শন মানেই হল মনন দর্শন। রাম প্রয়োজনে অস্ত্র ব্যবহার করেছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলন দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করার মধ্যে অস্ত্র ব্যবহার করার ব্যাপারে গান্ধিজি মত দিতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু জালিওয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড গান্ধিজির অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন থেকে মানুষ ক্রমশ দূরে সরে থাকতে চাচ্ছিল। সেই সময়ে বলতে গেলে অনেকেই গান্ধিজির প্রদর্শিত পথকে পরিহার করতে শুরু করে দিয়েছিল। তবুও গান্ধিজি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। কবিগুরুর সঙ্গীত ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে’ গান্ধিজিকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দান করেছিল এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রাষ্ট্রীয় সম্পদকে রক্ষা করে জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা নিয়ে আসতে হবে এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন গান্ধিজি। সুভাষ চন্দ্র বোস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর তিনি রাস বিহারী বোসের দিকে দৃষ্টিপাত করতে থাকেন। গান্ধিজির পথ ধরে ভারতে আন্দোলনকে চলিয়ে যাওয়ার মতো মানসিক প্রস্তুতি থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে এসে জার্মান গিয়ে উপস্থিত হলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। যার ফলে দেখতে পাওয়া গেল জাপানের সাহায্য গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারতের ভূখণ্ড অধিকার। জার্মান জাপান এক। এদিকে জার্মানদের কাছে ফ্রান্স পরাস্ত, অস্ট্রিয়া শক্তিহীন, পোলাণ্ড হেরে গিয়েছে। পড়ে রয়েছে ব্রিটেন একা। মস্কোতে হিটলার বাহিনী প্রবেশ করে গিয়েছে। তখনই ব্রিটেন প্রয়োজন বোধ করলো একটি শক্তির। সেই শক্তির জোগান দিল ব্রিটেনকে আমেরিকা। রাশিয়া নিজেকে বাঁচাতে আমেরিকা, ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হল। একই অবস্থা তখন ব্রিটেনের। তবে আমেরিকা পাশে এসে দাঁড়াতে ব্রিটেন নিজেকে বেশ খানিকটা সামাল দিতে সক্ষম হয়েছিল। আবার ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করে ব্রিটেন। উত্তপ্ত এশিয়ার হাত থেকে ব্রিটেনকে রক্ষা করাই ছিল সেই সময়ে কঠিন পদক্ষেপ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল উপনিবেশগুলিকে স্বাধীন করে দেওয়া হবে। তবে সেই সময়ে ভারতকে স্বাধীন করে দেওয়ার কথা উল্লেখ ছিল না। পরে ভারতের নাম সংযোজন করা হয়েছিল। অখণ্ড ভারত নয়, খণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। তাহলে আর কোনও সমকক্ষ শক্তিশালী রাষ্ট্রের এশিয়া থেকে উত্থিত ঘটবে না ভবিষ্যতে।

## কংগ্রেস- বাম জোটকে আরও শক্তিশালী করার পথটা তৈরি করে দিলেন বিহারের নীতীশ কুমার

কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার ইচ্ছা ছিল নেত্রী মমতার। কিন্তু রাহুলকে মুখ করে নয় সেটা পরিস্কার বুঝতে পারা গিয়েছিল। এদিকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে জোট মঞ্চের সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক করার ব্যাপারে আলগা দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোট ইণ্ডিয়াতে বেশি সুবিধা করতে না পেরে নীতীশ কুমার এনডিএতে যোগ দিয়ে বিহারের নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। এর ফলে এটা কংগ্রেসের রাজনীতিতে একটি বড় ধাক্কা বলা যেতে পারে। নীতীশ কুমার যে এই রকম ধরনের ভেলকি দেখাবেন সেটা আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারা গিয়েছিল। তিনি যখন জোট ইণ্ডিয়া সম্পর্কে উদাসীন হতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখনই বুঝতে পারা গিয়েছিল নীতীশ এবারে জোট ইণ্ডিয়াকে একটি বড় ধরনের একটা আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই আঘাতকে সামাল দিতে এখন রাহুলকে আরও বেশি করে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার ওপরে আকর্ষন বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। ভারতের লোকসভার নির্বাচন রাজনীতিটা ক্রমশ জটিল হতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি দল যে চুপ করে বসে নেই সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেসের সাংসদ এবং দলের নেতা অধীর চৌধুরী আগে থেকেই তৃণমূলের সঙ্গে কোনও জোট করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। তিনি প্রথম থেকেই তৃণমূল বিরোধী কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর যেদিন থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলকে এক আসনে বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সেই দিন থেকেই অধীর চৌধুরী তৃণমূলকে কংগ্রেসের সঙ্গে মেশা ব্যাপারে বা জোট করা ব্যাপারে বিরক্ত প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমনকী প্রশান্ত কিশোরকে তৃণমূলের এজেন্ট বলে দেগে দিয়েছিলেন। যার ফলে প্রশান্ত কিশোরের কংগ্রেসের প্রবেশ করার সম্ভব হয়নি। প্রশান্ত কিশোরকে কংগ্রেস দল দরজা থেকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছিল যে তারা বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আঞ্চলিক দল নিয়ে বিরোধী জোট তৈরি করে লোকসভার নির্বাচনে লড়াই করবে সেটা আর হল না। কংগ্রেস এখন জোট ইণ্ডিয়ার হাল ধরে একাই চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সঙ্গে রয়েছে বাম দল, সমাজবাদী পার্টি এবং আম আদমি। কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছেন অখিলেশ যাদব, আম আদমি দল এবং সীতারাম ইয়েচুরি। বিহারের আরজেডি দলকে তো কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতে হবে। নাহলে তারা বিহারের বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না। বিহারের রাজনীতিটা গোটা ভারতের লোকসভার রাজনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল বলা যেতে পারে। বিজেপিপ এখন অঙ্ক কষতে শুরু করে দিয়েছে কী করে চারশো আসন লাভ করা যায়। সেই পথ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি হাত থেকে এবারে বাদ পড়ছে না দক্ষিণ ভারত। তামিলনাড়ু থেকে শুরু করে কেরলের দিকে বিজেপি দল হাত প্রসারিত করতে শুরু করে দিয়েছে। আর জোট ইণ্ডিয়ার গণ্ডি ক্রমশ ছোট হতে শুরু করেছে।

বাংলার চারপাশে এখন বিজেপি দলের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি লাভ করেছে। আসাম, ত্রিপুরা, উড়িশা এবং বিহারে বিজেপি খুঁটি বেশ শক্ত। সেখানে অবিজেপি দলগুলির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। বিহারের লালু প্রসাদ যাদব এখন বেশ খানকটা অসুবিধায় পড়ে গিয়েছেন। তাঁকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে গেলে কংগ্রেসের হাত ধরতেই হবে। নাহলে সে একা দাঁড়াতে পারবে না। দিকে বাংলায় সিপিএম দল এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সিপিএম দলের নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বুঝতে পেরে গিয়েছেন বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের জোট হচ্ছে। আর সেই জোট করতে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। তিনি একাই সিপিএম দলের রাজনৈতিক জোটের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছেন যা কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জ্জুন খড়্গে পর্যন্ত অবাক হয়ে যান। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর কথাকে একেবারে মুছে ফেলতে পারছেন না। এদিকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসকে দুটি থেকে তিনটি আসন দেওয়ার কথা বলাতে গোঁসা হয়েছে কংগ্রেসের। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তৃণমূলের সঙ্গে সম্মানজনক সমঝোতা করতে হবে। দয়াদাক্ষিণ্য সমঝোতা কংগ্রেস করতে চায় না তৃণমূলের সঙ্গে। সম্মানের সঙ্গে সমঝোতা করার খুবই প্রয়োজন। সম্মানজক সমঝোতা না হলে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কোন জোট করা হবে না। তার চেয়ে বরং তারা সিপিএম দলের সঙ্গে জোট করে বাংলায় লোকসভার নির্বাচনে লড়াই করবে। এআইসিসি এখন অধীর চৌধুরীর কথাকে ফেলতে পারছে না। সাংসদ অধীর চৌধুরীর ওপরে ভরসা রাখতে শুরু করেছেন নেত্রী সনিয়া গান্ধি। তিনি বলেছেন কংগ্রেসে দলের সাচ্চা নেতা হচ্ছেন অধীর চৌধুরী। তিনি দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেসের পতাকা তলে নির্বাচনী লড়াই করে দলকে সামনের দিকে এগিয়ে রাখতে পেরেছেন। আর সবাই কংগ্রেসে দল ভাঙিয়ে সুবিধাবাদী রাজনীতি করে গিয়েছে। সুবিধাবাদী রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে কংগ্রেস।

## জর্জিয়ার যমজ দুই বোন আবার এক সাথে বসবাস

২০০২ সালে তাঁদের মা কোমায় চলে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁদের পিতা গোচা গাখারিয়া সদ্যোজাত দুই কন্যাকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তার ফলে দুই কন্যা ভিন্ন পরিবারের মধ্যে বড় হতে থাকেন। কেউ জানতো না যে তারা দুই বোন। এই দুই বোনের নাম এমি খিটিয়া এবং অ্যানো সারটানিয়া। জর্জিয়ার কয়েক মাইল দর তাঁদর বাড়ি। ‘আইডেনটিক্যাল টুইন’ অর্থাৎ দুই বোনকে একই রকম দেখতে। জানতে পারা গিয়েছে যে এমি ছোটবেলায় একটি শো জর্জিয়া গট ট্যালেন্ট নামে একটি শো দেখতে গিয়েছিল। সেকানে তিনি একটি মেয়েকে নাচতে দেখেন। তখন এমির বয়স মাত্র ১২ বছর। মেয়েটিও তাঁর মতো বয়সী। শোয়ের সেই মেই মেয়েটি এমির বোন অ্যানো কিন্তু তখন তাঁরা জানতেন না যে তারা দুই বোন। মুখের মিল দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এমি। তখনকার মতো গল্পটা এইখানেই থেমে থাকে। অ্যানো বড় হচ্ছিলেন টিবলিসি শহরে। আর এমি থাকতেন জুগডিডিতে। কেউ কারোর কথা জানতো না। একই রকম দেখতে দুই বোন একই নাচের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ছিলেন তা নিয়ে প্রায় সময়ে নিজেরা একাকী ভাবতেন। কিন্তু আড়ালে থাকা সত্যটা তখন ধরা পড়েনি। দুই বোনের জীবনটা দুই জায়গায় কেটেছিল। গল্পের মোড় ঘুরে যায় একটি টিকটক শোয়ের মধ্যে দিয়ে। অ্যানোকে কেউ কিটকট ভিডিও শো শেয়ার করেছিল। তাতে নীল চুলের মেয়েটিতে দেখতে মনে হয়েছিল একেবারে তার বোন। সেই নীল চুল মেয়েটি আর কেউ নন তাঁর বোন এমি। দুই জনই এর উত্তর খুঁজতে থাকে। অতীতের ইতিহাসের পাতা খুঁজতে গিয়ে সত্যের প্রকাশ ঘটে। জর্জিয়াতে হাজার শিশু চুরি এবং বিক্রি হয়ে যায় তার মধ্যে এই ঘটনার শিকার তারা। এখন তারা এক সঙ্গে থাকছে। বাবার কোনও সন্ধান করতে নারাজ। এখন তাঁদের বসয় ২১ বছর। হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে এই রকম ছবি হয়েছিল-‘সীতা আউর গীতা’। হলিউডের ছবি ছিল ‘দ্য পেরেন্ট ট্র্যাপ’। চলচ্চিত্রে অবাস্তব গল্প যে বাস্তবে পরিণত হতে পারে তা দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে। শুধু জর্জিয়া কেন সারা বিশ্ব জুড়ে শিশু পাচার এবং বিক্রি চক্র সক্রিয়। জর্জিয়াতে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে এই সব অন্ধকার ঘটনা। এখন জর্জিয়াবাসীরা দুই বোনকে স্বাগত জানিয়েছে এবং শান্তিতে বসবাস করার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছে। বিপদে তারা পাশে এসে দাঁড়াবে বসে ভরসা দিয়েছে।

## হেরিটেজ কথা ঃ মা ভবতারিণী

দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিনী দেবীর পুজোও করা হয়ে থাকে একেবারে দেবী দুর্গা পুজোর মতো করে। সেখানে মহালয়ার দিন দেবীর বোধন শুরু হয়। তারপর থেকে যথারীতি আচার এবং শাস্ত্রবিধি মেনে দেবীর পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। মা দুর্গা পুজার যে বিধান রয়েছে সেই রীতি মেনেই সেখানে পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। মায়ের বিসর্জন হয়

না বটে। কিন্তু দেবী দেবীর ঘট বিসর্জন হয়ে থাকে। মা ভবতারিনীর ঘট সেই সময়ে আলাদা করে সরিয়ে নেওয়া হয়। নিত্যপুজোর ঘট সরিয়ে সেখানে মা ভবতারিনীকে দেবী দুর্গা রূপে পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকেন। এই রীতিটা চলে আসছে রানি রাসমণির সময় থেকে। তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে মা ভবতারিনীকে দেবী দুর্গা রূপে পুজিত করতে হবে। আবার মা ভবতারিনীকে জগদ্ধাত্রী রূপে পুজা করানো হয়। তিনিই আবার কালী।

## চিঠিপত্র ঃ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিয়ালি ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে হয়েও অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে শিল্পকলা চিত্রায়িত করে গিয়েছেন সেটা কিন্তু বাংলার তথা ভারতের শিল্প সম্পদ। ঔপনিবেশকি শাসনের কালে বিদেশি শিল্পীদের সমকক্ষ শিল্পী হয়ে উঠেন অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমনকী তাঁর চিত্রকলা থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি ইতিহাসের সন্ধান করতে শুরু করে দেয় বহু বিদেশি শিল্প ইতিহাসবিদেরা। অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার নিজস্ব যে চিত্রকাল ছিল তাকে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন আপন কথা, ক্ষীরের পুতুল বা বাংলা ব্রত মতো অবিস্মরণীয় রচনার মধ্যে দিয়ে। সেখানে তিনি শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, চিত্রশিল্পকে সৃষ্টি করেছেন। গ্রামীন চিত্রকলাকে প্রাধান্য দিয়েছেন অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাশাপাশি তিনি ইসলামীয় শিল্প কলার চর্চা করে গিয়েছেন। ভারতের ইসলাম যুগের বিশেষ করে মোঘল শিল্পকে তাঁর তুলিতে স্থান দিয়েছেন। একেবারে সেই সব চিত্রকলা নতুন আঙ্গীকে প্রকাশিত হয়েছিল। ধ্রুপদী সঙ্গীতে, নৃত্যে নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিগুরু তাঁকে পাগলা বলে উল্লেখ করলেও অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনও সময়ে রাগ করেননি। উপরন্তু তিনি খুশি হতেন। বাড়ির কাকা জেঠ্যাদের আদর পান সারা জীবন **ইতি। বুলন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন, বোলপুর।**

# বিশ্বভারতীর কোন কোন পদ্ধতিগত ত্রুটি ধরা পড়লো আজকের রায়ে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩১ জানুয়ারি ঃ বিশ্বভারতীর কোন কোন পদ্ধতিগত ত্রুটি ধরা পড়লো আজকের রায়ে ঃআজকের যুগান্তকারী রায়ে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে অহেতুক হয়রানি করা হয়েছিল তার প্রমাণ স্পষ্ট হলো। শুধু তাই নয় ছাবিবশ পাতার রায়ে সিউড়ি জেলা আদালতের বিচারক সুদেষ্ণা দে তা উল্লেখ করেছেন। ১) প্রথমত ১৯৩৪ সালের ২৭ শে অক্টোবর স্বর্গীয় পিতা আশুতোষ সেন নিরানব্বই বছরের লীজে জায়গা পান। সেই জায়গা দেওয়ার সময় তাকে ষোলো আনা জায়গা দেওয়া হয়েছিল। কোনও বিশ্বভারতী বা আশুতোষ সেনের যৌথ সার্ভে করে ১.২৫ ডেসিমেল জায়গা দেওয়ার উল্লেখ নেই। ২) এক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের উচ্ছেদ আইন প্রযোজ্য নয়, কারণ জমি দেওয়া হয়েছে ১৯৪৩ সালে। ৩) জমির টাইটেল অপরিবর্তিত আছে। অর্থাৎ মূল মালিক বিশ্বভারতী। নির্দিষ্ট সময়ের পরে জমির মালিক বিশ্বভারতী। তাই অমর্ত্য সেন জমি হস্তান্তর করতে পারবেন না। ৪) বিশ্বভারতীর তরফে নোটিশ দিয়েছে। পাশাপাশি অমর্ত্য সেন বিদেশে থাকায় সময় চেয়েছিলেন পাঁচ মাস। কিন্তু বিশ্বভারতী তড়িঘড়ি করতে চায়। আশি বছর বিশ্বভারতী ঘুমিয়ে থাকলেও, পাঁচমাস সময় দিতে চায় নি। উদ্দেশ্য স্বেচ্ছাচারিতা মূলক। আদালত প্রশ্ন তুলেছে, বিশ্বভারতী এতদিন ঘুমিয়ে ছিল কেন? তারা বলেছে ২০০৬ সময় সালে অমর্ত্য সেন মিউটেশনের জন্য আবেদন করলে, বিষয়টি তাদের নজরে আসে। এই যুক্তি আদালত গ্রহণ করে নি। ৫) বিশ্বভারতী কোনদিন যৌথভাবে সার্ভে করে ম্যাপ তৈরী করে কোন জায়গা ১৩ ডেসিমেল তা নির্ণয় বা চিহ্নিত করে দেখায় নি। ২০০৬ সালে অমর্ত্য সেনের অনুপস্থিতিতে একটি হাত ম্যাপ তৈরি করে বিশ্বভারতী। তার ভিত্তিতে নোটিশ করে বিশ্বভারতী। এই হাতে তৈরী এক পক্ষের ম্যাপ আদালত যুক্তিযুক্ত মনে করে নি। পাশাপাশি, আদালত বলেছে, ২০২৩ সালে অমর্ত্য সেনের অনুপস্থিতিতে বিশ্বভারতীর ইঞ্জিনিয়াররা একটি সার্ভে করে একইভাবে একটি ম্যাপ তৈরী করে আদালতে জমা দিয়েছে। সেটা আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। ২০১৪ সালের ব্যাঙ্ক বন্ধ বনাম পঞ্জাব এবং সিন্দ ব্যাঙ্কের একটি মামলার উল্লেখ করে আদালত বলতে চেয়েছে, যেহেতু বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫১ সাল থেকে তার নিজস্ব আইন প্রবর্তিত হয়। আর তাই অমর্ত্য সেনের পিতাকে জমি লীজ দেওয়া হয় তেতাল্লিশ সালে। তা কারণে ১৯৭১ সালের উচ্ছেদ আইন এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া অমর্ত্য সেন কোনভাবেই কোন শান্তি বিঘ্ন করেন নি। আদালত আজকের রায়ে ভোগদখলকারী অমর্ত্য সেনের সমস্ত প্রতীচী সম্পত্তিকে বৈধ আনা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ভূমি ও ভূমি সংস্কারের সমস্ত নথিতে সেটাই আছে।

**Chandernagore Municipal Corporation**

E-Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/NIT-83(e)/23-24, Dt-31.01.2024

Memo No-3133/PWD/TENDER/23-24/63, Dt - 31.01.2024

Various Developments of Municipal Areas

For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in

Engineer
Chandernagore Municipal Corporation

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত শ্রী বাসুদেব কানছুকাশনস পক্ষে অধীশাবের ১। শ্রী পবন কুমার গোয়েঙ্কা, পিতা মৃত শ্রী রাম কুমার গোয়েঙ্কা ২। শ্রী সত্য প্রকাশ গোয়েঙ্কা, পিতা মৃত মাঙ্গী লাল গোয়েঙ্কা ৩। শ্রী বিজয় কুমার আগরওয়ালা, পিতা মৃত দুর্গা দত্ত আগরওয়ালা ৪। শ্রী প্রবীন আগরওয়ালা, পিতা মৃত রাম কুমার আগরওয়ালা ৫। শ্রীমতি পুনম গোয়েঙ্কা (আগরওয়ালা), স্বামী শ্রী প্রবীন আগরওয়ালা ৬। শ্রী কমলেশ আগরওয়ালা, পিতা মৃত মতিলাল আগরওয়ালা ৭। শ্রীমতি সীমা দেবী আগরওয়ালা, স্বামী শ্রী বিজয় কুমার আগরওয়ালা ৮। শ্রীমতি সীতা দেবী আগরওয়ালা, স্বামী শ্রী কমলেশ আগরওয়ালা, জাতিতে হিন্দু, সকল পেশা- ব্যবসা, পোঃ ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার মক্কেলগণ নিম্ন তপশীল সম্পত্তির মালিক ১। শ্রী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, ২। শ্রী প্রমোদ লাল আগরওয়ালা, উভয়ের পিতা স্বর্গীয় কিষাণ লাল আগরওয়ালা, সাকিন ও পোঃ ও থানা বালুরঘাট, জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর এর নিকট হইতে খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিক্রেতাগণের নিকট হইতে উপযুক্ত প্রমাণ এবং নাম্য মূল্যে দ্বারা নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিবেন। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদের বিষয়ে কাহারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে বা কেহ উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্তির খরিদের বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি আসলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না এবং কোনরূপ আপত্তি গ্রহণ যোগ্য হইবে না।

তপশীল

জেলাঃ দক্ষিণ দিনাজপুর, থানাঃ বালুরঘাট, মৌজা বালুরঘাট, জে. এল. নং ১০৯, খতিয়ান নং ১৩৭৭, ১৭৯২, দাগ নং ২১২০ পরিমান ০৯ শতক, শ্রেণী বাস্তু / দোকান।

শ্রী সমিত ভৌমিক, এডভোকেট
জেলা জজ আদালত, দক্ষিণ দিনাজপুর
পোঃ ও থানা ঃ বালুরঘাট, জেলাঃ দক্ষিণ দিনাজপুর
পিন কোড ৭৩৩১০১, ফোন নং. ৯৮০০৬০০৯৫৪

# মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিশেষ পরিষেবা দিতে চলেছে শিলিগুড়ি বৃহত্তর ই-রিকশা ইউনিয়ন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ জানুয়ারি ঃ এবছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিশেষ পরিষেবা দিতে চলেছে শিলিগুড়ি বৃহত্তর ই-রিকশা ইউনিয়ন। আপনি যদি এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হয়ে থাকেন, তাহলে মন দিয়ে শুনুন, লাভ আপনারই। জীবনের প্রথম বোর্ডের পরীক্ষা বলে কথা, স্বেচ্ছা পরীক্ষায় বসার অপেক্ষা। চলতি বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। গতবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার পরপরই ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ঘণ্ট। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের ঘোষণা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছেন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। হাতে সময় একেবারেই কম। এরইমধ্যে শিলিগুড়ি শহরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের স্বস্তি দিতে বিশেষ পরিষেবা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল শিলিগুড়ি বৃহত্তর ই-রিকশা ইউনিয়ন। আজ একটি সাংবাদিক বৈঠক করে শিলিগুড়ি বৃহত্তর ই-রিকশা ইউনিয়ন সভাপতি রাকেশ পাল তিনি বলেন এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফ্রিতে পরিষেবা দিচ্ছেন তারা। অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী যারা রয়েছেন, বিশেষ করে দুঃস্থ গরীব পরীক্ষার্থী, যাদের পক্ষে সম্ভব নয় ই-রিকশা ভাড়া করে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানো, তাদের পাশে থাকবে শিলিগুড়ি বৃহত্তর ই-রিকশা ইউনিয়ন। এছাড়াও প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে একটি করে ই-রিকশা দাঁড়িয়ে থাকবে পরীক্ষা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন পরীক্ষার্থী। এবং তাদের হাসপাতালে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। সেই সমস্ত পরিস্থিতিতে যাতে অসুবিধেয় পড়তে না হয়, সেজন্য এই ব্যবস্থা। ২ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে শিলিগুড়ি বিভিন্ন জায়গায় মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এই ইরিক্সা পরিষেবা দেওয়া হবে। যেমন জলেশ্বরী বাজার থেকে ইস্টার্ন বাইপাসের মেন সড়কের বিভিন্ন গুলি গোলও থেকে শুরু করে যোগোমালী মনে সড়ক, হায়দার পাড়া ডাবগ্রাম, কৌটমোড়, রবীন্দ্রনগর, পাকুর তলা মোড় আরো বিভিন্ন জায়গায় যে মাধ্যমিক পরিক্ষা পরিষেবা ব্যানার লাগানো ই- রিক্সা দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখান থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা বিনে পয়সায় যাতায়াত করতে পারবেন। এছাড়াও প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে একটি করে ই-রিকশা দাঁড়িয়ে থাকবে পরীক্ষা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন পরীক্ষার্থী। এবং তাদের হাসপাতালে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। সেই সমস্ত পরিস্থিতিতে যাতে অসুবিধেয় পড়তে না হয়, সেজন্য এই ব্যবস্থা। যার নেতৃত্বে রয়েছেন শিলিগুড়ি বৃহত্তর ই-রিকশা ইউনিয়নের সভাপতি রাকেশ পাল।

## লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/২২ অব ২০২৪·, তারিখ ঃ ২৭-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিইএন/।/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে আরওবি/আরইউবি-এর ব্যবস্থা করে ব্রাঞ্চ লাইনে ৯৩টি লেভেল ক্রসিং-এর নির্মূল করার জন্য সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন এবং বিশদ প্রোজেক্ট রিপোর্ট। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৯১,৬৫,৫০২.৫০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৪৫,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২২-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে ও খুলবে ২৩-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২২-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

# পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে উচ্চস্বরে মাইক নিষিদ্ধ করল নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৩১ জানুয়ারি ঃ আগামী শুক্রবার থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত চলবে। পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবে তাদের সুবিধার্থে বুধবার সকালে নিউ বারাকপুর শহরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ভবন গুলিতে উচ্চস্বরে মাইক বা শব্দযন্ত্র বাজানো নিষেধাজ্ঞা জারি করল নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ। থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান, আসন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির আশেপাশে অনুষ্ঠান ভবনগুলিতে মাইক বা লাউডস্পিকার নিষেধের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে।

**Office of Khagramuri Gram Panchayat**
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
**e-NIT No. KHGP/1168(02)/2024 Date-01.02.2024**

The Prodhan, Khagramuri Gram Panchayat Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of: (1) CC ROAD FROM BALARAM BERA HOUSE TO KALI MANDIR, (2) CULVERT NEAR SAMSUDDIN HOUSE. Completion Time: 60 days. Documents download starting from 01.02.2024 at 2:00 am. Last date of submission of Bid on 15.02.2024 up to 02:00 PM. Technical bid opening date: 19.02.2024 at 02:00 PM. For details please visit website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Khagramuri Gram Panchayat

**Office of The Executive Officer**
**Purbasthali-I Panchayat Samity**
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1.e-Tender Notice No-P-I/03/104/EO/2023-24, Dated-25/01/2024
Tender ID: 2024_ZPHD_652283_1 has been floated Construction of Purbasthali-I Panchayat Samity Guest House in Block. 2. Tender ID: 2024_ZPHD_652283_2 has be floated Construction of Market Complex at Srirampur Sarbajaya Mahila Co-Opt Society Ltd. Area under Srirampur. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

**Dhuliyan Municipality**
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-quotation & E-Tender

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender and e-quotation from the eligible and bonafied resourceful contractors for following work:-
Ref: 1.DHLYN/Electr furn/7/2023-2024(2nd Call) Last date of Bid submission: 15.02.2024 up to 18.00 PM.
2. DHLYN/15TH _G/23/2023-2024(2nd Call) Last date of Bid submission: 08.02.2024 up to 18.00 PM.
3. DHLYN/wheel/49/2023-2024 Last date of Bid submission: 08.02.2024 up to 18.00 PM.
4. DHLYN/Soap/50/2023-2024 Last date of Bid submission: 08.02.2024 up to 18.00 PM.
5. DHLYN/Bag/51/2023-2024 Last date of Bid submission: 08.02.2024 up to 18.00 PM.
6. DHLYN/net/52/2023-2024 Last date of Bid submission: 15.02.2024 up to 18.00 PM.
7. DHLYN/4I_GRNT/53/2023-2024 Last date of Bid submission: 08.02.2024 up to 18.00 PM.
For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website www.dhuliyanmunicipality.org

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

**NOTICE INVITING e-TENDER**

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-40/2023- 24(3 rd Call) of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) no. works/Schemes under RIDF-XXIX Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Document download/sell starting from 29.01.2024 to 10.02.2024 04.00 PM. Bid submission starting from 29.01.2024 up to 10.02.2024 at 04:00 PM. And Opening on 12.02.2024 at 04:05 P.M. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Office of the Executive Officer
**Singur Panchayat Samity**
Singur, Hooghly
e-TENDER & RE eTENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender & RE e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for e-Tender reference no: 104/EO, Singur, Dated:- 30.01.2024 RE e-Tender reference no: 105/EO, Singur, Dated: 30.01.2024 & 108/EO, Singur, Dated: 31.01.2024 for Installation & Construction of work within Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly. **Last date for the online Bid submission is 07/02/2024 upto 9:00 am & 04:55 pm and 14/02/2024 upto 09:00 am**. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (Tender ID- 2024_ZPHD_657248_1 to 3, 2024_ZPHD_657249_1 to 2 & 2024_ZPHD_657490_1 ).

Sd/-
Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

## Cooch Behar Municipality
**TENDER NOTICE**

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for. "Construction of roof slab and walls of car shed" Estimated cost - Rs. 20,22,620.31 vide Tender Id: 2024_MAD_657535_1 and "Construction of C.C. Road in ward No.4" vide Tender Id: 2024_MAD_654322_1 and "First floor Construction of at P.N. Road" Estimated cost - Rs.25,52,191.51 vide Tender Id: 2024_MAD_657559_1. eTender submission end date - 17/02/24 and Corrigendum for Date of extension for the work "Construction of Paver Block Road near Rail gate" Vide Tender Id: 2024_MAD_651993_1 eTender submission end date - 08/02/24. Details information will be available from the website (i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com

**Sd/-Chairman,**
**Cooch Behar Municipality.**

## NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

| Sl. No. | Ref. e-Tender No. | Last Date of submission of e-Tender |
|---|---|---|
| 1 | WBMAD/HM/PWD/NIT e-565/2023-24 (Sl No. 1,2,3) | 09/02/2024 up to 5.00 PM |
| 2 | WBMAD/HM/PWD/NIT e-566/2023-24 (Sl No. 1,2,3) | 16/02/2024 up to 5.00 PM |

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Executive Officer,**
**Habra Municipality**

## Hooghly- Chinsurah Municipality
Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.:2680-2899/2319, Telefax.:2680-6092

**Notice for invitation e-Tender**
**e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/NIT3/1e/24**
**Memo No-: 5150/Eng/A.S** **Dated : 31.01.2024**

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil works under this Municipality. Vide e-Tender ID No. 2024_MAD_657718_01-18 Closing date of Bid submission is 19.02.2024 up to 15.00 hours. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-https:// wbtenders.gov.in

**Chairman /Executive Officer**
**Hooghly Chinsurah Municipality**

Office of the
**Rampur dihibhursut asanda GRAM PANCHAYAT**
VILLAGE :ASANDA, P.O :DIHIBHURSUT, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 712408, e-mail : rdagpasanda@gmail.com : 8343917594

E-Tender are invited by the Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 5 nos E-Tender ID-2024_ZPHD_653240_1. 2024_ZPHD_653262_1 , 2024_ZPHD_653287_1. 2024_ZPHD_653307_1, 2024_ZPHD_65349_1& 2024_ZPHD_653332_1 Publish date-24/01/2024 at 6.00PM . Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to 06/02/2024 at 12.00 P.M., Date opening-08/02/2024 at 12.30 PM for details Visit website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet

# ট্রাকের এর সাথে টোটোর সংঘর্ষে জখম ৫

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩১ জানুয়ারি ঃ ধান বোঝাই ট্রাকের এর সাথে টোটোর সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন ৫। যাদের মধ্যে তিনজন বর্তমানে কালনা মহকুমা হসপিটালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে একজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে কালনা থেকে বর্ধমান স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনাটি নাদনঘাট থানার অন্তর্গত কামালপুর এলাকায় ঘটে। বর্তমানে শাহিন শেখ, শফিকুল মন্ডল ও শেফালী বিবি কালনা মহকুমা হসপিটালে চিকিৎসাধীন। গুরুতর জখম অবস্থায় ফরশেদ শেখকে বর্ধমান স্থানান্তরিত করা হয়। অপর আহত ভোলা বাগকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

## পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ৫ বছরের জন্য মাল্টি পারপাস স্টল বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও তথ্যের জন্য ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **(১) অকশন ক্যাটালগ নং : এমপিএস-২৪-এইচডব্লুএইচ-৬-১। সিকোয়েন্স নং, লট নং/শ্রেণী, সংরক্ষণ, বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নরূপ : **এএ/১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-এমপিএস-৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ সকাল ১০.৩০। **এএ/২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-এমপিএস-৫৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ সকাল ১০.৪০। **এএ/৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-সিডিএই-এমপিএস-২৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ সকাল ১০.৫০। **এএ/৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলওকে-এমপিএস-৩৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ সকাল ১১টা। **এএ/৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিএসএই-এমপিএস-৪৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ সকাল ১১.১০। **এএ/৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-এমপিএস-২০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ সকাল ১১.২০। **এএ/৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিআরপিএ-এমপিএস-২৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ সকাল ১১.৩০। **এএ/৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি-এমপিএস-২৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ সকাল ১১.৪০। **এএ/৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএমএই-এমপিএস-৬৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ সকাল ১১.৫০। **এএ/১০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএসএই-এমপিএস-৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১২টা। **এএ/১১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচএলএ-এমপিএস-৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১২.১০। **এএ/১২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিবিআরএ-এমপিএস-১২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১২.২০। **এএ/১৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমইউজি-এমপিএস-১৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১২.৩০। **এএ/৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএএইচডব্লু-এমপিএস-৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১২.৪০। **এএ/১৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচআইএইচ-এমপিএস-১৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১২.৫০। **এএ/১৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএমএই-এমপিএস-২৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১টা। **এএ/১৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচওয়াইজি-এমপিএস-৩১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১.১০। **এএ/১৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমএওয়াইপি-এমপিএস-৩৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১.২০। **এএ/১৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই-এমপিএস-৪২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১.৩০। **এএ/২০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-এমপিএস-৬৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১.৪০। **এএ/২১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিএলএই-এমপিএস-১৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ১.৫০। **এএ/২২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই-এমপিএস-৩৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ২টো। **এএ/২৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেএইচএন-এমপিএস-৬৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ২.১০। **এএ/২৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমএসএই-এমপিএস-৩৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ২.২০। **এএ/২৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এমপিএস-১০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ২.৩০। **এএ/২৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচজিওয়াই-এমপিএস-৩০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ২.৪০। **এএ/২৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআইটি-এমপিএস-৩৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ২.৫০। **এএ/২৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএলএই-এমপিএস-৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ৩টে। **এএ/২৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেকেএই-এমপিএস-১৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ৩.১০। **এএ/৩০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএলজি-এমপিএস-৪৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ৩.২০। **এএ/৩১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমইউইউ-এমপিএস-৫৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ৩.৩০। **এএ/৩২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমডিএসই-এমপিএস-৬৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ৩.৪০। **এএ/৩৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিবিজেড-এমপিএস-৬৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ দুপুর ৩.৫০। **এএ/৩৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এডিএসটি-এমপিএস-২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ বিকেল ৪টে। **এএ/৩৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএই-এমপিএস-৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ বিকেল ৪.১০। **এএ/৩৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএনএ-এমপিএস-৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ বিকেল ৪.২০। **এএ/৩৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এজিএই-এমপিএস-১৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ বিকেল ৪.৩০। **এএ/৩৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই-এমপিএস-৩২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ বিকেল ৪.৪০। **এএ/৩৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিটিএই-এমপিএস-৪৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০২.২০২৪ বিকেল ৪.৫০। **এএ/৪০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স-এমপিএস-১৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০২.২০২৪ বিকেল ৫টা। **(২) অকশন ক্যাটালগ নং : এমপিএস-২০২৪-কেকিউইউ। এএ/১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেকিউইউ-এমপিএস-৭৬-২৪-২ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১৩.০২.২০২৪ সকাল ১০.৩০। **ইউনিটের হার :** প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) :** প্রতিটির জন্য ০.২। **ইএমডি :** প্রতিটির জন্য ৫%। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার :** প্রতিটির জন্য শূন্য। (HWH-473/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER**
**SANKRAIL PANCHAYAT SAMITY, HOWRAH**
**ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER**

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

| Sl. No. | Tender Reference No. | Tender ID | Tender Sl No. | Last Date of Submission | Date of Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24/EO of 2023-24 | 2024_ZPHD_657555_1 | 01 | 15/02/2024 | 17/02/2024 |

Intending bidders are requested to visit the website http://wbtenders.gov.in for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

**Sd/- EXECUTIVE OFFICER**
**SANKRAIL PANCHAYAT SAMITY, HOWRAH**

## পূর্ব রেলওয়ে

**সংশোধনী**

সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ৩০৪-২০২৩-২৪,** বন্ধের তারিখ : ১৯.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে-তে **সংশোধনী।** ক্র.নং. **১, কাজের নাম :** হাওড়ায় ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের নতুন কার্যালয় ভবন জি+৫-এর ফিনিশিং, ফার্নিশিং, ফায়ার ফাইটিং সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। **বিডিং প্রণালী :** 'সিঙ্গল প্যাকেট'-এর পরিবর্তে **'দুই প্যাকেট'। জেভি সংস্থা অনুমোদিত :** 'না'-এর পরিবর্তে **'হ্যাঁ'। শিডিউল সি-র জিএসটি :** "১,৩৯,৮৯,৩২৯.৩৫ টাকা"র পরিবর্তে **"১,৩৯,৮৯,৩২৮.৫৩ টাকা"। বিজ্ঞাপিত মূল্য :** "৩২,৩৩,৬৬,২৪৪.৫২ টাকা"র পরিবর্তে **"৩২,৩৩,৬৬,২৩৯.১৫ টাকা"। শিডিউল সি আইটেম ২৩ বাতিল। সংশোধিত শিডিউল সি আইটেম নং ২৩ : ক্র.নং. :** ২৩, **আইটেম কোড :** ২৪, **কাজের বিবরণ : ১৯ মিমি পুরু প্লাই বোর্ড দিয়ে ওয়ার্কস্টেশন টেবিল উৎপাদন, সরবরাহ এবং একত্রীকরণ (আইএস ৭১০)। পেডিস্টাল সহ মেন টেবিল সহ মডিউলার ডেস্ক (১টি লকেবল ড্রয়ার ও ফাইল ক্যাবিনেট) ইউনিট আদর্শ মাপের। ওয়ার্কস্টেশনের উপরি তল গ্রেড ১, টাইপ ১, আইএসঃ৭১০ অনুযায়ী ১৯ মিমি পুরু প্লাই বোর্ড (আইএস ৭১০) দিয়ে বানাতে হবে। উপরের এবং পাশের প্যানেলগুলি ১.০০ মিমি পুরু ল্যামিনেট দিয়ে ঢাকতে হবে। ১৯.০০ মিমি পুরু, ল্যামিনেট করা প্লাইউড বোর্ড, গ্রেড ১, টাইপ ১, আইএস-৭১০ অনুযায়ী স্থপতির ডিজাইন অনুযায়ী দৈর্ঘ্যে ১টি মডেস্টি প্যানেল ও সাইড দেওয়া হবে। তার ধরে রাখার জন্য টেবিল টপের উপর ৫৫-৬০ মিমি ব্যাসের একটি ওয়্যার ম্যানেজার ও কম্পিউটার ট্রে দেওয়া হবে। টেবিলের সমস্ত উন্মুক্ত প্রান্তে ২ মিমি পুরু গরম গলিত পিভিসি ব্যান্ডিং থাকতে হবে। স্থপতি ও ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী। (ইউনিটের পার্টিশন এবং আইটেমটির ফিনিশিং যথাযথভাবে পালিশ করা ল্যামিনেট/ভিনিয়ার ব্যবহার করে করা হবে এবং ভিন্ন ভিন্ন আইটেমের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করা হবে)। উপরি তলের ক্ষেত্রফলের ভিত্তিতে কাজটি মাপা হবে। সমস্ত উপকরণ, শ্রম, পরিবহন, বিতরণ, সমস্ত ক্ষেত্রে কাজ শেষ করা এবং স্থপতি ও ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী দ্বারা অনুমোদিত কাজের অবস্থানে থাকা মূল্য অন্তর্ভুক্ত। (প্লাই - গ্রিন প্যানেল, সেঞ্চুরি, অ্যাম্বে বা সমতুল প্রস্তুত) (এই আইটেমে ব্যবহার করা সামগ্রী/পণ্যগুলির গ্রীন প্রো সার্টিফিকেশন থাকা উচিত এবং গ্রীন পণ্য হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করা উচিত যেগুলি সিআইআই দ্বারা জারি করা গ্রীন প্রো প্রত্যয়িত পণ্য, উপকরণ ও প্রযুক্তিগুলির ডিরেক্টরিতে পাওয়া যায় এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী দ্বারা অনুমোদিত)। আইটেম পরিমাণ :** ৩৮৩.৩৯। **ইউনিটের হার :** ৩০৩৫০। **মৌলিক মান :** ১,১৬,৩৫,৭৯৫.৪৫ টাকা। **বৃদ্ধি (%) :** ০.০০। **রাশি :** ১,১৬,৩৫,৭৯৫.৪৫ টাকা। **শিডিউল সি-র আইটেম নং ২৬-এর সংশোধিত আইটেম বিবরণ :** "থ্রি/টু সিটার সোফা কুশন সহ, আর্গোনমিক্যালি ডিজাইন করা স্টেনলেস স্টিল পার্ফোরেটেড থ্রি সিটার কুশন্ড সোফা সরবরাহ করা। ভিজিটর জোনের কৌশলগত জায়গায়, ইউনিটে সোফা চেয়ারটিকে শক্তি প্রদান করা হয়। সমস্ত উপকরণ, শ্রম, পরিবহন, বিতরণ, সমস্ত ক্ষেত্রে কাজ শেষ করা এবং স্থপতি ও ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী দ্বারা অনুমোদিত কাজের অবস্থানে থাকা মূল্য অন্তর্ভুক্ত।"-এর পরিবর্তে **"ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নির্দেশানুসারে বিভিন্ন ধরনের সোফা, একজিকিউটিভ চেয়ার, ভিজিটর সোফা, সেন্টার টেবিল, ভিজিটর চেয়ার, একজিকিউটিভ টেবিল, ইত্যাদির মতো ফার্নিচার সরবরাহ করা। সমস্ত উপকরণ, শ্রম, পরিবহন, বিতরণ, সমস্ত ক্ষেত্রে কাজ শেষ করা এবং স্থপতি ও ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী দ্বারা অনুমোদিত কাজের অবস্থানে থাকা মূল্য অন্তর্ভুক্ত। (এই আইটেমে ব্যবহার করা সামগ্রী/পণ্যগুলির গ্রীন প্রো সার্টিফিকেশন থাকা উচিত এবং গ্রীন পণ্য হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করা উচিত যেগুলি সিআইআই দ্বারা জারি করা গ্রীন প্রো প্রত্যয়িত পণ্য, উপকরণ ও প্রযুক্তিগুলির ডিরেক্টরিতে পাওয়া যায় এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী দ্বারা অনুমোদিত)। (থোকমূল্য ভিত্তিতে)(আইটেম নং ২৬ থেকে ৩৪) "থ্রি/টু সিটার সোফা কুশন সহ, আর্গোনমিক্যালি ডিজাইন করা স্টেনলেস স্টিল পার্ফোরেটেড থ্রি সিটার কুশন্ড সোফা সরবরাহ করা। ভিজিটর জোনের কৌশলগত জায়গায়, ইউনিটে সোফা চেয়ারটিকে শক্তি প্রদান করা হয়। সমস্ত উপকরণ, শ্রম, পরিবহন, বিতরণ, সমস্ত ক্ষেত্রে কাজ শেষ করা এবং স্থপতি ও ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী দ্বারা অনুমোদিত কাজের অবস্থানে থাকা মূল্য অন্তর্ভুক্ত।"** (HWH-475/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## BEFORE THE MAMLATDAR & CERTIFYING OFFICER OF PERNEM TALUKA, PERNEM GOA

**Mutation Case No. Mut / 29074 / Dhargal / 2019**

1. Delta Corp Limited, through Mr. Premanand Vasant Gawas ......Applicant

V/s

1. Jairam Balkrishna Prabhudessai and others ....... Opponents / Respondents

02 Uttam Ramchandra Prabhudessai 03 Vaishali Ramchandra Prabhudessai 04 Sarita Ramchandra Desai 05 Ghanashyam Yeshwant Prabhudessai 06 Prasad Chnadrakant Desai 07 Manasi alias Chitra Chandrakant Desai alias Manasi Rajesh Shroff 08 Yeshwant Shivram Prabhudessai 09 Aparna Shivram Desai alias Aparna Arvind Rege 10 Shubhada Rajnikant Vora 11 Manisha Chipkar alias Manisha S. Bhandarkar 12 Vijayanand Rege 13 Meena Bhandarkar 14 Pramod Gulgule 15 Charuhas Dwarkanath Gulgule 16 Sarita Gulgule alias Sarita Parab 17 Savita Gulgule alias Savita Patnekar 18 Jairam Balkrishna Prabhu Dessai 19 Balkrishna Mohan Prabhudessai 20 Ashok Vishnu Shenai 21 Deepak Vishnu Desai 22 Prakash Vishnu Desai 23 Smita Sudhakar Tendulkar 24 Shrikant Shripad Shenai Mathkar 25 Devendra Raj Dinkar Shenai 26 Milind Dinkar Shenai 27 Anand Sadanand Prabhu 28 Sunanda Sadanand Prabhu 29 Sharidini Shripad Shenai Mathkar alias Radhabai Atchut Samant 30 Shivprasad Vasant Prabhudessai 31 Samiksha Shivprasad Prabhudessai 32 Krishnaji Vasudev Bhise 33 Mirabai Mahadev Prabhudessai alias Parvatibai Mahadev Prabhudessai 34 Devika alias Durgabai Ghanashyam Prabhudessai 35 Naguesh Raghunath Prabhudessai 36 Rajendra Vasudev Deshprabhu 37 Vasudev Rajendra Deshprabhu 38 Nayantara Rajendra Desprabhu 39 Nalinibai Yeshwant Prabhudessai 40 Hirabai Dattaram Prabhudessai 41 Sunita Uday Prabhudessai 42 Lalita Jivaji Prabhudessai 43 Ladkoba Dattaram Prabhudessai 44 Vishnu Dattaram Prabhudessai 45 Raghunath Rajaram Prabhudessai 46 Pushpalata Sharad Shetye 47 Sneha Raghunandan Samant 48 Ramchandra Uttam Prabhudessai 49 Kashibai Pandurang Prabhudessai 50 Ramchandra Vishnu Dessai 51 Sudha Chandrakant Desai 52 Supriya Prasad Desai 53 Rajesh Shroff 54 Leena Yeshwant Prabhudessai 55 Arvind Rege 56 Nitin alias Shantaram V. Bhandarkar 57 Vrushali alias Manda Bhandarkar alias Vrushali Vijayanand Rege 58 Aruna Bhandarkar alias Aruna Kulkarni 59 Dwarkanath Gulgule 60 Pratiksha Gulgule 61 Meera Charuhas Gulgule 62 Gurunath Parab 63 Jayant Patnekar 64 Radhabai Mohan Prabhudessai 65 Jaiwantibai Ganpat Mathkar 66 Padmaja Ashok Shenai 67 Shobhana Deepak Shenai 68 Sarita Prakash Desai 69 Sudhakar Vasant Tendulkar 70 Vijayadevi Shrikant Shenai Mathkar 71 Shilpa Devendraraj Shenai 72 Asmita Anand Prabhu 73 Pushpadevi Madhukar Shenai Mathkar 74 Sadanand Bhagwant Prabhu 75 Sheela Vasant Prabhudessai 76 Raghunandan Vasant Samant 77 Hema Krishnaji Bhise 78 Mahadev Ghanashyam Prabhudessai 79 Ghanashyam Mahadev Prabhudessai 80 Raghunath Keshav Prabhudessai 81 Kamal Naguesh Prabhudessai 82 Aparna Rajendra Deshprabhu 83 Pavitra Vassudeo Deshprabhu 84 Raoji Tukaram Prabhudessai 85 Dattaram Yashwant Prabhudessai 86 Uday Yeshwant Prabhudessai 87 Jivaji Yeshwant Prabhudessai 88 Rukmini Ladkoba Prabhudessai 89 Pranali Ladkoba Prabhudessai 90 Geeta Vishnu Prabhudessai 91 Anjali Raghunath Prabhudessai 92 Sharad Parshuram Shetye

To, The above named Opponents / Legal Heirs / Representatives

**PUBLIC NOTICE**

Whereas the above named applicant Delta Corporation Limited, through Mr. Premanand Vasant Gawas, r/o Fisheries Jetty, Fisheries Dept Bldg, D.B. Road Panaji, Goa, have filed the application U/S 96 of Goa Land Revenue Code 1968 for mutation in property bearing survey no. 268/4, situated in Village Dhargalim, Taluka Pernem, Goa. Applicant have acquired the right over the property by virtue of Deed of Sale under registration Number PNM-BK1-00098-2018, CD Number PNMD14 on dated 19/01/2018, duly registered in the Office of the Civil Cum Sub Registrar Pernem, Goa. Applicant have filed 1. Deed of sale dated 26/07/2007, 2. Deed of Sale dated 30/08/2007, 3. Deed of Sale dated 30/10/2007,4. Deed of Sale dated 17/03/2008, 5. Deed of Sale dated 22/04/2008, 6. Deed of sale dated 17/07/2008, 7. Deed of Sale dated 01/04/2008, 8. Deed of Sale 25/03/2008, 9. Deed of Sale dated 25/03/2008, 10. Deed of Sale dated 25/03/2009,11. Deed of Sale dated 25/03/2009, 12. Deed of Sale dated 18/02/2009, 13. Deed of Sale 13/03/2009, 14. Deed of Sale dated 24/03/2009, 15. Deed of Sale dated 26/03/2009, 16. Deed of Sale dated 26/03/2009, 17. Deed of Sale dated 24/09/2008, 18. Deed of Sale dated 24/09/2008, 19. Deed of Sale dated 24/09/2008, 20. Deed of Sale dated 25/09/2008, 21. Deed of Sale dated 25/09/2008, 22. Deed of Sale dated 25/09/2008, 23. Deed of Sale dated 22/09/2008, 24. Deed of Sale dated 25/09/2008, 25. Deed of Sale dated 25/09/2008, 26. Deed of Sale dated 29/09/2008, 27. Deed of Sale dated 29/09/2008, 28. Deed of Sale dated 29/09/2008, 29. Deed of Sale dated 29/09/2008, 30. Deed of Sale dated 29/09/2008. 3 . Deed of Sale dated 10/11/2008, 32. Deed of Sale dated 10/11/2008, 33. Deed of Sale dated 22/01/2009, 34. Deed of Sale dated 22/01/2009, 35. Deed of Sale dated 19/02/2009, 36. Deed of Sale dated 19/02/2009, 37. Deed of Sale dated 19/02/2009, 38. Deed of Sale dated 19/02/2009, 39. Deed of Sale dated 19/02/2009, 40. Deed of Sale dated 26/03/2009, 41. Deed of Sale dated 26/03/2009, 42. Deed of Sale dated 26/03/2009, 43. Deed of Declaration Qualification of Heirs and Possession of Property dated 26/03/2007, 44. Deed of Declaration Qualification of Heirs and Possession of Property dated 05/10/2001, 45. Deed of Relinquishment of rights and Succession dated 27/09/2001, 46. Deed of Succession dated 09/07/1993, 47. Deed of Declaration Qualification of Heirs and Possession of Property dated 16/04/2007, 48. Deed of Declaration Qualification of Heirs and Possession of Property dated 03/05/2007, 49. Deed of Succession dated 16/07/2009, 50. Deed of Succession dated 19/02/1991, 51. Deed of Renunciation dated 24/11/1983, 52. Deed of Declaration Qualification of Heirs and Possession of Property dated 13/03/2007, 53. Deed of Declaration Qualification of Heirs dated 04/08/2012, 54. Deed of Declaration Qualification of Heirs dated 04/08/2012, 55. Deed of Declaration of Succession dated 10/01/1997, 56. Deed of Succession dated 23/06/2006, as a link documents. Therefore applicant requested to delete the name of 01. Jairam Balkrishna Prabhudessai, 02. Ravji Tukaram Prabhudessai, 03. Uttam Ramchandra Prabhudessai, 04. Rukmini Ladkoba Prabhudessai, 05. Mahadev Ghanashyam Prabhudessai, 06. Kashibai Pandurang Prabhudessai, 07. Raghunath Keshav Prabhudessai, 08. Jaivantibai Ganpat Mathkar from the occupant column of form I & XIV of above mention survey No. and vide amended application dated 11/04/2022 requested to delete the name of Ghanashyam Yeshwant Prahhudessai from above mentioned sy.no. Applicant also filed vide application dated 13.09.2023 Deed of Sale dated 24.03.2009 and Deed of Sale dated 02.01.2018

And whereas Notices in Form No. X ( under Rule 10 ) of the LRC 1968 have been issued to the interested parties by through Reg. AD post, at their last known addresses; however out of which some of the notices returned with postal remarks viz Address, Party Expired, unserved, unclaimed Reg. AD not received hence postal receipt submitted on record along with tracking report (online). It is further informed by the applicant that they do not know the exact/correct or alternate residential address of living person or the legal heirs of deceased person and therefore the applicants prayed vide letter dated 13/10/2023 alongwith affidavit dated 12/10/2023, for the substitute services of notice in Form No. X in any one local daily newspaper as required under order V Rule 20 (1A) of C.P.C.1908 as the applicant is not aware of the fresh addresses of the above opponents, their legal heirs/ legal representatives if any, wherever they are presently residing and also the whereabouts of them; the applicant sought for the substitute service.

Now therefore, notice in form No. X is hereby published in the local daily newspaper for the benefit of all the above opponents/Legal heirs/legal representatives of the deceased person or any other Interested parties besides mentioned hereinabove, in the said mutation entry in respect of Survey nos. 268/4 of Village Dhargalim in Pernem Taluka. They are further, requested to file their say if any, to the said mutation entry within fifteen days from the date of publication of this notice, failing which the suitable order under LRC shall be passed by the certifying officer.

Seal

Pernem,
Dated: 19/01/2024

Sd/- **(Anant Rajaram Malik)** Mamlatdar of Pernem Taluka, Pernem, Goa

## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

**NIT No. : S_D/S-II/XV/039/23-24**

Name of work and Location : **Repairing of damaged slab on Santoshpur Nikashi, Paharpur Nikashi and replacement of GP/CP cover etc. at different places under Br.-XV;** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,96,357.33;** Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **21 Days**; Bid submission start date (Online) : **30.01.2024 at 2 pm;** Last date and time of submission of Bid (Online) **: 08.02.2024 upto 2 pm;** The bid documents and other details will be available on and from **30.01.2024 at 2pm** in the website **https://etender.wb.nic.in** .

The **Dy. C.E. (E) (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :

**(1) NIT No. : KMC/S_D/CHAKGARIA/11/23-24 (1st Call)**

Name of work and Location : **Thorough repairing of 2 Nos. C.I. Penstock gates No. 2 & 5 with replacement of wornout components at Chakgaria Drainage Pumping Station;** Estimated Amount : ₹ **Open quotation;** Earnest Money : **2% of quoted amount**; Period of Completion : **10 Days;**

**(2) NIT No. : KMC/S_D/NONA/04/23-24 (1st Call)**

Name of work and Location : **Arrangement of SS ladder to access the intermediate floor into sump chamber with replacement of dilapidated MS sump cover at Nonadanga Drainage Pumping Station;** Estimated Amount : ₹ **1,89,732.00;** Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **14 Days;**

**(3) NIT No. : KMC/S_D/PATULI/11/23-24 (1st Call)**

Name of work and Location : **Renewing of structural support of 5 Nos. pumps along with other allied works at Baishnabghata Patuli Drainage Pumping Station;** Estimated Amount : ₹ **2,87,305.00;** Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **10 Days;** Last date and time of submission of Bid **: 15.02.2024 - 5 pm (for Sl. No. 1 to 3);** The bid forms and other details are available on and from **02.02.2024 (5 pm) (for Sl. No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 3).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen **(for Sl. No. 1 to 3).**

The **Dy. Ch. Engineer / SWM-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

**NIT No. : KMC/SWM-II/E/23-24/29**

Name of work : **New installation of BOHD Charging system at WD 86 in Br.-VIII area under SWM Deptt, KMC;** Estimated Amount : ₹ **2,35,239.10;** Earnest Money : ₹ **4,800.00;** Period of Completion : **7 Days;** Last date and time of submission of Bid : **10.02.2024 (5 pm);** The bid forms and other details are available on and from **02.02.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Bustee), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

**(1) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/VI/51/23-24/330 (1st Call)**

Name of work : **Development of modern road side Public Urinal at near 15 RSM Square in Ward No. 51 Br.- VI;** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ **4,08,942.34;** Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Period of Completion : **180 Days;**

**(2) NIT No. : KMC/EEBS/HQ/VI/60/23-24/331 (1st Call)**

Name of work : **Development of modern road side Public Urinal near Suhrawardy Avenue in Ward No. 60 Br.- VI;** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ **4,14,334.12;** Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **180 Days;** Last date and time of submission of Bid : **12.02.2024 upto 11 am (for Sl. No. 1 to 2);** Bid opening date and time for technical proposals at **15.02.2024 - 11 am (for Sl. No. 1 to 2);** The bid forms and other details are available on and from **02.02.2024 (11 am) (for Sl. No. 1 to 2)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 to 2)**

**CORRIGENDUM**

**NIT No. : KMC/WS/JOKA/55/2023-24** published in this Newspaper on **25.01.2024 (Key No. 1330/23-24)** of **W.S. (JOKA) Deptt.** the last date and time of submission of Bid will be read as **08.02.2024 at 4 pm** instead of 08.02.2024 at 5 pm, **other terms and conditions remain unchanged.**

1362/23-24

# ‘মোদির কাছে ক্ষমা চান’, আরও অস্বস্তিতে মুইজ্জু

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন মালদ্বীপের বিরোধী দলনেতা কাসিম ইব্রাহিম। ব্যক্তিগতভাবে মোদির পাশাপাশি ভারত সরকারের কাছেও ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দিলেন ইব্রাহিম। মালদ্বীপ সংসদে সংখ্যার বিচারে প্রধান বিরোধী দল এমডিপি। সম্প্রতি তারা প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর বিরুদ্ধে ইম্পিচমেন্ট প্রস্তাব আনার কথা জানিয়েছে। তার মধ্যেই মোদির কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন জুমহুরি পার্টির নেতা কাসিম ইব্রাহিম। ইব্রাহিম বলেন, কোনও দেশ সম্পর্কে, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে এমন কথা বলা উচিত নয়, যা সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিও আমাদের একটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। রাষ্ট্রপতি সোলিহ এই বাধ্যবাধকতা বিবেচনা করেছে ‘‘ইন্ডিয়া আউট প্রচার নিষিদ্ধ করতে নির্দেশ জারি করেছিলেন। এখন ইয়ামিন (সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল্লাহ ইয়ামিন) প্রশ্ন তুলছেন যে মুইজ্জু, যিনি ‘ইন্ডিয়া আউট’ ক্যাম্পেনে অংশ নিয়েছিলেন, কেন রাষ্ট্রপতির ডিক্রি বাতিল করেননি? ইব্রাহিম আরও বলেন, ‘‘ওই ডিক্রি বাতিল করা উচিত নয়। কারণ এতে শুধু জাতির ক্ষতি হবে। আমি মুইজ্জুকে বলব যে এটা করা উচিত নয় কখনই। এইসঙ্গে আমি বলব, চিন সফরের পরে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চান মুইজ্জু।উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই মালদ্বীপের পার্লামেন্টে তুমুল মতবিরোধ চলছে। ‘চিনপন্থী’ প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর আমলে যেভাবে ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে, সেই নিয়ে সরব বিরোধীরা। এহেন পরিস্থিতিতে রবিবার গুরুত্বপূর্ণ ভোটাভুটি হওয়ার কথা ছিল দ্বীপরাষ্ট্রটির সংসদে। মুইজ্জু সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা নিশ্চিত করতে এদিন ভোটের আয়োজন করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, সংসদ ভবনে গণ্ডগোল পাকায় শাসকদলের এমপিরাই। মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় সাংসদদের এই হাতাহাতির ভিডিও।

## বাউড়িয়ায় মৃতদেহ নিয়ে পথ অবরোধ

**দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৩১ জানুয়ারিঃ** পাড়ার কবরস্থানের মৃতদেহ কবরস্থ করার দাবিতে বুধবার বেলা ১২ টা নাগাদ বাউড়িয়ার পঞ্চাননতলায় রাস্তার উপর মৃতদেহ নিয়ে পথ অবরোধ করলো স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। স্থানীয়দের অভিযোগ উলুবেড়িয়া পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাউড়িয়ার হোগলাবন সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে একটি কবরস্থান। আর সেই কবরস্থানে সকলের মৃতদেহ কবরস্থ করতে দেওয়া হয় না, সকল মৃতদেহ কবরস্থ করতে দেবার দাবিতে চলে এদিনের এই পথ অবরোধ। এদিকে অবরোধকারীদের দাবী ওই কবরস্থানে কবর হোক দুই পাড়ার সকল মৃত মানুষের। এদিকে মৃতদেহ নিয়ে পথ অবরোধের খবর শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাউড়িয়া থানার পুলিশ।

## সরকারি কলেজে গাছ কাটার অভিযোগ

**দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ জানুয়ারিঃ** হাওড়ার এক সরকারি কারিগরি কলেজে এবার গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠলো। ওই কলেজ মাঠের প্রাতঃভ্রমণকারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কয়েকদিন ধরে কলেজের গেটে ঢুকে বাম দিকের বেশ কিছু গাছের গুঁড়ি ও ডাল পড়ে থাকতে দেখা গেছে। যেখানে গাছগুলি ছিল সেখানে দেখা যাচ্ছে নতুন কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। অভিযোগকারীদের দাবি, কলেজ চত্বরে বেশ কিছু পুরোনো বড় গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। কলেজ চত্বরে পড়ে রয়েছে কেটে ফেলা সেইসব গাছের অংশ। এদিকে এই অভিযোগ প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষের দাবি সরকারি দফতরের অনুমতি সাপেক্ষেই কাটা হয়েছে গাছের ডাল।

## গুসকরা শিল্পী সমন্বয়ের নাটক প্রতিযোগিতা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী

**ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, গুসকরা,৩১ জানুয়ারিঃ** গুসকরা শিল্পী সমন্বয় আয়োজিত নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তিন দিন ধরে। মোট সাতটি দল অংশগ্রহণ করে। কৃষ্ণনগর সিঞ্চন, বেলঘরিয়া রঙ্গস, চিত্তরঞ্জন অ্যান্ত্রিক, বর্ধমান মুক্ত মনন স্পীড, ব্যান্ডেল আরোহী, বগুলা সূচনা এবং আগর পাড়া কালপুরুষ। এছাড়াও আয়োজক দল দুটি নাটক মঞ্চস্থ করে। যদিও এই নাটক দুটি ছিল প্রতিযোগিতার বাইরে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব নিখিল মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন গুসকরা পৌরসভার পৌরপ্রধান কুশল মুখার্জী, সংস্থার সভাপতি ডা_শ্যামল দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ড_অপূর্ব দে এবং অসীম কর্মকার। প্রতযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে ব্যান্ডেল আরোহী। দ্বিতীয় হয় আগর পাড়া কালপুরুষ যুগ্মভাবে তৃতীয় হয় বর্ধমান মুক্ত মনন স্পীড ও বেলঘরিয়া রঙ্গস। তবে প্রতিযোগিতায় না থাকলেও সংস্থার দুটি নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে ড_অপূর্ব দের নাট্যরূপ দৃষ্টিদান এবং সঙ্গীতা চৌধুরীর মানবিক নাটকটি দর্শকদের মন জয় করে নেয়। সীমা শ্যাম, তনুজা সিনহা, অমৃতা চৌধুরী, পাপিয়া নিয়োগি (চ্যাটার্জী) , দেবাশীষ পাল, সুমিত চ্যাটার্জী, সমীরণ রায়, সুশীল মল্ল প্রত্যেকে অসাধারণ অভিনয় করেন। দৃষ্টিদান নাটকটি পরিচালনা করেন সমরেশ বসু এবং দ্বিতীয় নাটকটি রাজা গুহ। আলোয় শিশির ঘোষ এবং আবহে নীলাদ্রি নিয়োগি উচ্চ মানের কাজ করেছেন। শেষ দিন গুসকরা পৌরসভার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে যেসব ছাত্র ছাত্রীরা শতকরা নব্বই শতাংশ নম্বর পেয়েছে সংস্থার পক্ষ থেকে তাদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নাট্য গুরু ললিত কোনার,মৃত্যুঞ্জয় সরকার সহ ,মল্লিকা চোংদার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সংস্থার সম্পাদক সুব্রত শ্যাম বলেন, আমাদের বিমল মুখার্জী স্মৃতি নাট্য প্রতিযোগিতা এবছর সাতাশতম বর্ষ। প্রথম দিন আমরা গত কুড়ি বছর ধরে যে মানুষ টি বিচারককে উপস্থিত থাকতেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ও এক মিনিট নীরবতা পালন করে প্রতি যোগিতা শুরু করি। কিছু সহৃদয় ব্যক্তি আমাদের পাশে নিঃস্বার্থ ভাবে থাকেন বলে আমরা এই প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেতে পারছি।

## ‘একশো দিনের কাজ নিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপি নোংরা রাজনীতি করছে’

**প্রকাশ মন্ডল, বনগাঁ, ৩১ জানুয়ারিঃ** একশো দিনের কাজ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি নোংরা রাজনীতি করছে। এর ফলে সাধারণ মেহনতী মানুষ বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। তাই আগামী সাধারণ নির্বাচনে এদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। আজ উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয় ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট আকাইপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে এক রক্ত অর্পণ শিবিরে এই আহ্বান করেন দলের চেয়ারম্যান ও বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, যদি মনরেগা প্রকল্পে দুর্নীতি হয়ে থাকে, তাহলে দুর্নীতিবাজদের জেলের মধ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বকেয়া টাকা আটকে রাখছে, যেটা আইনবিরুদ্ধ কাজ। অন্যদিকে, তৃণমূল সরকার টাকা আদায়ের জন্য উচ্চ আদালতে যেতে পারে, কিন্তু যাচ্ছে না। নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, আসলে বিজেপির প্রশ্রয়েই তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতি করার সাহস পাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, সিএএ কে ব্যবহার করে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস উভয়েই নির্বাচনী ফায়দা লুটছে। তিনি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশের সংবিধান জানতে হবে। সেখানে মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে যেটা লেখা আছে, সেগুলি পড়লে এই রাজনীতিকদের কারবারীদের পাতা ফাঁদে আর পড়তে হবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলছে বলে আইএসএফ কে কখনো বিজেপির দালাল আবার মুসলমানের দল বলে কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা হয়। কিন্তু এটা জেনে রাখা দরকার যে আইএসএফ সমাজ পরিবর্তনের রাজনীতি করতে ময়দানে নেমেছে।

## উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ৪০টি ট্রেনের আইসিএফ রেককে লিংকে হফম্যান বুশ কোচে রূপান্তর

**মালিগাঁও, ৩১ জানুয়ারিঃ** ট্রেন যাত্রা আরও নিরাপদ ও সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সময়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) পক্ষ থেকে ট্রেনে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য প্রযুক্তিগত ভাবে আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ের প্রচেষ্টা হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের আইসিএফ কোচগুলিকে লিংকে হফম্যান বুশ (এলএইচবি) কোচে রূপান্তর করার কাজ চালাচ্ছে। এনএফআর নিজেদের রুটে চলাচল করা ট্রেনগুলিতে ফায়ার ও স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম (এফএসডিএস), ফায়ার ডিটেকশন ও সাপ্রেশন সিস্টেম (এফডিএসএস)-এর পাশাপাশি অ্যাসপিরেশন টাইপ স্মোক ডিটেক্টর্স এবং অ্যারোসল ভিত্তিক ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেমের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছে। ২০২৩-২৪ সালে, গুরুত্বপূর্ণ রুটে চলাচলকারী ৯টি দূরপাল্লার ট্রেনের বিদ্যমান প্রচলিত কোচগুলিকে এলএইচ বি রেকের দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে মোট ৪০টি ট্রেনকে আধুনিক এলএইচবি রেকে রূপান্তর করা হয়েছে। এলএইচবি রেকগুলি আধুনিক হাইড্রলিক শকঅ্যাবসর্বার এবং উন্নত মানের সাসপেনশন সিস্টেমে সজ্জিত করা হয়েছে, যা প্রচলিত রেকগুলির তুলনায় যাত্রীদের আরামদায়ক যাত্রার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এল এইচবি কোচগুলি সংঘর্ষ প্রতিরোধী প্রযুক্তি দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। যা দুর্ঘটনার সময় প্রাণহানী কম হয়। উচ্চগতির সময় দক্ষব্রেকিং ব্যবস্থার জন্য প্রত্যেকটি কোচে রয়েছে একটি ‘‘অ্যাডভান্সডনিউমেটিক ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম। এছাড়াও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সম্প্রতি এফএসডিএস এবং এফডিএসএস ফিট করা ৮২৫টি এলএইচবি এসি কোচ, ১৪৭টি পাওয়ার কার এবং ৬৮টি প্যান্ট্রি কার পরিবেবায় নিয়োজিত করেছে। এর পাশাপাশি বর্তমান অর্থবর্ষে ২৫৮টি এসি কোচের শৌচালয়ে অ্যাসপিরেশন টাইপ স্মোক ডিটেক্টর্স স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে ৩০টি এসি কোচ অ্যারোসল ভিত্তিক ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম সংস্থাপন করা হয়েছে। ট্রেনে আগুন শনাক্তকরণ ব্যবস্থার ফলে অনাকাঙ্খিত অগ্নিকাণ্ডের সম্মুখীন হওয়া ট্রেনের যে কোনও কোচের অবস্থান নির্ণয়ের সাহায্য হয় এবং এর প্রতিরোধের জন্য অ্যালার্ম বাজাতেও সাহায্য করে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শনাক্তকরণের পূর্বাভাস এবং নির্ভরযোগ্য সতর্কবাণী আতঙ্ক ও আঘাত প্রতিরোধ করতে পারে, যার ফলে ট্রেন পরিষেবায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি কম হয়। রেলের সুরক্ষার উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর উন্নয়ন করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানো হয়। সম্পদ রক্ষণা বেক্ষণ, সুরক্ষা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগত ত্রুটির দুর্বলস্থান গুলি চিহ্নিতকরণে এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায় প্রদান করতে রেলের পরিকাঠামোর নিয়মিত বিরতিতে সুরক্ষা অডিট পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি, কর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তার সচেতনতা নির্দেশ করতে এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সহ সুরক্ষার দিকগুলি সুচল রাখতে পর্যায় ক্রমিক ভাবে সুরক্ষা অভিযান চালানো হয়।

## শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা ও স্বচ্ছতা আনার পাশাপাশি শুল্ক ব্যবস্থাকেও সহজ করবে কাস্টমস ডিউটির এই সরলীকরণ ঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

### মোবাইল ফোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ওপর কাস্টমস ডিউটি ১৫ থেকে কমিয়ে ১০ করা হলো

**কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ** কেন্দ্রীয় সরকার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তিনটি ক্ষেত্রে কাস্টমস ডিউটির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মোবাইল ফোন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যা তালিকাভুক্ত তার ওপর কাস্টমস ডিউটি ১৫ থেকে কমিয়ে ১০ করা হলো। মোবাইল ফোন উৎপাদনের জন্য এই সব দ্রব্যাদি যা এতদিন তালিকাভুক্ত ছিল এবং যার ওপর ১৫ কাস্টমস ডিউটি ধার্য ছিল তা এখন থেকে ১০ কাস্টমস ডিউটির আওতায় এলো। ব্যাটারী কভার, ফ্রন্ট কভার, মিডল কভার, মেইন লেন্স, ব্যাক কভার, জি এস এম এন্টেনা, পি ইউ কেস, সিলিং গাসকেট, সিম সকেট, স্ক্রীউ, প্লাষ্টিক ও ধাতুর তৈরি অন্য যান্ত্রিক দ্রব্যাদি এই তালিকাভুক্ত হয়েছে।

**যে সব ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন হয়েছে।**

১. বিজ্ঞপ্তির মাধমে তিনটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

২. মোবাইল ফোন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যা তালিকাভুক্ত তার উপর কাস্টমস ডিউটি ১৫ থেকে কমিয়ে ১০ করা হলো।

৩. মোবাইল ফোন উৎপাদনের জন্য এই সব দ্রব্যাদি যা এতদিন তালিকাভুক্ত ছিল এবং ১৫ কাস্টমস ডিউটি ধার্য ছিল তা এখন থেকে ১০ কাস্টমস ডিউটির আওতায় এলো।

ব্যাটারী কভার, ফ্রন্ট কভার, মিডল কভার, মেইন লেন্স, ব্যাক কভার, জি এস এম এন্টেনা, পি ইউ কেস, সিলিং গাসকেট, সিম সকেট, স্ক্রীউ, প্লাষ্টিক ও ধাতুর তৈরি অন্য যান্ত্রিক দ্রব্যাদি। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর কাস্টমস ডিউটি কমিয়ে শূন্য করা হলো। মোবাইল শিল্পমহল এই শিল্পের জন্য কাস্টমস ডিউটি কমানোর সরকারি এই সিদ্ধান্তকে বিপুলভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। রপ্তানিমুখী বিকাশের লক্ষ্যে এই সংশোধনী একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পরিবর্তন। যা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভারতের মোবাইল ফোন উৎপাদন শিল্পের পক্ষে এক বড় জয়। আই সি ই এ - এর চেয়ারম্যান পঙ্কজ মাহিন্দ্রু বলেছেন, ভারতে মোবাইল উৎপাদন শিল্পকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করার ক্ষেত্রে সরকারের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত উদ্যোগ যাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। ভারতকে বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশ উৎপাদন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটি হাবে পরিণত করার ক্ষেত্রে এই কম শুল্কের জমানা গুরুত্বপূর্ণ হবে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর, অর্থমন্ত্রক ও ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রককে মোবাইল ফোন শিল্পমহল এর জন্য আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছে। মোবাইল ফোন যন্ত্রাংশ এবং ডাই -কাট দ্রব্যের ওপর কাস্টমস ডিউটি কমিয়ে ১০ করা এবং অন্য কিছু কাঁচামালের ওপর এই শুল্ক কমিয়ে শূন্য শতাংশ করা সরকারি নীতিতে এক বিরাট পরিবর্তনকে সূচিত করছে যা রপ্তানিমুখী বিকাশ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আবহকে নিশ্চিত করবে।


**Name Change**
I, SUBIR BISWAS, RESIDENT OF BANSHBERIA,PO-ASANNAGAR,PS-BHIMPUR,NADIA,PIN-741161,WEST BENGAL,INDIA, HEREBY INFORM THAT THERE HAS BEEN AN ERROR IN MY VOTER ID CARD REGARDING THE NAME OF MY DECEASED FATHER NAME WAS - SRISHTIDHAR BISWAS. HIS CORRECT NAME IS SHRISTIDHAR BISWAS. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN ASSHRISTIDHAR BISWAS. VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLICKOLKATA ON DATE 31/01/2024 SHRISTIDHAR BISWAS & SRISHTIDHAR BISWAS BOTH ARE SAME PERSON.

**Name Change**
I, (Old Name) BIJAY BISWAS S/o- SUBAL BISWAS, Residing at Vill- Kagjipara, Post- Tarakganj, Ps - Murutia, Dist- Nadia, Pin- 741165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BIJAY BISWAS To BIJOY BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BIJOY BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, BIJOY BISWAS and BIJAY BISWAS both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) MDSAMSUL HUDA S/o- ANARUL MANDAL, Residing at Vill- Ramna skpara, Post- Lakshminathpur, Ps - Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742303, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MDSAMSUL HUDA To SAMSUL HUDA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAMSUL HUDA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, SAMSUL HUDA and MDSAMSUL HUDA both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) MURTUJ ALI S/o- AFAJUDDIN MANDAL, Residing at Vill- Ramna skpara, Post- Lakshminathpur, Ps - Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742303, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MURTUJ ALI To MURTUJA MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MURTUJA MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, MURTUJA MONDAL and MURTUJ ALI both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) JULEKHA KHATUN W/o- SAMSUL HUDA, Residing at Vill- Ramna skpara, Post- Lakshminathpur, Ps - Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742303, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JULEKHA KHATUN To MST JULEKHA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MST JULEKHA KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, MST JULEKHA KHATUN and JULEKHA KHATUN both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) SATHI GHOSH D/o- SUSHIL GHOSH & W/o - SEKH SOHEDUL, Residing at Vill- Kanchantola, Post- Purba saidpur, Ps - Manikchak, Dist- Malda, Pin- 732202, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SATHI GHOSH To SATHI PARVIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SATHI PARVIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, SATHI PARVIN and SATHI GHOSH both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) NOOR ISLAM SHAH S/o- LATE MANIRUDDIN SHAH, Residing at Vill- Tentulmura, Post- Nalagola, Ps - Bamangola, Dist- Malda, Pin- 733124, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NOOR ISLAM SHAH To NUR ISLAM SHAH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NUR ISLAM SHAH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, NUR ISLAM SHAH and NOOR ISLAM SHAH both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) JEWEL S/o- RAHAMAN SEKH, Residing at Vill- Chatra, Post- Gokarna, Ps - Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JEWEL To JEWEL SHAIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JEWEL SHAIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, JEWEL SHAIKH and JEWEL both are Same and one identical person.

**Name Change**
I BHRAMARI BANERJEE, DAUGHTER OF SRI KALYAN KUMAR BANERJEE, RESIDING AT 19 KAMAR PARA LANE(SWAMI SATYANANDA SARANI),PO&PS-BARANAGAR, KOLKATA - 700036,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHRAMARI BANERJI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 22/12/2023.THAT BHRAMARI BANERJEE AND BHRAMARI BANERJI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I AMITAV DHALI, S/O ASHIM DHALI, R/O SHRIMANTAPUR, SUKLADURGAPUR GOPALNAGAR, PO SULKADURGAPUR, PS GOPALNAGAR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMITAVA DHALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT AMITAV DHALI AND AMITAVA DHALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I PRABALDWIP BAKSHI, S/O BIJU BAKSHI, R/O P-113, REGENT ESTATE, 176/14/113, RAIPUR ROAD, PS JADAVPUR, KOLKATA -700092, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PROBALDWIP BAKSHI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT PRABALDWIP BAKSHI AND PROBALDWIP BAKSHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I SUMATHI, W/O SENTHIL KUMAR, D/O NAGARAJAN KANNUSAMY, R/O 17 TOWER 3, 375 PRINCE ANWAR SHAH ROAD, KOLKATA -700068, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMATHI NAGARAJAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT SUMATHI AND SUMATHI NAGARAJAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I SAHAANA , D/O SENTHIL KUMAR, R/O 17 TOWER 3, 375 PRINCE ANWAR SHAH ROAD, KOLKATA - 700068, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHAANA SENTHIL KUMAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT SAHAANA AND SAHAANA SENTHIL KUMAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I SENTHIL KUMAR VIJAY KUMAR, S/O VIJAYA KUMARAN, R/O 17 TOWER 3, 375 PRINCE ANWAR SHAH ROAD, KOLKATA -700068, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SENTHIL KUMAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT SENTHIL KUMAR VIJAY KUMAR AND SENTHIL KUMAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I DEBARATI GUPTA, W/O DEBJIT GUPTA, R/O BL-15, FL-1B, SUNNY SEASON , SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBARATI BOSE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT DEBARATI GUPTA AND DEBARATI BOSE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I, (Old Name) NAJIR SK S/o- FAKIR SK, Residing at Vill- Nowpara, Post- Nowpara Shimulia, Ps - Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NAJIR SK To NACHHIR SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NACHHIR SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, NACHHIR SK and NAJIR SK both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) BABAR ALI S/o- AJIMADDIN SEKH, Residing at Vill- Nagrajole, Post- Nagrajole, Ps - Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BABAR ALI To BABAR ALI SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BABAR ALI SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, BABAR ALI SEKH and BABAR ALI both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) SADSAMIM SK S/o- ABU SUFIAN, Residing at Vill- Bilbari, Post- Bhattabati, Ps - Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742149, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SADSAMIM SK To SADSAMIN SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SADSAMIN SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, SADSAMIN SK and SADSAMIM SK both are Same and one identical person.

**নাম পরিবর্তন**
আমি Pandey Sumit Sudarshan (পুরাতন নাম) পিতা Sudarshan Pandey ঠিকানা ১০৭ / এ, Dr Lal Mohan Bhattacharjee Road, P.O. & P.S.-Entally, Kolkata-৭০০০১৪ কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated ৩১-০১-২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sumit Pandey (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sumit Pandey (নতুন নাম), Pandey Sumit Sudarshan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**
I MD AINUL HAK, S/O ABDUL KARIM, R/O DAKSHIN PARA EAST BERABERI RAJARHAT GOPALPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AINUL HAQUE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT MD AINUL HAK AND AINUL HAQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I, (Old Name) HANIF MONOAL S/o- HAKIM MANDAL, Residing at Vill- Garaimari, Post- Garaimari, Ps - Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742303, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HANIF MONOAL To HANIF MANDLA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HANIF MANDLA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, HANIF MANDLA and HANIF MONOAL both are Same and one identical person.

**Name Change**
I DHIRENDRA NATH BISWAS, S/O BHABADEB BISWAS, R/O VILL KUTHI PARA, PO GAZNA, PS HANSKHALI, RANAGHAT, PIN-741507, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DHIREN BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT DHIRENDRA NATH BISWAS AND DHIREN BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I KALYAN KUMAR BANERJI, S/O SAROJ KUMAR BANERJEE, R/O 19, KAMAR PARA LANE, ( SWAMI SATYANANDA SARANI), BARANAGAR, PS BARANAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700036, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KALYAN KUMAR BANERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT KALYAN KUMAR BANERJI AND KALYAN KUMAR BANERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I,VISHNU AGARWAL,SON OF SHYAMAL AGARWAL, RESIDING AT P-163 4TH FLOOR BLOCK-B, P.S LAKE TOWN,BIDHANNAGAR, 700089,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VISHNU KUMAR AGARWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024.THAT VISHNU AGARWAL AND VISHNU KUMAR AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I MAYA SHAW,WIFE OF PRADIP SHAW, RESIDING AT FLAT 201,BLOCK C 1,59 KALI CHARAN GHOSH ROAD,BINAYAK ENCLAVE,PO-SINTHEE, NORTH24PARGANAS - 700050,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAYA KUMARI SHAW VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024.THAT MAYA SHAW AND MAYA KUMARI SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I, Gour Saha (old name) S/O Late Nanda Lal Saha, residing at DB-9, Salt Lake City, Sector-I, Bidhannagar C C Block, Kolkata- 700064, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Gour Hari Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/01/2024. Gour Hari Saha (new name) and Gour Saha (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I, Seikh Tahibur Rahaman (old name) S/O Sk Abdur Rasid, residing at Paschim Nekra, Panskura, East Mednipur, Pin-721139, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Tahibur Rahaman (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/01/2024. Sk Tahibur Rahaman (new name) and Seikh Tahibur Rahaman (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I, Sultana Begum (old name) W/O Abdul Rasid, residing at Paschim Nekra, Panskura, East Mednipur, Pin-721139, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nurjahan Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/01/2024. Nurjahan Bibi (new name) and Sultana Begum (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I, Pias Sarkar Bandyopadhyay (old name) W/O Sandip Sarkar, residing at 22/1C, Kali Temple Road, Kalighat, Kolkata- 700026, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Pias Bandyopadhyay (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/01/2024. Pias Bandyopadhyay (new name) and Pias Sarkar Bandyopadhyay (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I SIBSANKAR RAY,SON OF KASHINATH RAY, RESIDING AT 35 SWAMI VIVEKANANDA ROAD,JADAVPUR, KOLKATA - 700032,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHIBSANKAR ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024.THAT SIBSANKAR RAY AND SHIBSANKAR ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I, TOZKURO BIBI(old name) resident of Vill-Jujharupara, PO-Pamaipur, PS-Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742304 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name JADU BIBI instead of TOZKURO BIBI and my husband's actual name AKALI SK instead of AKOLI SK which is wrongly noted in my son's birth certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Sub-Divisional Executive Magistrate 1st Class Berhampore, Murshidabad on 28/12/2023. AKALI SK, AKOLI SK is the same and one identical person and TOZKURO BIBI and JADU BIBI both are same and one identical person.

**Name Change**
I SABIR ALI OSTAGAR, S/O ENAYAT ALI, R/O EAST BERABERI RAJARHAT GOPALPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABIR ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT SABIR ALI OSTAGAR AND SABIR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I ENAYET ALI OSTAGAR, S/O BAHAR ALI, R/O EAST BERABERI RAJARHAT GOPALPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ENAYAT ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT ENAYET ALI OSTAGAR AND ENAYAT ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I MD RAFIK MOLLA,SON OF ABDUL HADI MOLLA, RESIDING AT VILL-CHAKDHIR MOLLA PARA,PO-DAKSHIN GOURIPUR,PS-BISHNUPUR, SOUTH24PARGANAS - 743503,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAFIK MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024.THAT MD RAFIK MOLLA AND RAFIK MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I SUKLA CHAKRABORTY, W/O DHIREN CHAKRABORTY, R/O 693,PURBA SINTHEE ROAD,MADHUGARH,SOUTH DUM DUM,BARRACKPORE -700030, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHUKLA CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT SUKLA CHAKRABORTY AND SHUKLA CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I,RAHUL SONI,SON OF NIRMAL BHIWANIWALA, RESIDING AT 1,HANSPUKUR 2ND LANE,BARABAZAR, PO&PS-POSTA, KOLKATA-700007,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAHUL BHIWANIWALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024.THAT RAHUL SONI AND RAHUL BHIWANIWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I MOHAMMAD JAHANGIR KHAN,SON MOHAMMED AMEEN KHAN, RESIDING AT 3/H/9 GORA CHAND ROAD,BENIAPUKUR,KOLKATA-700014,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD JAHANGIR KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT MOHAMMAD JAHANGIR KHAN AND MD JAHANGIR KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I GURU PROSAD DAS, S/O LATE BIJOY DAS, R/O 1762/14, KALYANGARH, PO HARIPUR, PS ASHOK NAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743223, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GURUPRASAD DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT GURUPRASAD DAS AND GURU PROSAD DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I MASIRA KHATUN, D/O LATE AKBAR ALI, R/O VILL BALIHATTA, PO & PS PANDUA, HOOGHLY RURAL, PIN-712149, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NASIRA BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT NASIRA BEGUM AND MASIRA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I SUKLA MALLICK, W/O RUPABRATA MUKHERJEE, R/O T3, 49 N S ROAD, NEAR RAMKRISHNA PATHAGARH, PS NEW BARRACKPORE, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700131, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUKLA MUKHERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2024, THAT SUKLA MUKHERJEE AND SUKLA MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I, ArmanSekh S/o Abdul Aziz SekhR/o Vill.-Kantapukur, P.O.- Kantapukur, P.S.- Bagnan, Howrah-711303, W.B., India shall henceforth be known as SkArman. I declare that SkArmanand ArmanSekhis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 31-01-2024.

**Name Change**
I, AshokeDebnath S/o BeniMadhab-DebnathR/o Dwarir Road, P.O.- DakshinJagatdal, P.S.- Sonarpur, Dist.- Baruipur, Pin-700151 shall henceforth be known as Ashok Debnath. I declare that Ashok Debnathand AshokeDebnathis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 31-01-2024.

**Name Change**
I, Soma Das SilW/o Somenath DasR/o Surer Pukur Kumar Para Lane, P.O. + P.S.-Chandannagar, Dist.- Hooghly, Pin-712136 shall henceforth be known as Soma Sil. I declare that Soma Siland Soma Das Sil is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 31-01-2024.

# অমর্ত্য সেনের উচ্ছেদ নোটিশ খারিজ করল সিউড়ি আদালত

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৩১ জানুয়ারি ঃ জমি বিবাদ মামলায় জয়লাভ করলেন নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন।

সিউড়ি জেলা আদালত পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে 'প্রতীচী' থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। আদালতের রায়ে খুশি শান্তিনিকেতনের মানুষ। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অতিরিক্ত ১৩ ডেসিবেল জমি দখল করে রেখেছেন বলে অভিযোগ তোলে বিশ্বভারতী। এই মর্মে তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছিলেন। এমনকি অমর্ত্য সেনকে 'জমি হরফকারী' বলেও কটাক্ষ করেন। এনিয়ে বিশ্ব জুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অমর্ত্য সেনের পক্ষ নেন। তিনি তাঁর বাড়িতে গিয়ে জমির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অমর্ত্য সেনের বাড়িতে গিয়ে হাতে তুলে দেন। বিশ্বভারতীর নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে গত বছরের ২৭ এপ্রিল সিউড়ি আদালতে যান অমর্ত্য সেন। তিনি পরিস্কার জানান প্রয়াত পিতা আশুতোষ সেনের উইল অনুযায়ী ওই জমি তাঁর। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি সংক্রান্ত পর্যাপ্ত নথি আদালতে জমা দিতে পারেনি বিশ্বভারতী। তাই এদিন আদালত পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছে অমর্ত্য সেনকে উচ্ছেদ করা যাবে না। আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন, উপাচার্য ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আদালতে প্রয়োজনীয় কাগজ জমা দিতে পারেননি। তাই আদালত সেই নোটিশ খারিজ করে দিয়েছেন। অমর্ত্য সেনের পক্ষে গীতিকন্ঠ মজুমদার বলেন, বিশ্বভারতী ১৩ ডেসিমেল জায়গার যে উচ্ছেদ নোটিশ জারি করেছিল সেটা সঠিক পদ্ধতি মেনে হয়নি বলে আদালত জানিয়েছে। ফলে সেই নোটিশ খারিজ করে দিয়েছে। বিষয়টি আমি অমর্ত্য সেনকে ম্যাসেজ করে জানিয়েছি। তিনি এই মুহূর্তে বোস্টনে আছেন। এই মুহূর্তে সেখানে ভোররাত। ফলে এখনও তিনি ম্যাসেজ দেখেননি। তবে আদালতের রায়ে আমরা খুশি।

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIT No.-04/Sub/II of 2023-24 for 02(Two) No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- 07.02.2024. Last date of receiving tender paper- 09.02.2024.

**Sd/- A. De**
**Assistant Engineer (PWD)**
**Hooghly Construction Sub Division No-II**
**Arambagh, Hooghly**

**Executive Officer**
**Chanditala-I Panchayat Samity**
**MASHAT, HOOGHLY**

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: 26-PS/2023-24 dt: 24/01/2024, E- Tender ID: 2024_ZPHD_653703_1 to 2024_ZPHD_653703_3. NIT No: 27-PS/ 2023- 24 dt: 25/01/2024. E-Tender ID: 2024_ZPHD_654651_1. NIT No. 12-BDO/ CH-I/23- 24 dt: 19/01/2024. E-Tender ID: 2024_ZPHD_650712_1. NIT No: 13-BDO/ CH-I/23- 24 dt: 24/01/2024. E-Tender ID: 2024_ZPHD_654536_1, 2024_ZPHD_654536_4 to 2024_ZPHD_654536_6. For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. Visit: https://wbtenders.gov.in

**Sd/- Executive Officer**
**Chanditala-I Panchayat Samity**

লি এণ্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড
রেজি অফিসঃ
১৪ বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ই-মেল আইডি ঃ info@lnsel.com
ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com
ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩- ৪০৬৫০৩৭৮

**নোটিশ**

নোটিশ এতদ্বারা যে অনুসরণ করা হয় রেগুলেশন ২৯ এবং ৩৩ এর সাথে পড়ুন SEBI-এর রেগুলেশন ৪৭ (তালিকা বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশ প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫, যে পরিচালনা পর্ষদের সভা কোম্পানি শনিবার অনুষ্ঠিত হবে, ফেব্রুয়ারী ১০, ২০২৪ অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ড গ্রহণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একত্রিত) জন্য কোম্পানির ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩।

বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক ফলাফলের একটি অনুলিপি এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট এন্ড www.lnsel.com এবং এছাড়াও স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com।

লি এণ্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /- প্রীতিকা গুপ্ত
(কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ১.২.২০২৪

**আইপি আধারিত সিসিটিভি ইনস্টলেশনের ব্যবস্থা করা**

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-৩৯-এলএমজি-২০২৩-২৪ তারিখঃ ২৯-০১-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ লামডিং মণ্ডলের ডিআরএম (পি) র আধিকারিকদের চেম্বার সহিত পার্সনেল শাখার পরিসরে আইপি আধারিত সিসিটিভি ইনস্টলেশনের ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ৯,৬৯,৬৫৩.০১ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমা ১৯,৪০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ২০-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২০-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**BEFORE THE MAMLATDAR & CERTIFYING OFFICER OF PERNEM TALUKA, PERNEM GOA**

**Mutation Case No. Mut / 29072 / Dhargal / 2019**

1. Delta Corp Limited, through Mr. Premanand Vasant Gawas ......Applicant

V/s

1. Jairam Balkrishna Prabhu Dessai and oths ....... Opponents / Respondents

02 Uttam Ramchandra Prabhudessai 03 Vaishali Ramchandra Prabhudessai 04 Sarita Ramchandra Desai 05 Ghanashyam Yeshwant Prabhudessai 06 Prasad Chnadrakant Desai 07 Manasi alias Chitra Chandrakant Desai alias Manasi Rajesh Shroff 08 Yeshwant Shivram Prabhudessai 09 Aparna Shivram Desai alias Aparna Arvind Rege 10 Shubhada Rajnikant Vora 11 Manisha Chipkar alias Manisha S. Bhandarkar 12 Vijayanand Rege 13 Meena Bhandarkar 14 Pramod Gulgule 15 Charuhas Dwarkanath Gulgule 16 Sarita Gulgule alias Sarita Parab 17 Savita Gulgule alias Savita Patnekar 18 Jairam Balkrishna Prabhu Dessai 19 Balkrishna Mohan Prabhudessai 20 Ashok Vishnu Dessai 21 Deepak Vishnu Dessai 22 Prakash Vishnu Dessai 23 Smita Sudhakar Tendulkar 24 Shrikant Shripad Shenai Mathkar 25 Devendra Raj Dinkar Shenai 26 Milind Dinkar Shenai 27 Anand Sadanand Prabhu 28 Sunanda Sadanand Prabhu 29 Shandini Shripad Shenai Mathkar alias Radhabai Atchut Samant 30 Shivprasad Vasant Prabhudessai 31 Samiksha Shivprasad Prabhudessai 32 Krishnaji Vasudev Bhise 33 Mirabai Mahadev Prabhudessai alias Parvatibai Mahadev Prabhudessai 34 Devika alias Durgabai Ghanashyam Prabhudessai 35 Naguesh Raghunath Prabhudessai 36 Rajendra Vasudev Deshprabhu 37 Vasudev Rajendra Deshprabhu 38 Nayantara Rajendra Deshprabhu 39 Nalinibai Yeshwant Prabhudessai 40 Hirabai Dattaram Prabhudessai 41 Sunita Uday Prabhudessai 42 Lalita Jivaji Prabhudessai 43 Ladkoba Dattaram Prabhudessai 44 Vishnu Dattaram Prabhudessai 45 Raghunath Dattaram Prabhudessai 46 Pushpalata Sharad Shetye 47 Sneha Raghunandan Samant 48 Ramchandra Uttam Prabhudessai 49 Kashibai Pandurang Prabhudessai 50 Ramchandra Vishnu Dessai 51 Sudha Chandrakant Dessai 52 Supriya Prasad Desai 53 Rajesh Shroff 54 Leena Yeshwant Prabhudessai 55 Arvind Rege 56 Nitin alias Shantaram V. Bhandarkar 57 Vrushali alias Manda Bhandarkar alias Vrushali Vijayanand Rege 58 Aruna Bhandarkar alias Aruna Kulkarni 59 Dwarkanath Gulgule 60 Pratiksha Gulgule 61 Meera Charuhas Gulgule 62 Gurunath Parab 63 Jayant Patnekar 64 Radhabai Mohan Prabhudessai 65 Jaiwantibai Ganpat Mathkar 66 Padmaja Ashok Shenai 67 Shobhana Deepak Shenai 68 Sarita Prakash Desai 69 Sudhakar Vasant Tendulkar 70 Vijayadevi Shrikant Shenai Mathkar 71 Shilpa Devendraraj Shenai 72 Asmita Anand Prabhu 73 Pushpadevi Madhukar Shenai Mathkar 74 Sadanand Bhagwant Prabhu 75 Sheela Vasant Prabhudessai 76 Raghunandan Vasant Samant 77 Hema Krishnaji Bhise 78 Mahadev Ghanashyam Prabhudessai 79 Ghanashyam Mahadev Prabhudessai 80 Raghunath Keshav Prabhudessai 81 Kamal Naguesh Prabhudessai 82 Aparna Rajendra Deshprabhu 83 Pavitra Vasudeo Deshprabhu 84 Raoji Tukaram Prabhudessai 85 Dattaram Yashwant Prabhudessai 86 Uday Yeshwant Prabhudessai 87 Jivaji Yeshwant Prabhudessai 88 Rukmini Ladkoba Prabhudessai 89 Pranali Ladkoba Prabhudessai 90 Geeta Vishnu Prabhudessai 91 Anjali Raghunath Prabhudessai 92 Sharad Parshuram Shetye

To, The above named Opponents / Legal Heirs / Representatives

**PUBLIC NOTICE**

Whereas the above named applicant Delta Corporation Limited, through Mr. Premanand Vasant Gawas, r/o Fisheries Jetty, Fisheries Dept Bldg, D.B. Road Panaji Goa, have filed the application U/S 96 of Goa Land Revenue Code 1968 for mutation in property bearing survey no. 268/2, situated in Village Dhargalim, Taluka Pernem, Goa. Applicant have acquired the right over the property by virtue of Deed of Sale under registration Number PNM-BK1-00098-2018, CD Number PNMD14 on dated 19/01/2018, duly registered in the Office of the Civil Cum Sub Registrar Pernem Goa. Applicant have filed 1. Deed of sale dated 20/07/2007, 2. Deed of Sale dated 30/08/2007, 3. Deed of Sale dated 30/10/2007, 4. Deed of Sale dated 17/03/2008, 5. Deed of Sale dated 22/04/2008, 6. Deed of sale dated 17/07/2008, 7. Deed of Sale dated 01/04/2008, 8. Deed of Sale 25/03/2008, 9. Deed of Sale dated 25/03/2008, 10. Deed of Sale dated 25/03/2009, 11. Deed of Sale dated 25/03/2009, 12. Deed of Sale dated 18/02/2009, 13. Deed of Sale 13/03/2009, 14. Deed of Sale dated 24/03/2009, 15. Deed of Sale dated 26/03/2009, 16. Deed of Sale dated 26/03/2009, 17. Deed of Sale dated 24/09/2008, 18. Deed of Sale dated 24/09/2008, 19. Deed of Sale dated 24/09/2008, 20. Deed of Sale dated 25/09/2008, 21. Deed of Sale dated 25/09/2008, 22. Deed of Sale dated 25/09/2008, 23. Deed of Sale dated 22/09/2008, 24. Deed of Sale dated 25/09/2008, 25. Deed of Sale dated 29/09/2008, 26. Deed of Sale dated 29/09/2008, 27. Deed of Sale dated 29/09/2008, 28. Deed of Sale dated 29/09/2008, 29. Deed of Sale dated 29/09/2008, 30. Deed of Sale dated 29/09/2008, 31. Deed of Sale dated 10/11/2008, 32. Deed of Sale dated 10/11/2008, 33. Deed of Sale dated 22/01/2009, 34. Deed of Sale dated 22/01/2009, 35. Deed of Sale dated 19/02/2009, 36. Deed of Sale dated 19/02/2009, 37. Deed of Sale dated 19/02/2009, 38. Deed of Sale dated 19/02/2009, 39. Deed of Sale dated 19/02/2009, 40. Deed of Sale dated 26/03/2009, 41. Deed of Sale dated 26/03/2009, 42. Deed of Sale dated 26/03/2009, 43. Deed of Declaration Qualification of Heirs and Possession of Property dated 05/10/2001, 44. Deed of Declaration Qualification of Heirs and Possession of Property dated 05/10/2001, 45. Deed of Relinquishment of Rights and Succession dated 27/09/2001, 46. Deed of Succession dated 09/07/1993, 47. Deed of Declaration Qualification of Heirs and Possession of Property dated 16/04/2007, 48. Deed of Declaration Qualification of Heirs and Possession of Property dated 03/05/2007, 49. Deed of Succession dated 16/07/2009, 50. Deed of Succession dated 19/02/1991, 51. Deed of Renunciation dated 11/03/1983, 52. Deed of Declaration Qualification of Heirs and Possession of Property dated 13/03/2007, 53. Deed of Declaration Qualification of Heirs dated 04/08/2012, 54. Deed of Declaration Qualification of Heirs dated 04/08/2012, 55. Deed of Succession dated 10/01/1997, 56. Deed of Succession dated 23/06/2006, as a link documents. Therefore applicant requested to delete the name of 01. Jairam Balkrishna Prabhudessai, 02. Ravji Tukaram Prabhudessai, 03. Uttam Ramchandra Prabhudessai, 04. Rukmini Ladkoba Prabhudessai, 05. Mahadev Ghanashyam Prabhudessai, 06. Kashibai Pandurang Prabhudessai, 07. Raghunath Keshav Prabhudessai, 08. Jaivantibai Ganpat Mathkar, 09. Rajendra Vasudev Deshprabhu, from the occupant column of form I & XIV of above mention survey No. and vide amended application dated 11/04/2022 requested to delete the name of Ghanashyam Yeshwant Prabhudessai from above mentioned sy. no.

And whereas Notices in Form No. X (under Rule 10) of the LRC 1968 have been issued to the interested parties by through Reg. AD post, at their last known addresses; however out of which some of the notices returned with postal remarks viz Address, Party Expired, unserved, unclaimed Reg. AD not received hence postal receipt submitted on record along with tracking report (online). It is further informed by the applicant that they do not know the exact/correct or alternate residential address of living person or the legal heirs of deceased person and therefore the applicants prayed vide letter dated 13/10/2023 alongwith affidavit dated 12/10/2023, for the substitute services of notice in Form No. X in any one local daily newspaper as required under order V Rule 20 (1A) of C.P.C.1908, as the applicant is not aware of the fresh addresses of the above opponents, their legal heirs/ legal representatives if any, wherever they are presently residing and also the whereabouts of them; the applicant sought for the substitute service.

Now therefore, notice in Form No. X is hereby published in the local daily newspaper for the benefit of all the above opponents/Legal heirs/legal representatives of the deceased person or any other interested parties besides mentioned hereinabove, in the said mutation entry in respect of Survey nos. 268/2 of Village Dhargalim in Pernem Taluka. They are further, requested to file their say if any, to the said mutation entry within fifteen days from the date of publication of this notice, failing which the suitable order under LRC shall be passed by the certifying officer.

Pernem.
Dated: 19/01/2024

Sd/- **(Anant Rajaram Malik)** Mamlatdar of Pernem Taluka, Pernem, Goa

This advertisement is for information purpose only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement or the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 25th January, 2024, the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and submitted with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination.

## YARN SYNDICATE LIMITED

Our Company was originally incorporated on May 23, 1946, as "Yarn Syndicate Limited" as a Public Limited Company under the provisions of the Indian Companies Act, 1913 with the Registrar of Companies, Calcutta ('Kolkata'). A certificate of incorporation was issued on May 23, 1946 by Registrar of Companies, Calcutta ('Kolkata'). Change of Registered Office of the Company from 86/2/4, S N Banerjee Road, 1st Floor, Flat No. 2, Kolkata, West Bengal - 700014 to Shop No 128 Supemall-2 GH-0 Circle, Infocity, Gandhinagar - 382 007, Gujarat, has been approved by the Shareholders in the Annual General Meeting held on August 31, 2023.

**Corporate Identification Number:** L51109WB1946PLC013842
**Registered Office:** 86/2/4, S N Banerjee Road, 1st Floor, Flat No. 2, Kolkata, West Bengal - 700014
**Corporate Office:** Shop No 128 Supemall-2 GH-0 Circle, Infocity, Gandhinagar-382 007, Gujarat
**Telephone:** +91-7043485611; **Email id:** ysl@yarnsyndicate.in/; **Website:** https://www.yarnsyndicate.in/;
**Contact Person:** Ms. Priya Singh, Company Secretary

**PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. RAVI NIRANJAN PANDYA*****

**ISSUE PROGRAMME**

| ISSUE OPENS ON | LAST DATE FOR MARKET RENUNCIATION* | ISSUE CLOSES ON# |
|---|---|---|
| 6TH FEBRUARY, 2024 | 16TH FEBRUARY, 2024 | 21ST FEBRUARY, 2024 |

*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.

**Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open in excess of 30 (Thirty) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

***Except Mr. Ravi Niranjan Pandya, all the Promoters (incl. Promoter Group) of our Company have applied for Reclassification of Promoters vide Application No.: 185131 dated 18th September, 2023 and the application is under process. Further, Outgoing Promoters has no nexus with the Company and also Outgoing Promoters are not controlling the Board Structure.

ISSUE OF UPTO 1,80,00,000# PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES WITH PAID UP VALUE OF RS. 5.00/- EACH AND FACE VALUE OF RS. 10.00/- EACH ("EQUITY SHARES") OF YARN SYNDICATE LIMITED ("YARNSYN" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 27.00/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF RS. 17.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO RS. 48,60,00,000/- ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 24 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, I.E. 24TH JANUARY, 2024 (THE "RECORD DATE"). THE ISSUE PRICE IS 2.7 TIMES OF FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 142 OF THE LETTER OF OFFER.

#ASSUMING FULL SUBSCRIPTION OF THE ISSUE AND RECEIPT OF ALL CALLS MONEY WITH RESPECT TO PARTLY PAID EQUITY SHARES.

**PAYMENT METHOD FOR RIGHTS EQUITY SHARES**

| AMOUNT PAYABLE PER EQUITY SHARE (RS.) | PAID UP VALUE (RS.) | PREMIUM (RS.) | TOTAL (RS.) |
|---|---|---|---|
| On Application | 5.00 | 8.50 | 13.50 |
| 1st and Final call as determined by our Board in consultation with Rights Issue Committee | 5.00 | 8.50 | 13.50 |
| Total | 10.00 | 17.00 | 27.00 |

ON APPLICATION, INVESTORS WILL HAVE TO PAY RS. 13.50/- PER RIGHTS EQUITY SHARE WHICH CONSTITUTES 50 % OF THE ISSUE PRICE AND THE BALANCE RS. 13.50/- PER RIGHTS EQUITY SHARE WHICH CONSTITUTES 50 % OF THE ISSUE PRICE, WILL HAVE TO BE PAID, ON 1ST AND FINAL CALL, AS DETERMINED BY OUR BOARD IN CONSULTATION WITH THE RIGHTS ISSUE COMMITTEE. FOR DETAILS, REFER "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 142 OF LETTER OF OFFER.

| ASBA | **Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!** *Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below. |
|---|---|

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, bearing reference number SEBI/HO/CFD/CFD/CIR/DIL/67/2020 dated April 21, 2020, SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020, and SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020 (Collectively hereafter referred to as **"SEBI Rights Issue Circulars"**) and SEBI circular SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009, SEBI circular CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and the SEBI circular, bearing number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 (Collectively hereafter referred to as **"ASBA Circulars"**), all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date i.e. 24th January, 2024 and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar to the Issue or our Company, in the manner provided on the website of the Registrar to the Issue at **https://rights.cameoindia.com/yarn** at least two working days prior to the Issue Closing Date i.e. Friday, 16th February, 2024, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date i.e. Tuesday, 20th February, 2024. They may also communicate with the Registrar to the Issue with the help of the helpline number at +91-44-40020710/ 0706/ 0741 and email address at **https://rights.cameoindia.com/yarn**.

Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have opened their demat accounts after the Record Date, shall adhere to procedure for participating in this Issue mentioned on page 146 of the Letter of Offer.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company namely **YARN SYNDICATE LIMITED - SUSPENSE ESCROW DEMAT ACCOUNT** (Account Number - IN301330-41508865).

In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, the Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have not furnished the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date, i.e. Friday, February 16, 2024, shall not be eligible to make an Application for Rights Equity Shares against their Rights Entitlements with respect to the equity shares held in physical form.

**PROCEDURE FOR APPLICATION:** In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details of procedure for application by the resident Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on the Record Date i.e. Wednesday, January 24, 2024, see Section Terms of the Issue- **"Procedure for Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form"** on page 148 of Letter of Offer.

**PROCEDURE FOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS:** Shareholders may apply for the Equity Shares by submitting the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Shareholders should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorization to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application.

**APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM:** Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date i.e. 24th January, 2024 and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar to the Issue or our Company, in the manner provided on the website of the Registrar to the Issue at **https://rights.cameoindia.com/yarn** at least two working days prior to the Issue Closing Date i.e. Friday, 16th February, 2024, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date i.e. 20th February, 2024. They may also communicate with the Registrar to the Issue with the help of the helpline number at +91-44-40020710/ 0706/ 0741 and email address at **https://rights.cameoindia.com/yarn**.

**ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM: PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH INVESTOR ON THE RECORD DATE i.e. WEDNESDAY, JANUARY 24, 2024.**

**DISPATCH OF THE ABRIDGED LETTER OF OFFER ("ALOF") AND APPLICATION FORM:** The Dispatch of the ALOF, the Rights Entitlement letter and Application Form for the Issue has been completed in electronic mode through email on 30th January, 2024 and physically through registered post on 31st January, 2024 by the Registrar to the Issue.

**CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS:** In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date i.e. 6th February, 2024, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account (namely, [YARN SYNDICATE LIMITED - SUSPENSE ESCROW DEMAT ACCOUNT]) opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in a demat suspense account pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations; or (b) Equity Shares held in the account of IEPF authority; or (c) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (d) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (e) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (f) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings. Eligible Equity Shareholders are requested to provide relevant details (such as copies of self-attested PAN and client master sheet of demat account etc., details/records confirming the legal and beneficial ownership of their respective Equity Shares) to the Company or the Registrar not later than two working days prior to the Issue Closing Date i.e. 16th February, 2024 to enable the credit of their Rights Entitlements by way of transfer from the demat suspense escrow account to their demat account at least one day before the Issue Closing Date i.e. 20th February, 2024, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this Issue, and this communication shall serve as an intimation to such Eligible Equity Shareholders in this regard. Such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that their demat account, details of which have been provided to the Company or the Registrar account is active to facilitate the aforementioned transfer.

**APPLICATIONS ON PLAIN PAPER UNDER ASBA PROCESS:**

An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through e-mail or physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the websites of the Registrar to the Issue and Stock Exchanges. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB.

Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address or is a U.S. Person or in the United States.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not been titled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

a) Name of our Company, being Yarn Syndicate Limited;
b) Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
c) Folio Number (in case of Eligible Equity Share holders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date)/ DP and Client ID;
d) Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to this Issue
e) Number of Equity Shares held as on Record Date;
f) Allotment option - only dematerialized form;
g) Number of Equity Shares entitled to;
h) Number of Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
i) Number of additional Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);
j) Total number of Equity Shares applied for;
k) Total application money paid at the rate of Rs. 13.50/- per Equity Share;
l) Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
m) In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;
n) Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
o) Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and
p) All such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:

"I/We understand that neither the Rights Entitlement nor the Rights Equity Shares have been, and will be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("US Securities Act") or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof ("United States") or to, or for the account or benefit of a United States person as defined in the Regulation S of the US Securities Act ("Regulation S").

"I/ we understand the Rights Equity Shares referred to in this application are being offered in India but not in the United States."

"I/ we understand the offering to which this application relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlement in the United States. Accordingly, I/ we understand this application should not be forwarded to or transmitted in or to the United States at any time. I/ we confirm that I/ we are not in the United States and understand that neither us, nor the Registrar or any other person acting on behalf of us will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who we, the Registrar or any other person acting on behalf of us have reason to believe is a resident of the United States "U.S. Person" (as defined in Regulation S) or is ineligible to participate in the Issue under the securities laws of their jurisdiction."

"I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of our residence."

"I/ We understand and agree that the Rights Entitlement and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation S, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act."

"I/We (i) am/are, and the person, if any, for whose account I/we am/are acquiring such Rights Entitlement, and/or the Equity Shares, is/are outside the United States or a Qualified Institutional Buyer (as defined in the US Securities Act), and (ii) is/are acquiring the Rights Entitlement and/or the Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulation S or in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the US Securities Act."

"I/We acknowledge that the Company, their affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements."

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, as applicable, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar to the Issue not having any liability to the Investors. The plain paper Application form at will be available on the website of the Registrar to the Issue at **https://rights.cameoindia.com/yarn**.

Our Company and the Registrar to the Issue shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Shareholders ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

**LAST DATE FOR APPLICATION:**

The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is 21st February, 2024 i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB on or before the Issue Closing Date or such date as maybe extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Basis of Allotment" mentioned on page no. 166 of LOF.

Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5:00 P.M. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges or such extended time as permitted by the Stock Exchange.

Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Shareholders can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of application number.

**PROCEDURE FOR RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS:**

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges **(the "On Market Renunciation")**; or (b) through an off-market transfer **(the "Off Market Renunciation")**, during the Renunciation Period. The Shareholders should have the demat Rights Entitlements credited/lying in his/her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

Shareholders may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Shareholders who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock-broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Shareholders on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

Our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Shareholders/ Investors.

a) On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading/selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company. In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under ISIN INE564C20013 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date i.e. 6th February, 2024, our Company will obtain the approval from the Stock Exchanges for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time.

The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is 1 (One) Share. To clarify further, fractional entitlements are not eligible for trading.

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from 6th February, 2024 to 16th February, 2024 (both days inclusive).

The Shareholders holding the Rights Entitlements who desire to sell their Rights Entitlements will have to do so through their registered stock-brokers by quoting the ISIN INE564C20013 and indicating the details of the Rights Entitlements they intend to trade. The Shareholders can place order for sale of Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The On Market Renunciation shall take place electronically on secondary market platform of BSE under automatic order matching mechanism and on 'T+2 rolling settlement basis', where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on trade-for-trade basis. Upon execution of the order, the stock- broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchange and the SEBI.

b) Off Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by way of an off-market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only. Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date i.e. 21st February, 2024, to enable Renouncees to subscribe to the Equity Shares in the Issue.

The Shareholders holding the Rights Entitlements who desire to transfer their Rights Entitlements will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip quoting the ISIN INE564C20013, the details of the buyer and the details of the Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Shareholders can transfer Rights Entitlements only to the extent of Rights Entitlements available in their demat account.

The instructions for transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participants. The detailed rules for transfer of Rights Entitlements through off-market transfer shall be as specified by the NSDL and CDSL from time to time.

**INVESTORS TO KINDLY NOTE THAT AFTER PURCHASING THE RIGHTS ENTITLEMENTS THROUGH ON MARKET RENUNCIATION/ OFF MARKET RENUNCIATION, AN APPLICATION HAS TO BE MADE FOR SUBSCRIBING THE RIGHTS EQUITY SHARES. IF NO APPLICATION IS MADE BY THE PURCHASER OF RIGHTS ENTITLEMENTS ON OR BEFORE ISSUE CLOSING DATE THEN SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS WILL GET LAPSED AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THE ISSUE CLOSING DATE. NO RIGHTS EQUITY SHARES FOR SUCH LAPSED RIGHTS ENTITLEMENTS WILL BE CREDITED, EVEN IF SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS WERE PURCHASED FROM MARKET AND THE PURCHASER WILL LOOSE THE AMOUNT PAID TO ACQUIRE SUCH RIGHTS ENTITLEMENTS.**

**FOR PROCEDURE OF APPLICATION BY SHAREHOLDERS WHO HAVE PURCHASED THE RIGHT ENTITLEMENT THROUGH ON MARKET RENUNCIATION / OFF MARKET RENUNCIATION, PLEASE REFER TO THE HEADING TITLED "PROCEDURE FOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS" ON PAGE 146 OF THE LETTER OF OFFER.**

Listing and trading of the Equity Shares to be issued pursuant to this Issue

Subject to receipt of the listing and trading approvals, the Equity Shares proposed to be issued on a rights basis shall be listed and admitted for trading on the Stock Exchange under ISIN IN9564C01011 until fully paid up. Unless otherwise permitted by the SEBI ICDR Regulations, the Equity Shares allotted pursuant to this Issue will be listed as soon as practicable and all steps for completion of necessary formalities for listing and commencement of trading in the Equity Shares will be taken within such period prescribed under the SEBI ICDR Regulations. Our Company has received in-principle approval from the BSE through letter bearing reference number LOD/RIGHT/VK/FIP/1102/2023-24 dated January 12, 2024. Our Company will apply to the Stock Exchange for final approval for the listing and trading of the Equity Shares subsequent to their Allotment. No assurance can be given regarding the active or sustained trading in the Equity Shares or the price at which the Equity Shares offered under this Issue will trade after the listing thereof.

For an applicable period, under the rules and regulations, prior to the Call Record Date, the trading of the Rights Equity Shares would be suspended. The process of corporate action for crediting the fully paid-up Rights Equity Shares to the Investors' demat accounts may take such time as is customary or as prescribed under applicable law from the last date of payment of the account under the Call notice for the final Call.

The existing Equity Shares are listed and traded on BSE (Scrip Code: 514378) under the ISIN: INE564C01013. The Rights Equity Shares shall be credited to a temporary ISIN which will be frozen until the receipt of the final listing/trading approvals from the Stock Exchange. Upon receipt of such listing and trading approvals, the Equity Shares shall be debited from such temporary ISIN and credited to the new ISIN for the Equity Shares and thereafter be available for trading and the temporary ISIN shall be permanently deactivated in the depository system of CDSL and NSDL.

The listing and trading of the Equity Shares issued pursuant to this Issue shall be based on the current regulatory framework then applicable. Accordingly, any change in the regulatory regime would affect the listing and trading schedule.

In case our Company fails to obtain listing or trading permission from the Stock Exchange, our Company shall refund through verifiable means/unblock the respective ASBA Accounts, the entire monies received/blocked within four days of receipt to intimation from the Stock Exchanges, rejecting the application for listing of the Equity Shares, and if any such money is not refunded/unblocked within four days after our Company becomes liable to repay it, our Company and every director of our Company who is an officer-in-default shall, on and from the expiry of the fourth day, be jointly and severally liable to repay that money with interest at rates prescribed under applicable law.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI**

This Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is not exceeding Rs. 5,000.00 Lakhs, however this letter of offer will be filed with SEBI for information and dissemination purpose.

**DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE):**

As required, a copy of this Letter of Offer has been submitted to BSE Limited. The Disclaimer clause as intimated by BSE Limited to us, post scrutiny of this Letter of Offer is set out below:

"BSE Limited ("the Exchange") has given, vide its letter reference no. LOD/RIGHT/VK/FIP/1102/2023-24 dated 12th January, 2024 permission to this Company to use the Exchange's name in this Letter of Offer as the stock exchange on which this Company's securities are proposed to be listed. The Exchange has scrutinized this Letter of Offer for its limited internal purpose of deciding on the matter of granting the aforesaid permission to this Company. The Exchange does not in any manner:

(i) Warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of this Letter of Offer; or
(ii) Warrant that this Company's securities will be listed or will continue to be listed on the Exchange; or
(iii) take any responsibility for the financial or other soundness of this Company, its promoters, its management or any scheme or project of this Company;

and it should not for any reason be deemed or construed that this Letter of Offer has been cleared or approved by the Exchange. Every person who desires to apply for or otherwise acquires any securities of this Company may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Exchange whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such subscription/acquisition whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or for any other reason whatsoever."

Neither the delivery of this Letter of Offer nor any sale hereunder, shall under any circumstances create any implication that there has been no change in our Company's affairs from the date hereof or the date of such information or that the information contained herein is correct as of any time subsequent to this date or the date of such information. Each person who exercises Rights Entitlements and subscribes for Equity Shares, or who purchases Rights Entitlements or Equity Shares shall do so in accordance with the restrictions set out below.

**DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS:**

In accordance with the SEBI ICDR Regulations, SEBI circulars SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020, Circular SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020 **("SEBI Rights Issue Circulars")**, our Company will send, only through email, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material to the email addresses of all the Eligible Equity Shareholders who have provided their email address to our Company. This Letter of Offer will be provided, only through email, by the Registrar on behalf of our Company to the Eligible Equity Shareholders who have provided their email addresses to our Company. In case email address of any Eligible Equity Shareholder is not available, our Company will make reasonable efforts to dispatch the Rights Entitlement Letter along with the Abridged Letter of Offer and the Application Form only to the Indian address, if provided, of such Eligible Equity Shareholder.

Shareholders can access this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Equity Shares under applicable laws) on the websites of:

(i) Our Company at **https://www.yarnsyndicate.in/;**
(ii) The Registrar to the Issue at **https://rights.cameoindia.com/yarn**;
(iii) The Stock Exchanges at **www.bseindia.com**.

Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar to the Issue (i.e., **https://rights.cameoindia.com/yarn**) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (i.e., **https://www.yarnsyndicate.in/**).

Further, our Company will undertake all adequate steps to reach out to the Eligible Equity Shareholders.

**BANKER TO THE ISSUE AND REFUND BANK: ICICI BANK LIMITED**
**MONITORING AGENCY: NOT APPLICABLE**
**FOR RISK FACTORS AND OTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE LETTER OF OFFER AND ALOF.**
**OTHER IMPORTANT LINKS AND HELPLINE:**
**The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes:**

- Frequently asked questions and online/electronic dedicated Shareholders helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Shareholders: **https://rights.cameoindia.com/yarn**
- Updation of Indian address/e-mail address/phone or mobile number in the records maintained by the Registrar at **https://rights.cameoindia.com/yarn** or our Company at **https://www.yarnsyndicate.in/**
- Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form at **https://rights.cameoindia.com/yarn**
- Submission of self-attested PAN, client mastersheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders at **https://rights.cameoindia.com/yarn**

| REGISTRAR TO THE ISSUE | BANKER TO AN ISSUE |
|---|---|
| **CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED**<br>**Subramanian Building, 1 Club House Road, Chennai-600002**<br>**Tel : +91-4440020700, Email: rights@cameoindia.com**<br>**Investor Grievance Email id: investor@cameoindia.com**<br>**Website: https://rights.cameoindia.com/yarn / www.cameoindia.com**<br>**Contact Person: Ms. K. Sreepriya**<br>**SEBI Registration No: INR000003753**<br>**CIN: U67120TN1998PLC041613** | **ICICI Bank Limited**<br>**Address: Capital Market Division, 163, 5th Floor, H.T. Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai-400020**<br>**Tel No.: 02268052182**<br>**Fax No.: 022-22611138**<br>**Contact Person: Varun Badai**<br>**E-mail: ipocmg@icicibank.com** |

For, Yarn Syndicate Limited
Sd/-
Priya Singh
Company Secretary

Date : January 25, 2024
Place : Kolkata

**Disclaimer:** Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Partly Paid-up Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with Stock Exchange i.e. BSE Limited. The Letter of Offer is available on the website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE Limited at **www.bseindia.com** and the website of the RTA i.e. Cameo Corporate Services Limited at **https://rights.cameoindia.com/yarn**. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 26 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

# স্টোকসদের হারাতে ৫০ বছরের পুরনো থিওরিতে ফিরছে রোহিতের টিম?

**বিশাখাপত্তনম, ৩১ জানুয়ারিঃ** বড় চেনা ছবি ছিল ছয় আর সাতের দশকে। ভারতের হয়ে বল করছেন চার স্পিনার। দেশের মাটিতে টেস্ট থাকলে তো কথাই নেই। এই থিওরি দিয়েই বিপক্ষকে হারানোর ছক কষেছে ভারত। বিষেণ সিং বেদী, ভগব চন্দ্রশেখর, এরাপল্লি প্রসন্ন, শ্রীনিবাস বেঙ্কটরাঘবনের হাত ধরে সাফল্যও এসেছে। চার স্পিনারের অবসরের সঙ্গে সঙ্গে এই স্পিন থিওরি ভুলেও গিয়েছে ভারত। বিদেশি টিমকে উড়িয়ে দেওয়ার দেশের মাঠে তিন স্পিনার নিয়েই নেমেছে ভারতীয় টিম। সঙ্গে দুই কিংবা এক পেসার। ৫০ বছরের পুরনো থিওরিই কি আঁকড়ে ধরতে চাইছেন রোহিত শর্মা? হায়দরাবাদ টেস্ট হেরে ব্যাপক সমালোচনা ও চাপের মুখে পড়েছে ভারতীয় টিম। বিশাখাপত্তনমে ১-১ করার জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার স্পিনার নিয়ে নামবেন রোহিত? ভারতের টেস্ট জিততে হলে ঘূর্ণী পিচে সাফল্যের রাস্তা খুঁজে রাখতে হবে, ভালোই জানত ইংল্যান্ড। সুইপ, রিভার্স সুইপ, স্পিন ভাঙার জন্য বলের কাছে গিয়ে খেলা, স্পিন ধরার আগেই বল উড়িয়ে দেওয়া- ঘষামাজা করে এসেছেন বেন স্টোকসরা। অলি পোপ ওই মন্ত্রে সাফল্য পেয়েছেন। সেই সঙ্গে তিন স্পিনারও দারুণ পারফর্ম করেছেন। বিশেষ করে টম হার্টলি। এমনকি চতুর্থ স্পিনার হিসেবে জো রুটও কার্যকর। বিশাখাপত্তনমের পিচও স্পিন সহায়ক হতে চলেছে। ইংল্যান্ড তাতে ঘাবড়াচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু ভারতকে সমস্যায় পড়তে হবে না তো? এই প্রশ্ন যখন ঘুরছে, তখন চার স্পিনার খেলানোর কথা ভাবতে শুরু করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে টিম থেকে ছিটকে গিয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজা। তাঁর বদলি হিসেবে টিমে এসেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও সৌরভ কুমার। বিশাখাপত্তনমে সৌরভের খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে ওয়াশিংটনকে চতুর্থ স্পিনার হিসেবে টিমে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আর তা যদি হয়, তা হলে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে টেস্ট খেলবেন চায়নাম্যান বোলার কুলদীপ যাদব। সঙ্গে ওয়াশিংটন। বসানো হবে মহম্মদ সিরাজকে। একমাত্র পেসার হিসেবে খেলবেন জসপ্রীত বুমরা। চার স্পিনার-এক পেসার থিওরি অবশ্য ১২ বছর আগেও দেখা গিয়েছে ভারতের মাটিতে। ২০১২ সালে ভারতের মাটিতে শেষবার টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ইংল্যান্ড। নাগপুরে ছিল সিরিজের শেষ টেস্ট। তার আগে সিরিজে ২-১ এগিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। সিরিজে সমতা ফেরানোর জন্য নাগপুরে চার স্পিনার নিয়ে নেমেছিল ভারত। প্রজ্ঞান ওঝা, পীযূষ চাওলা, রবীন্দ্র জাডেজা এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিন খেলেছিলেন। ম্যাচ ড্র হয়েছিল। সিরিজও জিতেছিল ইংল্যান্ড। এ বারের পরিস্থিতি অনেকটা একই। ইংল্যান্ড এগিয়ে ১-০। সমতা ফেরানোর জন্য ভারত কি সেই ৪ স্পিনারের থিওরিই আঁকড়ে ধরতে চলেছে? এ বার কি আসবে সাফল্য?

## আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ বুমরাদের নাকানিচোবানি খাওয়ানো পোপের

**দুবাই, ১ জানুয়ারিঃ** হায়দরাবাদ টেস্টের হিরো বলা হচ্ছে তাঁকে। তিনি অলি পোপ। ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে মাত্র ৪ রানের জন্য ডাবল সেঞ্চুরি মিস করেন ইংল্যান্ডের তারকা অলি পোপ। জসপ্রীত বুমরা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনদের হায়দরাবাদে রীতিমতো নাকানিচোবানি খাইয়েছিলেন অলি পোপ। এ বার তারই পুরস্কার পেলেন তিনি। সদ্য আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিং প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বড়সড় লাফ দিয়েছেন অলি পোপ। আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় প্রথম দশে রয়েছেন ভারতের একমাত্র বিরাট কোহলি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলেননি বিরাট। তাঁকে দ্বিতীয় টেস্টেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে তাও পয়েন্টের নিরিখে এক ধাপ এগিয়েছেন বিরাট। ভারতের বিরুদ্ধে ১৯৬ রান, এটাই দেশের বাইরে অলি পোপের করা সবচেয়ে বেশি রান। এ ছাড়া ইংল্যান্ডের পুরুষ ক্রিকেটারদের মধ্যে চতুর্থ সর্বাধিক ইনিংস এসেছে পোপের ব্যাটে। আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ২০ ধাপ উঠে ১৫ নম্বরে পৌঁছেছেন অলি পোপ। তাঁর অর্জিত রেটিং পয়েন্ট ৬৮৪। এই ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন কিউয়ি নেতা কেন উইলিয়ামসন। তাঁর অর্জন রেটিং পয়েন্ট ৮৬৪। আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ছয় নম্বরে রয়েছেন বিরাট কোহলি। তিনি হায়দরাবাদ টেস্টে খেলেননি। তাও ৭৬৭ অর্জিত পয়েন্টের জন্য আইসিসি টেস্ট ক্রমতালিকায় এক ধাপ উঠেছেন বিরাট। অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজমের বিরাট উন্নতি হয়েছে। তিনি পাঁচ ধাপ উঠে পাঁচ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা এক ধাপ নেমে ১২ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন। ২০২২ সালের পর থেকে ২২ গজ থেকে দূরে থাকা ঋষভ পন্থ রয়েছেন আইসিসি ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ১৩ নম্বরে। তাঁর অর্জিত রেটিং পয়েন্ট ৭২১। আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর স্থান ধরে রেখেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর অর্জিত রেটিং পয়েন্ট ৮৫৩। দুই ও তিন নম্বরে রয়েছেন যথাক্রমে কাগিসো রাবাডা ও প্যাট কামিন্স। একধাপ উঠে চার নম্বরে এসেছেন জসপ্রীত বুমরা। ছয় নম্বরে রয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজা। এ ছাড়া আইসিসি টেস্ট অলরাউন্ডারদের তালিকায় প্রথম দশে রয়েছেন ৩ ভারতীয়। এক ও দুই নম্বরে যথাক্রমে রয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ছয় নম্বরে রয়েছেন অক্ষর প্যাটেল। এই তালিকায় একধাপ উন্নতি হয়েছে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক জো রুটের।

## 'ভুল খবর ছড়াবেন না', বিরাটকে নিয়ে কেন বললেন বিকাশ?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে অনেক দিন পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলছে ভারত। হায়দরাবাদ টেস্টে ভারত হেরে বেশ চাপে। বিশাখাপত্তনম টেস্ট শুরু ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। প্রথম দুটো টেস্টে খেলছেন না বিরাট কোহলি। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ছুটি নিয়েছেন তিনি। মনে করা হচ্ছিল, স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা সন্তানসম্ভবা। তাই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন প্রথম দুটো টেস্ট থেকে। পরের তিনটে টেস্টে চাননি সরোজ। সেই একই সমস্যা আবার দেখা দিয়েছে। মায়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বিরাট। যে কারণে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন প্রথম দুটো টেস্ট থেকে। এই খবরকে উড়িয়ে দিলেন বিরাটের দাদা বিকাশ কোহলি। তিনি ইন্সটাগ্রামে যে স্টোরি পোস্ট করে লিখেছেন, 'একটা মিথ্যে খবর বাজারে ছড়িয়েছে। আমাদের মায়ের নাকি শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। একটা জিনিস পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত, আমাদের মা একবারে

ভারতের হয়ে নামবেন কিনা, তা নিয়ে হঠাই সংশয় দেখা দিয়েছে এক অন্য খবরের জন্য। বিরাটের মা সরোজ কোহলি নাকি অসুস্থ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ব্যক্তির পোস্ট ঘিরে হঠাৎই হইচই পড়ে যায়। কিন্তু বিরাটের দাদা বিকাশ যা বললেন, তাতে তৈরি হল অন্য বিভ্রান্তি। গত বছর সেপ্টেম্বরে বিরাটের মা লিভারের সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছিলেন গুরগাঁওয়ের এক হাসপাতালে। বিশ্বকাপের জন্য ছেলেকে নাকি বিরক্ত করতে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। মিডিয়া সহ সবাইকে অনুরোধ করব, পুরোটা না জেনে দয়া করে এমন খবর ছড়াবেন না।' বিরাটকে ঘিরে তাতেও গুঞ্জন থামছে না। মা সরোজ যখন ভালো আছেন, তা হলে কেন ভারতীয় দল থেকে ছুটি নিতে হল বিরাটকে? স্ত্রী অনুষ্কা সন্তানসম্ভবা, এই তত্ত্বই আবার ফিরে আসছে। আর তাতেও কাটছে না জটিলতা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাকি সিরিজে পাওয়া যাবে তো বিরাটকে?

## সানিয়া ও সামির এক হবার গুঞ্জন! কতটা সত্যি এই তথ্য?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

তাঁদের দু'জনেরই সংসার ভেঙেছে। তাই বলে এ ভাবে তাঁদের নাম জুড়ে দেওয়াটা কি ঠিক? গত কয়েকদিন ধরে খবরের শিরোনামে সানিয়া মির্জা। কারণ, তাঁর প্রাক্তন স্বামী, পাক তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিক তৃতীয় বার বিয়ে করেছেন। পাক অভিনেত্রী সানা জাভেদের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করেছেন শোয়েব। জীবনের কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন ভারতের টেনিস কুইন সানিয়া মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সামি। সেই সময় তিনি পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের পাশে পেয়েছিলেন। এ বার সামির সঙ্গে জুড়ল সানিয়ার নাম। মহম্মদ সামি ও সানিয়া মির্জার নাকি এনগেজমেন্ট হয়ে গিয়েছে। এমন গুঞ্জন শোনা গিয়েছে। এই তথ্য আদৌ সত্যি নয়। আসলে শোয়েব মালিক যে দিন সানা জাভেদের সঙ্গে তাঁর বিয়ের খবর শেয়ার করেন, সেই দিন থেকে সানিয়া ও সামির নাম একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন একাধিক নেটিজেনরা। অনেকেই

মির্জা। এই সময় তিনি পরিবার, বন্ধুবান্ধব, অনুরাগীদের পাশে পেয়েছেন। ঠিক একটা সময় ভারতের তারকা ক্রিকেটার মহম্মদ সামিও তাঁর স্ত্রী হাসিন জাহানের জন্য ছিলেন খবরের শিরোনামে। আসলে সামির বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে বধূ নির্যাতন থেকে শুরু করে আরও একাধিক অভিযোগে মামলা করেছিলেন তাঁর স্ত্রী হাসিন জাহান। প্রতি মাসে এখন খোরপোশ বাবদ সামির থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা পান হাসিন জাহান। হাসিন জাহানের একাধিক অভিযোগে তাঁদের বিয়ে হতে দেখতে চান বলে মন্তব্যও করেছেন সোশ্যাল মিডিয়া সাইট স্ক এ। অবশ্য এই বিষয়ে নেটিজেনরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। যেখানে একদল চাইছে, সামিকে বিয়ে করে শোয়েবের সঙ্গে বদলা নিন সানিয়া। আর একদলের দাবি, এই ভাবে দেশের দুই ক্রীড়াবিদকে নোংরামিতে জড়ানোর কোনও মানে হয় না। উল্লেখ্য, সানিয়া ও শোয়েবের ছেলে ইজহান ভারতীয় টেনিস তারকার সঙ্গেই থাকেন। অন্যদিকে সামি ও হাসিনের মেয়ে থাকেন হাসিনের সঙ্গে।

## আর্জেন্টিনার জয়ের ম্যাচে এচেভেরির 'বুকে ব্যথা'

**ভ্যালেন্সিয়া, ৩১ জানুয়ারিঃ** প্রাক্-অলিম্পিক বাছাইয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ভেনেজুয়েলার এস্তাদিও মিসাইল দেলগাদো স্টেডিয়ামে 'বি' গ্রুপের ম্যাচে চিলিকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে হাভিয়ের মাচেরানোর দল। এই জয়ে গ্রুপ পর্বে এক ম্যাচ হাতে রেখেই ৪ দলের চূড়ান্ত পর্বে উঠল আর্জেন্টিনা। চূড়ান্ত পর্বে ওঠা চারটি দল-ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে এবং এ গ্রুপের রানার্সআপ দল, যেটি এখনো নিশ্চিত হয়নি। এই পর্বে চারটি দল একে অপরের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে এবং শীর্ষ দুই দল ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। আগামী ২৬ জুলাই শুরু হবে প্যারিস অলিম্পিক। চিলির বিপক্ষে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ২২ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ও বিশ্বকাপজয়ী থিয়াগো আলমাদা জোড়া গোল করেন। একটি করে গোল করেন সান্তিয়াগো কাস্ত্রো, অ্যারন কুইরোজ ও লুসিয়ানো গন্দোউ। আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের

কোচ মাচেরানো আলমাদার সঙ্গে ক্লদিও এচেভেরিকেও মাঠে নামিয়েছিলেন। ম্যানচেস্টার সিটিতে সই করা ১৮ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার শুরুতে ভালো খেললেও দমের সমস্যায় ভুগেছেন। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম ক্লারিন জানিয়েছে, এচেভেরি বুকেও ব্যথা অনুভব করেন। 'বি' গ্রুপ থেকে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট পাওয়া আর্জেন্টিনা গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে। সমান ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় প্যারাগুয়ে এই গ্রুপের রানার্সআপ দল হিসেবে উঠল চূড়ান্ত পর্বে। 'এ' গ্রুপে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল ব্রাজিল। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে এখনো একটি ম্যাচ বাকি আছে তাদের। ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইকুয়েডর। ৩ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট পাওয়া ভেনেজুয়েলা এই গ্রুপে তৃতীয় দল। আগামীকাল কারাকাসে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে ভেনেজুয়েলা। শুক্রবার ভেনেজুয়েলার ভ্যালেন্সিয়ায় আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে।

## নেইমার নিজের পেট দেখিয়ে বললেন, 'আমি মোটা নই'

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গত বছরের ১৭ অক্টোবর দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে চোটে পড়েন নেইমার। উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে পড়া সেই চোট নেইমারকে ছিটকে দিয়েছে চলতি বছরের জুনে শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকা থেকেও। ব্রাজিলিয়ান এই তারকা বর্তমানে চোট থেকে সেরে ওঠার জন্য পুনর্বাসনে আছেন। ফুটবল থেকে দূরে থাকলেও নেইমার কিন্তু একেবারে আড়ালে নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব উপস্থিতি আছে তাঁর। এরই মধ্যে নৌবিহারে ঘুরতেও দেখা গেছে তাঁকে। সম্প্রতি অংশ নিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোমারিওর ৫৮তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও। সেই অনুষ্ঠানের কিছু ছবি সামনে আসার পর সমালোচনার মুখে পড়েন ব্রাজিল ফরোয়ার্ড। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেসব ছবিতে নেইমারকে বেশ মোটা দেখা যায়। ছবি দেখে মনে হচ্ছিল, ফুটবল থেকে দূরে থাকায় ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি আল হিলাল তারকা। এ নিয়ে সমালোচনার পাশাপাশি তাঁকে নিয়ে বেশ হাস্যরসও হয়। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সৃষ্ট এসব সমালোচনা ও হাস্যরসের জবাব দিতে দেরি করেননি নেইমার। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নিজের জবাব দিয়েছেন নেইমার, যেখানে ছবির সঙ্গে একাধিক ভিডিও

শেয়ার করেছেন এই ফুটবলার। শেয়ার করা প্রথম ছবিতে নেইমারকে দেখা দেখা যায় একটি ব্যায়ামাগারে। এরপর দ্বিতীয় স্টোরিতে একটি ভিডিওতে তাঁকে দেখা যায়, ব্যায়াম করে ঘাম ঝরাচ্ছেন। তৃতীয় ভিডিওতে ট্রেডমিলে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে দেখা যায় নেইমারকে। যেখানে সমালোচকদের দূরে থাকার পরামর্শ দিয়ে তিরস্কার করে বলেছেন, ''আজকের অনুশীলন শেষ। অতিরিক্ত ওজন, হ্যাঁ ঠিক আছে। কিন্তু মোটা? সম্ভবত না।'' এই সময় টি-শার্ট উঁচিয়ে নিজের পেট ও শরীর দেখান প্রাক্তন এই বার্সেলোনা তারকা। চোট নেইমারের ক্যারিয়ারে নতুন কিছু নয়। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'মার্কা' গতকাল জানিয়েছে, ২০২০ সাল থেকে চোটের কারণে এ পর্যন্ত ৪২৪ দিন মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে নেইমারকে। গত ডিসেম্বরে ব্রাজিল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার জানান, আগামী কোপা আমেরিকায় নেইমার খেলতে পারবেন না। গত ১৯ ডিসেম্বর ব্রাজিলের রেদে৯৮ রেডিওকে লাসমার বলেছেন, ''কোপা খুব কাছেই। পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ পার না করে তাড়াহুড়া করা এবং অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না। আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে, সে ২০২৪ ইউরোপিয়ান মরসুমের শুরুতে, মানে আগস্টে মাঠে ফেরার জন্য পুরোপুরি ফিট হবে।'' যুক্তরাষ্ট্রে কোপা আমেরিকা শুরু হবে ২০ জুন থেকে, শেষ হবে ১৪ জুলাই। লাসমারের কথানুযায়ী, কোপা আমেরিকায়ও নেইমারকে দর্শক হয়ে থাকতে হবে।

## দাদা যা পারেননি ভাই তা করে দেখাচ্ছেন, যুব বিশ্বকাপ কাঁপাচ্ছে মুশির

**ব্লোমফনটেন, ৩১ জানুয়ারিঃ** যুব বিশ্বকাপে হইচই ফেলে দিয়েছেন ১৮ বছরের মুম্বইয়ের ছেলে। দাদা সরফরাজ খান সদ্য ভারতের টেস্ট টিমে সুযোগ পেয়েছেন। আর ভাই মুশির অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে একের পর এক সেঞ্চুরি করে চলেছেন। গ্রুপ লিগে করেছিলেন একটা। এ বার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সুপার সিক্সের ম্যাচে দাপুটে সেঞ্চুরি করেছেন মুশির। কিউয়ি বোলার ম্যাসন ক্লার্ককে মারা হেলিকপ্টার শট রীতিমতো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। ১৮ বছরের তরুণ যদি এমন পারফর্ম করতে থাকেন, তা হলে আইপিএলে খুব শিগগিরই ডাক পাবেন। এতেই শেষ নয়, আইপিএলে ভালো কিছু করতে পারলে জাতীয় টিমেও ঢুকেও যাবেন। এই মুশির আপাতত যুব বিশ্বকাপের সেনসেশন। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ থেকে প্রতিবারই নতুন নতুন ভারতীয় তারকার জন্ম হয়। শিখর ধাওয়ান থেকে বিরাট কোহলি- সবাই উঠে এসেছেন এই যুব বিশ্বকাপ থেকেই। মুশির যে অসম্ভব প্রতিভাবান ক্রিকেটার,

তা দেখিয়ে দিচ্ছেন প্রতি ম্যাচে। মুশিরকে দেখে অনেকেই উচ্ছ্বসিত। বলছেনও যে, এই ছেলে অনেক দূর যাবে। ভারতীয় ক্রিকেটে অনেক দিন পর আবার দাদা-ভাইকে নিয়ে একের পর এক খবর জায়গা করে নিচ্ছেন খেলার পাতায়। আপাতত মুশিরের লক্ষ্য শিখর ধাওয়ান। যুব বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করেছেন তিনিই। মোট তিনটে সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর নামে। ২০০৪ সালের বিশ্বকাপে বাঁ হাতি ওপেনার একের পর এক সেঞ্চুরি করে চমকে দিয়েছিলেন। ৩টি সেঞ্চুরি করে শিখরের সঙ্গে তালিকার শীর্ষে রয়েছেন বাংলাদেশের আরিফুল ইসলাম ও ইংল্যান্ডের জ্যাক বার্নহ্যাম। মুশির আপাতত দুটো সেঞ্চুরি করেছেন। বিশ্বকাপে টিমকে যদি চ্যাম্পিয়ন করতে পারেন ষষ্ঠবার খেতাব জিতবে ভারত। সেই সঙ্গে সুযোগ থাকবে শিখরকে ছুঁয়ে ফেলার। শুধু তাই নয়, ছাপিয়েও যেতে পারেন। সরফরাজের ভাই মুশির কিন্তু এত কিছু ভাবছেন না। যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে, তাই পালন করছেন।

## মেসির সতীর্থকে কেন নেওয়া হল? খোলসা করলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ** সদ্য কলিঙ্গ সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। দীর্ঘ ১২ বছর পর সর্বভারতীয় স্তরের ট্রফি জিতেছে লাল-হলুদ। সেলিব্রেশনের মাঝে কিছুটা মনখারাপও যেন ছিল বোরহা হেরেরার। তাঁকে লোনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে এফসি গোয়ার জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে বোরহাকে। তাঁর পরিবর্তে সই করানো হল ভিক্টর ভাসকেজকে। এমন ইঙ্গিত আগেই ছিল। অবশেষে সেই চুক্তি সম্পন্ন হল। এ মরসুমের জন্যই নেওয়া হয়েছে। এফসি বার্সেলোনা, টরন্টো এফসি, লস অ্যাঞ্জেলস গ্যালাক্সির মতো ক্লাবে খেলেছেন। বার্সেলোনায় লিও মেসির সঙ্গে খেলা এই ফুটবলারকে কেন নেওয়া হল, কারণ খোলসা করলেন ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। বিশ্বের বেশ কয়েকটি সফল ক্লাবে খেলা মিডফিল্ডার ভিক্টরকে সই করানো নিয়ে ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত বলেন, ''ও বার্সেলোনার খেলার স্টাইলে অভ্যস্ত। লিওনেল মেসি, জেরার্ড পিকে, সেস ফ্যাব্রেগাসদের সতীর্থ। মিডফিল্ডে ওর উদ্ভাবনী ক্ষমতা দুর্দান্ত। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের অনেক আনন্দ ও সাফল্যের মুহূর্ত উপহার দেবে বলে মনে করি। বড় মঞ্চে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলেছে। আশাকরি, ইন্ডিয়ান সুপার লিগেও জ্বলে উঠবে ভিক্টর।'' আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের সামনে ডার্বি। এত দ্রুত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলাই যায়।

## 'বিরাট ক্যাপ্টেন থাকলে হায়দরাবাদ টেস্ট হারত না ভারত', বললেন ভন

**লন্ডন, ৩১ জানুয়ারিঃ** ঘরের মাঠ, স্পিন সহায়ক পিচ, তারপরও রোহিত শর্মার ভারতকে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ হারিয়েছেন বেন স্টোকসরা। টিম ইন্ডিয়া প্রথম ইনিংসে ১৯০ রানের লিড নিয়েছিল। সেখান থেকে শেষ অবধি ২৮ রানে প্রথম টেস্ট হেরেছে রোহিত অ্যান্ড কোং। টিম ইন্ডিয়ার এই হার নিয়ে একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার তাঁদের মতামত ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। রোহিত শর্মার জায়গায় হায়দরাবাদ টেস্টে বিরাট কোহলি যদি দলের নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকতেন, তা হলে ইংল্যান্ডের কাছে ভারতকে হারতে হত না। এমনটাই দাবি করছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন। ইউটিউব চ্যানেল 'Club Prairie Fire' এ মাইকেল ভন জানান, তিনি মনে করেন রোহিতের জায়গায় বিরাট যদি ভারতের টেস্ট টিমের ক্যাপ্টেন হত তা হলে হায়দরাবাদে টিম ইন্ডিয়া ইংল্যান্ডের কাছে হারত না। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় টেস্ট ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়া বিরাট কোহলির নেতৃত্ব দেওয়াটা মিস করে। বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ভারত ওই টেস্ট ম্যাচটা হারত না। রোহিত নিঃসন্দেহে একজন কিংবদন্তি ও অসাধারণ প্লেয়ার। কিন্তু আমার মনে হয় ও এখন নিস্প্রভ রয়েছে।'' দ্য টেলিগ্রাফের কলামে গত

সপ্তাহে ইংলিশ প্রাক্তন নেতা মাইকেল ভন লিখেছিলেন, 'আমার মনে হয় রোহিত শর্মার নেতৃত্ব দেওয়ার ধরণ বেশ সাধারণ মানের। আমার মনে হয়েছিল ও চটজলদি প্রতিক্রিয়া দেয়। তবে ও ফিল্ড সাজানো থেকে শুরু করে, বোলিং পরিবর্তন কোনওটাই কাজে দেয়নি। অলি পোপের সুইপ বা রিভার্স সুইপের জন্য ওর কাছে কোনও জবাবও ছিল না।' বিশাখাপত্তনমে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট। সেখানে দেখা যাবে না দলের অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা, লোকেশ রাহুলকে। দু'জনই চোটের কারণে বাদ পড়েছেন দল থেকে। এবং ওই টেস্টেও নেই বিরাট কোহলি। এই পরিস্থিতিতে কী ভাবে ভারত সিরিজে সমতা ফেরায় সেটাই দেখার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com